আল আকসা রেষ্টুরেন্ট
প্রবাসে বাংলাদেশী খাবারের স্বাদ
আল আকসা পার্টিহল
পার্কচেষ্টারে বাঙ্গালী মালিকানায় সবচেয়ে বড় পার্টিহল ১০০-১৫০ জনের ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন
২১০৭ ষ্টার্লিং এভিনিউ, ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২
ফোন: ৭১৮-৯০৪-৭০৬১

সাপ্তাহিক
বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika
বর্ষ ২৫ || সংখ্যা ১৭ || সোমবার || মাঘ ৪ || ১৪২৭ || জমাদিউল সানি ৫ || ১৪৪২ || Vol. 25 || Issue 17 || 18 January || 2021 || USA. FREE in NY, Other State $1

আলাদীন
Aladdin
২৯-০৬ ৩৬ এভিনিউ, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
Tel: 718-784-2554

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

ট্রাম্পের কন্যা-জামাতার স্বপ্ন পূরণ হচ্ছে না!

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত বিদায়ি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কন্যা ও হোয়াইট হাউজের বিশেষ উপদেষ্টা ইভাঙ্কা ট্রাম্প। শুধুই ইভাঙ্কাই নয়, উদ্বিগ্ন **(বাকি অংশ ১৮ পাতায়)**

সহিংসতার শঙ্কায় ৫০ স্টেটে সতর্কতা

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের শপথ সামনে রেখে সহিংসতার শঙ্কায় যুক্তরাষ্ট্রের ৫০টি অঙ্গরাজ্য ও ডিস্ট্রিক্ট অব **(বাকি অংশ ১৮ পাতায়)**

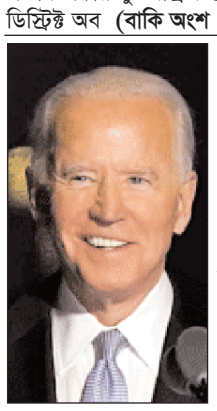
মার্চে করোনার নতুন তাণ্ডব যুক্তরাষ্ট্রে?

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : দীর্ঘদিন ধরেই করোনায় সংক্রমণ ও মৃত্যু তালিকায় শীর্ষে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। এখানকার হাসপাতাল ও ক্লিনিকগুলোতে উপচে পড়ছে করোনা রোগীর ভিড়। এরইমধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে করোনার ভাইরাসের নতুন ধরনের (স্ট্রেইন) আগামী মার্চে শক্তিশালী রূপ নিয়ে তাণ্ডব চালাতে পারে দেশটির স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের এমন সতর্কবার্তা। রোগনিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ কেন্দ্র (সিডিসি) জানিয়েছে আগামী সপ্তাহগুলোতে কোভিডের নতুন রূপ মারাত্মকভাবে যুক্তরাষ্ট্রে ছড়াতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের স্বাস্থ্য কর্মকর্তাদের **(বাকি অংশ ১৮ পাতায়)**

অভিষেকের আগেই হোয়াইট হাউস ছাড়ছেন ট্রাম্প



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: বিদায়বেলায় বক্তৃতা দেওয়া, **(বাকি অংশ ১৮ পাতায়)**



বাইডেনের শপথ অনুষ্ঠানের নিরাপত্তায় অবরুদ্ধ ওয়াশিংটন

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : প্রেসিডেন্ট জোসেফ বাইডেনের অভিষেক অনুষ্ঠান ও ক্ষমতা গ্রহণকে কেন্দ্র করে যুক্তরাষ্ট্র অস্থিতিশীল হয়ে উঠছে। রাজধানী ওয়াশিংটন যুদ্ধনগরীর রূপ পরিগ্রহ করেছে। অভিষেক অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে আনন্দের বদলে বিরাজ করছে ভীতিকর পরিবেশ। শহরে ন্যাশনাল গার্ড আর আইনশৃংখলা বাহিনী ছাড়া অন্য কারো চলাচল নেই। ট্রাম্পের উগ্রপন্থি শ্বেতাঙ্গবাদী গোষ্ঠীর অব্যাহত হুমকির মুখে নিরাপত্তার চাদরে ঢেকে দেয়া হয়েছে ওয়াশিংটনকে। এসব সন্ত্রাসী গৃহযুদ্ধ বাধানোর উস্কানি দিচ্ছে। এতে বাইরের রাষ্ট্রের ইন্ধন রয়েছে বলে মনে করছেন মার্কিন গোয়েন্দারা। মেট্রো ওয়াশিংটন এলাকার হোটেলগুলোকে কোন বুকিং নিতে দেয়া হচ্ছে না। খালি করে দেয়া হয়েছে ওয়াশিংটন ডিসির অনেক হোটেল। সারাদেশের অবস্থাও একই রকম প্রায়। সকল রাজ্যের রাজধানী ঘিরে নেয়া হয়েছে কঠোর নিরাপত্তা। ২৫ হাজার ন্যাশনাল গার্ড ঘিরে রেখেছে ওয়াশিংটন ডিসি। ম্যারিল্যান্ড, নিউ মেক্সিকো ও ইউটাহ রাজ্যের গভর্নর জরুরি অবস্থা জারি করেছেন। যেকোন সহিংস **(বাকি অংশ ১৮ পাতায়)**

বাইডেনের প্রথম দিনই বাতিল হচ্ছে মুসলিম প্রবেশ নিষেধাজ্ঞা

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: প্রেসিডেন্ট হিসেবে প্রথম কর্মদিবসেই ডজনখানেক নির্বাহী আদেশে সই করবেন জো বাইডেন। এসবের মধ্যে থাকবে প্যারিস জলবায়ু চুক্তিতে যুক্তরাষ্ট্রের পুনরায় যোগ দেওয়ার আদেশও। এ ছাড়া ডোনাল্ড ট্রাম্প কয়েকটি মুসলিম দেশের নাগরিকদের যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশে যে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছিলেন, প্রথম কর্মদিবসে তা-ও বাতিল করবেন বাইডেন। এদিকে বাইডেনের শপথের আগে ট্রাম্পপন্থীরা সশস্ত্র বিক্ষোভ করতে **(বাকি অংশ ২১ পাতায়)**

ইন্টারপোলের অ্যালার্টে ৭৮ বাংলাদেশী

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল পুলিশ অর্গানাইজেশন- ইন্টারপোলের রেড অ্যালার্ট তালিকায় আছে বাংলাদেশের ৭৮ নাগরিক। তাদের মধ্যে দুই মানবপাচারকারীকে **(বাকি অংশ ৩০ পাতায়**

জাইনকে নিয়ে নান্দাইলে আনন্দের বন্যা



ময়মনসিংহে বেড়াতে এসে পরিবার ও স্বজনের সঙ্গে জাইন (বাঁ থেকে দ্বিতীয়)। প্রোফাইল ছবি

আলম ফরাজী: জাইন সিদ্দিকী। প্রথম বাংলাদেশি-আমেরিকান হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের হোয়াইট **(বাকি অংশ ১৮ পাতায়)**

পৌর ভোটের মাঠচিত্র

বসুরহাটের ব্যতিক্রমী ভোটে জিতলেন কাদের মির্জা

ঢাকা ডেস্ক: দ্বিতীয় ধাপের ৬০ পৌরসভার নির্বাচনে রোববার সবার দৃষ্টি ছিল নোয়াখালীর বসুরহাট পৌরসভার দিকে। ক্ষমতাসীন দলের প্রার্থী আবদুল কাদের মির্জার সুষ্ঠু নির্বাচন **(বাকি অংশ ২২পাতায়)**

২৩ জনের মৃত্যু: করোনা টিকা নীতিতে পরিবর্তন আনলো নরওয়ে



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: নরওয়েতে ২৩ জনের মৃত্যুর ঘটনাটি করোনা ভ্যাকসিনের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার কারণে হতে পারে বলে জানিয়েছে দেশটির হেলথ রেগুলেটর। তাদের মৃত্যু হয় কভিড-১৯ এর ভ্যাকসিন নেওয়ার পর। নরওয়েজিয়ান মেডিসিন এজেন্সির মেডিক্যাল ডিরেক্টর স্টেনার ম্যাডসেন বলেছেন, এটি **(বাকি অংশ ৩০ পাতায়)**

ট্রাম্পের কাছে সামরিক শাসনের প্রস্তাব নিয়ে যান তাঁর সমর্থক?

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সমর্থক এক ব্যবসায়ী হোয়াইট হাউসে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যান। ওয়াশিংটন পোস্টের একজন স্টাফ ফটোগ্রাফার এই ব্যবসায়ীর হাতে ধরা **(বাকি অংশ ২৫ পাতায়)**



বাইডেন প্রশাসনে দুই মুসলিম নারী

বাংলা পত্রিকা ডেস্কঃ দুই কাশ্মিরী-আমেরিকান নারীকে গুরুত্বপূর্ন দায়িত্ব দেয়া হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের পরবর্তি প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের **(বাকি অংশ ২৫ পাতায়)**

APOLLO BROKERAGE INC.
TLC INSURANCE
ব্ল্যাক কার সার্ভিস, গ্রীন ট্যাক্সি ও প্রাইভেট কার, বাড়ি ও বিজিনেস অতি বিশ্বস্ততার সাথে ও সহজ কিস্তিতে ইন্স্যুরেন্স করা হয়।
মানি ট্রান্সফার · ওয়েস্টার্ন ইউইনিয়ন · ডিডিসি · মানি অর্ডার · নোটারী পাবলিক
Shamsher Ali
President & CEO
29-10 36th Ave., Astoria, NY 11106
Tel: 718-472-9800, Fax: 718-472-9801
e-mail: apollobrokerageinc@gmail.com
exitluxuryinc@gmail.com

CENTURY 21 AMERICAN HOMES
বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন
M: 917-749-4143
B: 718-446-1300
F: 718-452-2152
khanf04@yahoo.com
c21amhomes.com
Ferdous Khan
Real Estate Licensed Sales Assoricate
76-26 Broadway, Elmhurst, NY 11373

CORE CREDIT REPAIR
www.cmscreditsolutions.com
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন ?
ক্রেডিট লাইনের কারনে বাড়ী-গাড়ী কিনতে পারছেন না ? তাহলে এখনই ঠিক করে নিন আপনার ক্রেডিট লাইন।
Late Payments · Tax Liens · Charge Offs · Garnishment · Inquiries · Collections
Call us: 646-775-7008
Mohammed A Kashem
Credit Consultant
37-53, 72nd Street, Suite # 1
Jackson Heights, NY 11372
Email: info@cmscreditsolutions.com

SUNNATI HAJJ & UMRAH GROUP
Hajj trusted since 2000
Peace Tour
Tel: 718-739-3189
Cell: 347-327-6276, 347-750-1909
87-26, 175 Street, Apt. #1A, Jamaica, NY 11432
Email: sunnathaj@gmail.com
Web: www.hajinakkah.com

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
Digital One Travel
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
সবচেয়ে কম দামের গ্যারান্টি দিচ্ছি
7305 37th Road, Jackson Heights, NY 11372
Phone: 917-396-4140, 917-592-7823
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

AMIN PHARMACY
29-03, 36th Ave, Astoria, NY 11106
Tel: (718) 786-6611, Fax: (718) 786-6613
Contact: Pharmacist Dr. Monsur Chowdhury

আপনি কি সপ্তাহে ২,০০০ ডলার আয় করতে চান!
তাহলে আজই যোগাযোগ করুন
R & R Driving School
471 McDonald Avenue (Basment), Brooklyn, 347-836-1279

স্বল্পমূল্যে Insurance!
Over 20 Years of Experience
Auto, Home, Business, Worker's Compensation & Disability
(718) 626-0733
(718) 626-2321
KABIR CHOWDHURY
Crescent Insurance Brokerage Inc.

www.banglapatrikausa.com

BANGLA HOME CARE
BANGLA CDPAP SERVICES
LOVE WITH CARE IS HUMANITY"
বাঙালীর জন্যে বাঙালীর সেবা, মানুষ মানুষের জন্যে



Corporate Office
72-26 BROADWAY (2ND FL.)
JACKSON HEIGHTS, NY 11372

WE ARE HIRING HHA
HHA CERTIFICATE CLASS AVAILABLE

HHA সার্টিফিকেট এর মাধ্যমে আপনি ঘরে-বাইরে
যে কোন রোগীকে স্বাস্থ্য-সেবা দিতে পারেন।

- Highest Rate • Home Care Services
- CDPAP Services • MLTC Related Supports
- Medicaid Apply, Renewal & Code Removal



BROOKLYN OFFICE : 518 McDONALD AVENUE, BROOKLYN, NY 11218

FOR MORE INFO
718-708-9751 | 646-769-0966 | 718-415-3924 | 718-629-7169
718-414-7210 | 718-500-2388
E-MAIL: BANGLACDPAP.CLIENTS@GMAIL.COM

বাংলা পত্রিকা

৩-এর পৃষ্ঠা

The Weekly Bangla Patrika

The Weekly Bangla Patrika // Monday //January 18 // 2021

সিরাজুল আলম খান হাসপাতালে



ঢাকা ডেস্ক: প্রবীণ রাজনীতিক সিরাজুল আলম খান (দাদা ভাই) অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি আছেন। বুধবার (১৩ জানুয়ারী) রাতে তাকে জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। বর্তমানে সেখানেই আছেন। বাংলাদেশের রাজনীতির 'রহস্য পুরুষ' হিসেবে পরিচিত ৮০ বছর বয়সী সিরাজুল আলম খান উচ্চ রক্তচাপসহ নানা শারীরিক জটিলতায় ভুগছেন। সিরাজুল আলম খানের শারীরিক অবস্থা নিয়ে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের (জাসদ)-এর যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আবদুল্লাহিল কাইয়ুম জানান, মাইল্ড হার্ট অ্যাটাকে আক্রান্ত হলে বুধবার রাতে এ বর্ষীয়ান রাজনীতিককে (বাকি অংশ ৮ পাতায়)

যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশী বিজ্ঞানী জাহিদ হাসানের

'দ্য আর্নেস্ট অরল্যান্ডো লরেন্স' অ্যাওয়ার্ড লাভ

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের জ্বালানী মন্ত্রণালয়ের জাতীয় অর্থনীতি এবং জাতির জ্বালানী নিরাপত্তা এগিয়ে নেয়ার মিশনে গবেষণা ও উন্নয়নে অসাধারণ অবদানের জন্যে বাংলাদেশি বিজ্ঞানী অধ্যাপক ড. এম জাহিদ হাসানকে 'দ্য আর্নেস্ট অরল্যান্ডো লরেন্স' অ্যাওয়ার্ডে ভূষিত করা হলো। জ্বালানী মন্ত্রী ড্যান ব্রাউইলেট গত ১২ জানুয়ারী এ সিদ্ধান্ত জানিয়েছেন। একইসাথে আরো ৭ জনকে এই পুরস্কার প্রদানের কথা জানানো হয়েছে। ভার্চুয়ালে এ পুরস্কার বিতরণ করা হবে ১৯ জানুয়ারী সকাল ১১টায়। মধ্য-ক্যারিয়ারের আমেরিকান বিজ্ঞানী হিসেবে কয়েক বছর আগে 'ওয়েল সেমিমেটাল' আবিষ্কারের জন্যে ড. হাসান সম্মাননা লাভ করেন।



কোয়ান্টাম ফিজিক্সে টপোলজি বিষয়ে বিশেষভাবে পারদর্শী নিউজার্সীর প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটিতে অধ্যয়নরত ড. হাসান আবিষ্কার ও গবেষণায় যুক্তরাষ্ট্র ফেডারেল সরকারের এই মর্যাদাসম্পন্ন অ্যাওয়ার্ডের জন্য মনোনীত হওয়ার সংবাদ জানার পর ১৪ জানুয়ারী অনুভূতি প্রকাশ করে বলেছেন, "আমি এই সম্মাননা অর্জন করতে পেরে সম্মানিত এবং গৌরববোধ করছি। কারণ, ই ও লরেন্স হচ্ছেন আমার অন্যতম একজন শ্রদ্ধেয় বিজ্ঞানী, যাকে আমার হিরো হিসেবে বিবেচনা করি।

হাসান বলেন, 'লরেন্সের সাইক্লোট্রন উদ্ভাবনের ফলে আধুনিক উচ্চ-শক্তিসম্পন্ন প্রযুক্তি সম্মুখে ধাবিত-যা আমি আমার গবেষণায় কোয়ান্টাম পদার্থের টপোলজিকাল অবস্থাগুলি অনুসন্ধান করতে ব্যবহার করি। লরেন্স বার্কলে ন্যাশনাল ল্যাবরেটরি এবং এসএলএসি ন্যাশনাল এক্সিলারেটর ল্যাবরেটরির কাছেও আমার এই কৃতিত্বের জন্য আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ।'

শীর্ষস্থানীয় কণা ত্বরক সাইক্লোট্রন উদ্ভাবনকারী এবং পদার্থবিদ্যায় ১৯৩৯ সালের নোবেল পুরস্কার বিজয়ী বিজ্ঞানী আর্নেস্ট অরল্যান্ডো লরেন্সকে সম্মান জানানোর জন্য ১৯৫৯ সালে এই অ্যাওয়ার্ড প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। উল্লেখ্য, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় লরেন্সও পারমাণবিক বোমা তৈরীতে অবদান রেখেছিলেন এবং দেশের জাতীয় রসায়নাগার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

আরো উল্লেখ্য, 'উন্নত স্পিন-এঙ্গেল-সলিউড ফটোয়িমেশন স্পেকট্রোস্কোপি' ব্যবহারে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার ফলে হাসানকে বস্তু বিজ্ঞানের নতুন পর্যায় এবং নতুন ফর্মিওনিক কোয়াসি পার্টিকালগুলির অন্তিম আবিষ্কারের জন্য ইতিপূর্বে সম্মানিত করা হয়েছিল'।

জ্বালানী মন্ত্রণালয়ের এই পুরস্কারের ঘোষণা অনুসারে, "হাসানের কাজ ঘনীভূত পদার্থবিজ্ঞানের নতুন ক্ষেত্র খুলেছে এবং পদার্থ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে রূপান্তরকারী প্রয়োগের প্রতিশ্রুতি রেখেছে। অ্যাব ডিগ্রি ও গণনার পূর্বাভাস অনুসারে তিনি নতুন কোয়ান্টামের অবস্থা এবং হেলিকাল ডাওয়ার্ক ফার্মিয়ন এবং ওয়েল ফার্মিয়েনের মতো টপোলজিক্যাল কোয়াসি পার্টিকেলগুলির সন্ধান এবং আবিষ্কারের দিকে মনোনিবেশ করেছেন।'

প্রতিটি লরেন্স পুরস্কার বিজয়ী জ্বালানি মন্ত্রীর স্বাক্ষরযুক্ত একটি প্রশংসাপত্র, আর্নেস্ট অরল্যান্ডো লরেন্সের অনুরূপ স্বর্ণপদক এবং নগদ ২০ হাজার ডলার পাবেন। এর আগে পুরস্কারপ্রাপ্তদের মধ্যে প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানীদের মধ্যে রয়েছেন ১৯৬৮ সালে ভ্যাল ফিচ (১৯২৩-২০১৫), যিনি জেমস এস ম্যাকডোনেল পদার্থবিজ্ঞানের বিশিষ্ট অধ্যাপক, এমেরিটাস; এবং ১৯৭৬ সালে জেমস ক্রোনিন (১৯৩১-২০১৬), যিনি ১৯৫৮-১৭১৭১১ সালে প্রিন্সটনের পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক ছিলেন। দুজন পদার্থবিজ্ঞানীর জন্য ১৯৮০ এর নোবেল পুরস্কারও ভাগ করা হয়েছিল।

ঢাকার সন্তান এবং ঢাকা কলেজ থেকে বিশেষ কৃতিত্বের সাথে এইচএসসি পাশের পর ইউনিভার্সিটি অব টেক্সাসে অংক ও পদার্থ বিজ্ঞানে উচ্চতর ডিগ্রি নেন জাহিদ হাসান। ২০০২ সালে স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটি থেকে ডক্টরেট করেছেন। আমেরিকান একাডেমি অব আর্টস এ্যান্ড সায়েন্সের নির্বাচিত ফেলো হাসান ২০১৪ সাল থেকেই ওয়াশিংটন ডিসিতে 'এ্যাসপেন ইন্সটিটিউট'রও ফেলো। হাসানের গবেষণা এবং উদ্ভাবন সম্পর্কিত অনেক লেখা বিশ্বখ্যাত জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে।

ব্রিটিশ তরুণীকে ধর্ষণের দায়ে বাংলাদেশীর ৬ বছরের জেল



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুক্তরাজ্যের পোর্টমাউথে এক ব্রিটিশ তরুণীকে (১৯) ধর্ষণের দায়ে মুহিব উদ্দিন (৩১) নামে এক বাংলাদেশী যুবককে ৬ বছরের কারাদন্ড দিয়েছেন আদালত। পোর্টমাউথের একটি কাবাব রেস্তোরাঁয় কাজ করা বাংলাদেশী ওই যুবক ২০২০ সালের ২৯ আগস্ট স্থানীয় সময় রাত ১০ টার দিকে ক্লেরেডন রোডে ১৯ বছর বয়সী ওই তরুণীকে ধর্ষণ করেন। পরে মেয়েটির চিৎকারে স্থানীয়রা ঘটনাস্থলে পৌঁছলে পালিয়ে যায় মুহিব। খবর পোর্টমাউথ ডটইউকের।

ব্রিটেনের হ্যাম্পশায়ার পুলিশ তাদের ওয়েবসাইটে জানিয়েছে, ওই তরুণী মুহিব উদ্দিনকে চিনতেন না। মুহিব ২০১৬ সালে বাংলাদেশ থেকে ব্রিটেনে যান। তার আইনজীবীর দাবি, ব্রিটেন কিংবা বাংলাদেশের মুহিবের নামে আগে কোনা মামলা নেই। সিসিটিভির ফুটেজ অনুযায়ী শনাক্তের পর ১০ নভেম্বর তাকে গ্রেফতার করে যুক্তরাজ্য পুলিশ। এরপর তার বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করা হয়।

রেবেকা অস্টিন নামে পোর্টমাউথ আদালতের বিচারক গত ১৩ জানুয়ারী এ ধর্ষণ মামলার রায় ঘোষণা করেন। সাজা ঘোষণার দিন ভুক্তভোগী ওই তরুণী আদালতে উপস্থিত ছিলেন। আদালত তার পর্যবেক্ষণে বলেছেন, রেষ্টুরেন্ট কর্মী মুহিব পরিকল্পিতভাবে তরুণীকে ধর্ষণ করেছেন। আদালত সিসিটিভির ফুটেজ দেখে ধর্ষণের বিষয়টি নিশ্চিত হন। আদালত জানিয়েছেন, মুহিবকে ব্রিটেনে আজীবনের জন্য 'যৌন অপরাধী' হিসেবে চিহ্নিত করা হবে।

বিচার প্রসঙ্গে সিনিয়র তদন্ত কর্মকর্তা এমা ক্রুট বলেন, ভুক্তভোগী তরুণী বিচার পাওয়ায় আমরা অত্যন্ত আনন্দিত।

ফোবানার ৩৫তম সম্মেলনে 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শতবর্ষ' উদযাপনের সিদ্ধান্ত

ওয়াশিংটন ডিসি: আগামী সেপ্টেম্বর মাসে লেবার ডে উইকেন্ডে ওয়াশিংটনে অনুষ্ঠিতব্য ৩৫তম ফোবানা সম্মেলনে 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শতবর্ষ' উদযাপনের সিদ্ধান্ত হয়েছে। একই সাথে এ অনুষ্ঠানকে সফল করবার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই ডিসি মেরিল্যান্ড ভার্জিনিয়া চ্যাপ্টারের সভাপতি সাংবাদিক শতরূপা বড়ুয়াকে চেয়ারপার্সন করে 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শতবর্ষ' উদযাপন সাব কমিটি গঠন করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন ৩৫তম ফোবানা সম্মেলনের কনভেনার জি আই রাসেল ও সদস্য সচিব শিব্বীর আহমেদ।

৩৫তম ফোবানা সম্মেলনে 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শতবর্ষ' উদযাপন সাব কমিটি ইতিমধ্যেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষ উপলক্ষে বিশেষ আলাচনা সভা, সেমিনার, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং অ্যালামনাই রি-ইউনিয়ন সহ নানা কর্মসুচি হাতে নিয়েছে। ফোবানা সম্মেলনে 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শতবর্ষ' উদযাপন সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্যের জন্য সাব কমিটির চেয়ারপার্সন শতরূপা বড়ুয়া (ফোন: ২০২-৩৫২-৭৮৯৮) এর সাথে যোগাযোগ করবার অনুরোধ জানানো হয়েছে।

উল্লেখ্য, আগামী সেপ্টেম্বর মাসের ২, ৩ ও ৪ তারিখ শুক্র শনি ও রোববার তিন দিনব্যাপী ওয়াশিংটনে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ৩৫তম ফোবানা সম্মেলন ২০২১। সম্মেলনের হোষ্ট আমেরিকান বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশীপ সোসাইটি (এবিএফএস)। সম্মেলনর ভেন্যু ওয়াশিংটনের নয়নাভিরাম গেলর্ড রিসোর্ট এন্ড ন্যাশনাল কনভেনশন, ন্যাশনাল হারবার, মেরিল্যান্ড। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।



বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika

Editor : **Abu Taher**

Tel: 718-482-9923, 718-482-1169
Fax: 718-482-9935

সম্পাদকীয়

রোহিঙ্গা প্রশ্নে ত্রিদেশীয় বৈঠক
চীন তার ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করুক

রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন ইস্যুতে ১৯ জানুয়ারী ঢাকায় পররাষ্ট্র সচিব পর্যায়ে বৈঠকে বসতে যাচ্ছে বাংলাদেশ, মিয়ানমার ও চীন। প্রকৃতপক্ষে চীনের মধ্যস্থতায় বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল গত ৯ জানুয়ারী; কিন্তু মিয়ানমার সেটা পিছিয়ে দিয়েছে। দেরিতে হলেও বাংলাদেশ, মিয়ানমার ও চীন-এই ত্রিদেশীয় সচিব পর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠানের খবরটি ইতিবাচক বৈকি। বিশেষত চীন একটি অংশীদার দেশ হওয়ায় অনুষ্ঠেয় বৈঠকটিতে রোহিঙ্গা ইস্যুতে ইতিবাচক অগ্রগতি আশা করা যেতে পারে। বলার অপেক্ষা রাখে না, বাংলাদেশে অবস্থানরত রোহিঙ্গাদের ফেরত নেওয়ার ব্যাপারে মিয়ানমার টালবাহানা করে আসছে শুরু থেকেই।

এটা এমন এক টালবাহানা যে, রোহিঙ্গা ইস্যুতে আন্তর্জাতিক আদালতের রায়কেও তারা উপেক্ষা করছে। কিন্তু আমরা মনে করি, মিয়ানমারের ওপর কার্যকর চাপ প্রয়োগের ক্ষেত্রে চীন যদি ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে, তাহলে পরিস্থিতির পরিবর্তন হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকবে। এই বিবেচনায় ১৯ জানুয়ারিতে অনুষ্ঠেয় বৈঠকটি বিশেষ গুরুত্ব বহন করে।

মিয়ানমার রোহিঙ্গাদের ফেরত নেওয়ার ব্যাপারে সীমাহীন উদাসীনতা অথবা ঢিলেমি প্রদর্শন করে আসছে। প্রত্যাবাসনের লক্ষ্যে যাচাই-বাছাইয়ের জন্য মিয়ানমারকে এ পর্যন্ত ৮ লাখ ৪০ হাজার রোহিঙ্গার তালিকা পাঠিয়েছে বাংলাদেশ। সম্প্রতি পাঠানো হয়েছে ২ লাখ ৩০ হাজার রোহিঙ্গার তালিকা। কিন্তু মিয়ানমারের গতি এতই ধীর যে, তারা এ পর্যন্ত ৪২ হাজার রোহিঙ্গার পরিচয় যাচাই-বাছাই করেছে। এর মধ্যে ২৮ হাজার রোহিঙ্গা রাখাইন রাজ্যের অধিবাসী বলে স্বীকার করেছে, বাকি ১৪ হাজারের কোনো তথ্য মিয়ানমারের তথ্যভান্ডারে নেই বলে জানিয়েছে দেশটি। অর্থাৎ বোঝাই যাচ্ছে, রোহিঙ্গাদের ফেরত নেওয়ার ব্যাপারে মিয়ানমারের আন্তরিকতা নেই বললেই চলে।

১৯ জানুয়ারীর বৈঠকটির জন্য আমরা অপেক্ষায় রয়েছি। এ বৈঠকে যদি ফলপ্রসূ কোনো সিদ্ধান্ত না হয়, তাহলে মিয়ানমারের ওপর চাপ বৃদ্ধির কোনো বিকল্প থাকবে না। একটা বিষয় স্পষ্ট হওয়া গেছে যে, জাতিসংঘ কিংবা অন্যান্য শক্তিধর রাষ্ট্রের চেয়ে মিয়ানমারের ওপর চাপ বৃদ্ধির ক্ষমতা রয়েছে একমাত্র চীনেরই। চীন যদি বাংলাদেশের বর্তমান বাস্তবতা উপলব্ধি করে মিয়ানমারের ওপর কার্যকর চাপ প্রয়োগ করে, তাহলে সমস্যার সমাধান হতে বেশি দেরি হবে না।

আমাদের উচিত হবে, এ লক্ষ্যে চীনের সঙ্গে কূটনৈতিক তৎপরতা আরও জোরদার করা। আমরা আশা করি, ১৯ জানুয়ারী অনুষ্ঠেয় ত্রিপক্ষীয় বৈঠকে চীন এমন এক ভূমিকা গ্রহণ করবে, যাতে মিয়ানমার তার বর্তমান একগুঁয়েমি পরিহার করে রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসনে সম্মত হবে।

মিয়ানমারের প্রতিবেশী এবং একটি শক্তিধর রাষ্ট্র হিসেবে চীন তার ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করলে আমরা দেশটির প্রতি কৃতজ্ঞ থাকব বটে।

২৫ বছরে
সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika

আমি এক স্বপ্ন দেখি
মার্টিন লুথার কিং এর ঐতিহাসিক ভাষণ

ইতিহাসে ব্যক্তিই সব নয়, কিন্তু যদি বলা হয় জর্জ ওয়াশিংটন আমেরিকাকে স্বাধীন করেছেন, আব্রাহাম লিংকন এনেছেন গণতন্ত্র, তবে আমেরিকান দেশকে সভ্য করেছেন মার্টিন লুথার কিং। তাঁর নেতৃত্বে কালো মানুষ পেয়েছে সাদা মানুষের সমান অধিকার, আর সাদা নাগরিকেরা পেয়েছে বর্ণবাদের অভিশপ্ত অহংকার থেকে মুক্তি। তিনি ছাড়া আমেরিকার বড় অংশ সাবেক বর্ণবাদী দক্ষিণ আফ্রিকার দশায় পড়ে থাকত। যে দেশে একসময় কালো শিশুরা সাদা শিশুদের সঙ্গে পড়তে পারত না, যেখানে সাদা যাত্রীকে দেখে বাসের আসন ছেড়ে দিতে হতো কোনো কালো মহিলাকে, কোনো শ্বেতাঙ্গিনীকে ভালোবাসার অপরাধে যে দেশে কৃষ্ণাঙ্গ তরুণকে কেটে কুটিকুটি করা হতো, মার্টিন লুথারের নাগরিক স্বাধীনতা আন্দোলনের জের ধরে আজ সেই দেশের প্রেসিডেন্ট হয়েছেন একজন আফ্রিকান-আমেরিকান কৃষ্ণাঙ্গ বারাক ওবামা। মার্টিন লুথারের মাধ্যমেই আমেরিকার বর্ণবাদবিরোধী ২০০ বছরের লড়াই পরিণতি পায়। কিন্তু সংগ্রামের শীর্ষ মুহূর্তেই আততায়ীর গুলি কেড়ে নেয় এই মহাপুরুষের জীবন। ১৯৬৮ সালে মাত্র ৩৯ বছর বয়সে শ্বেতাঙ্গ ঘাতকের গুলিতে তাঁর মৃত্যু হয়।

তাঁর জন্ম ১৯২৯ সালের ১৫ জানুয়ারী। ছিলেন পাদ্রি কিন্তু হয়েছেন অহিংস মুক্তি আন্দোলনের দিশারি। আমেরিকার ভিয়েতনাম যুদ্ধের তিনি ছিলেন ঘোর বিরোধী। ছিলেন দারিদ্র্যমুক্তি আন্দোলনের নেতা। আজ বিশ্বে তাঁর স্থান মানবাধিকারের কিংবদন্তি হিসেবে। সবচেয়ে কম বয়সে নোবেল পুরস্কার পাওয়ার সম্মান তাঁরই। অমর তাঁর মহান সংগ্রাম। একইভাবে অমর তাঁর ঐতিহাসিক বক্তৃতা 'আই হ্যাভ এ ড্রিম'।

১৯৬৩ সালের ২৮ আগস্ট ওয়াশিংটনে লাখ লাখ মানুষের মিছিলের শেষে দেওয়া এই বক্তৃতা কখনো ভুলার নয়। এখানে তাঁর সেই বক্তৃতার সংক্ষেপিত অংশ অনুবাদ করে দেওয়া হলো:

'এই দিনে আমি আপনাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে খুশি। ইতিহাস এই দিনটি মনে রাখবে, আমাদের জাতির ইতিহাসে মুক্তির মহান সমাবেশ হিসেবে। যে মহান আমেরিকানের প্রতীকী ছায়াতলে আজ এখানে আমরা দাঁড়িয়ে, শতবর্ষ আগের এই দিনে তিনি মুক্তির সনদে স্বাক্ষর করেছিলেন। অবিচারের আগুনে ঝলসে যাওয়া নিযুত নিযুত নিগ্রো দাসের সামনে সেই যুগান্তকারী ঘোষণা আশার মশাল হয়ে জ্বলে ছিল। বন্দিত্বের দীর্ঘ রাতের পর সেটা ছিল এক আনন্দময় সকাল।

কিন্তু ১০০ বছর পর মর্মান্তিক সত্য হচ্ছে, নিগ্রো আজও মুক্ত নয়। শতবর্ষ পরও নিগ্রোরা আজও দুঃখজনকভাবে বিচ্ছিন্নতার শেকলে আর বৈষম্যের জিঞ্জিরে বাঁধা। শতবর্ষ পরও নিগ্রোদের জীবন যেন ধন-সম্পদের বিরাট সমুদ্রের মাঝখানে এক নিঃসঙ্গ দারিদ্র্যের দ্বীপ। শতবর্ষ পরও নিগ্রোরা আমেরিকান সমাজের এক কোণে নির্জীব দশায় পড়ে আছে, হয়ে আছে নিজভূমে নির্বাসিত। তাই আজ আমরা এখানে আমাদের দুর্দশাকে তুলে ধরতে এসেছি।

এক অর্থে আমরা আমাদের রাজধানীতে এসেছি একটা চেক ভাঙাতে। আমাদের প্রজাতন্ত্রের স্থপতিরা যখন সংবিধানের সেই দারুণ কথাগুলো লিখছিলেন এবং দিয়েছিলেন স্বাধীনতার ঘোষণা, তখন তাঁরা এমন এক চেকে সই করছিলেন, প্রতিটি আমেরিকান যার উত্তরাধিকারী। সেটা ছিল সব মানুষের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অধিকার, মুক্তি ও সুখসন্ধানের নিশ্চয়তার প্রতিশ্রুতি।

আজ পরিষ্কার হয়ে গেছে, আমেরিকা সেই প্রতিশ্রুতিপত্র খেলাপ করেছে, অন্তত তার কালো নাগরিকদের বেলায়। সেই পবিত্র দায়িত্ব মান্য করার বদলে আমেরিকা নিগ্রো মানুষদের হাতে যে চেক ধরিয়ে দিয়েছে, তা ফেরত এসেছে, 'তহবিল ঘাটতি'র চিহ্ন নিয়ে। কিন্তু ন্যায়বিচারের ব্যাংক দেউলিয়া হয়ে গেছে-এ আমরা বিশ্বাস করতে রাজি না।

আমরা মানতে রাজি না, এই জাতির সুযোগ ও সম্ভাবনার সিন্দুকে যথেষ্ট তহবিল নেই। তাই যে চেক চাইবা মাত্র মুক্তির দৌলত আর ন্যায়বিচারের নিরাপত্তা দেবে, আজ আমরা এসেছি সেই চেক ভাঙাতে।... এখনই সময় ঈশ্বরের সব সন্তানের জন্য সুযোগের সব দ্বার অবারিত করে দেওয়ার। এখনই সময় বর্ণবৈষম্যের চোরাবালি থেকে আমাদের জাতিকে ভ্রাতৃত্ববন্ধনের পাথুরে জমিতে তুলে ধরার।

.....যত দিন না নিগ্রোরা তাদের



নাগরিক অধিকার ভোগ করতে পারবে, তত দিন আমেরিকায় বিরাম ও শান্তি থাকবে না। যত দিন না ন্যায়ের সুদীপ্ত দিন আসছে, তত দিন বিদ্রোহের ঘূর্ণিঝড় আমেরিকার ভিতকে কাঁপিয়ে দিতে থাকবে।...

বন্ধুরা, আজ আমি আপনাদের বলছি, বর্তমানের প্রতিকূলতা ও বাধা সত্ত্বেও আমি আজও স্বপ্ন দেখি। আমার এই স্বপ্নের শেকড় পোঁতা আমেরিকান স্বপ্নের গভীরে।

আমি স্বপ্ন দেখি, একদিন এই জাতি জাগবে এবং বাঁচিয়ে রাখবে এই বিশ্বাস: 'আমরা এই সত্যকে স্বতঃসিদ্ধভাবে গ্রহণ করছি: সব মানুষ সমান।'

আমি স্বপ্ন দেখি, একদিন জর্জিয়ার লাল পাহাড়ে সাবেক দাস আর সাবেক দাসমালিকের সন্তানেরা ভ্রাতৃত্বের এক টেবিলে বসতে সক্ষম হবে।

আমি স্বপ্ন দেখি, একদিন মরুময় মিসিসিপি রাজ্য, অবিচার আর নিপীড়নের উত্তাপে দম বন্ধ করা মিসিসিপি হয়ে উঠবে মুক্তি আর সুবিচারের মরূদ্যান।

আমি স্বপ্ন দেখি, আমার চার সন্তান একদিন এমন এক জাতির মধ্যে বাস করবে, যেখানে তাদের চামড়ার রং দিয়ে নয়, তাদের চরিত্রের গুণ দিয়ে তারা মূল্যায়িত হবে।

আমি আজ এই স্বপ্ন দেখি।

আমি স্বপ্ন দেখি, একদিন আলাবামা রাজ্যে, যেখানকার গভর্নরের ঠোঁট থেকে কেবলই বাধানিষেধ আর গঞ্জনার বাণী ঝরে, একদিন সেখানকার পরিস্থিতি এমনভাবে বদলে যাবে যে কালো বালক আর বালিকারা সাদা বালক আর বালিকাদের সঙ্গে ভাইবোনের মতো হাত ধরাধরি করবে।

আমি আজ এই স্বপ্ন দেখি।

আমি স্বপ্ন দেখি, একদিন সব উপত্যকা উত্তীর্ণ হবে, সব পাহাড় আর পর্বত হবে আনত, এবড়ো-খেবড়ো জমিন মসৃণ হবে, আঁকাবাঁকা জায়গাগুলো সমান হবে এবং ঈশ্বরের জয় উদ্ভাসিত হবে এবং একসঙ্গে সব মানব তা চাক্ষুষ করবে।

এই-ই আমাদের স্বপ্ন। এই স্বপ্ন নিয়েই আমি দক্ষিণে ফিরে যাব। এই বিশ্বাস নিয়ে হতাশার পর্বত থেকে আমরা সৃষ্টি করব আশার প্রস্তর। এই বিশ্বাস নিয়ে আমরা আজকের এই বেসুরো কোলাহল থেকে জন্ম দেব ভ্রাতৃবন্ধনের সুন্দরতম সংগীতের। এই বিশ্বাস নিয়ে আমরা একসঙ্গে কাজ করব, প্রার্থনায় মিলব একত্রে, একদিন আমরা মুক্ত হব এই জেনে, একসঙ্গে শামিল হব সংগ্রামে।

সেটা হবে সেই দিন, যে দিন ঈশ্বরের সন্তানেরা গাইতে পারবে গান, ভাষায় দেবে নতুন অর্থ: 'ও আমার দেশ, তুমি তো মুক্তির স্নিগ্ধ ভূমি। যে মাটিতে আমার পিতারা শায়িত, যে মাটি তীর্থযাত্রীদের গরিমা, তার প্রতিটি পাহাড়ের ঢাল থেকে বেজে উঠুক মুক্তির গান।'

এবং আমেরিকাকে মহান এক দেশ হতে হলে এটাই সত্য হতে হবে। তাই মুক্তি ধ্বনিত হোক নিউ হ্যাম্পশায়ারের বিপুল পাহাড়চূড়া থেকে। মুক্তি ধ্বনিত হোক নিউইয়র্কের শক্তিমান পাহাড়গুলো থেকে। মুক্তি ধ্বনিত হোক পেনসিলভানিয়ার ওই আকাশছোঁয়া আলেঘেনির শীর্ষ থেকে।

মুক্তি ধ্বনিত হোক কলোরাডোর তুষারমোড়া পাহাড় থেকে।

মুক্তি ধ্বনিত হোক ক্যালিফোর্নিয়ার বঙ্কিম চূড়া থেকে!

শুধু তা-ই নয়, মুক্তি ধ্বনিত হোক জর্জিয়ার স্টোন মাউন্টেইন থেকেও!

মুক্তি ধ্বনিত হোক টেনেসির লুকআউট পাহাড় থেকে!

মুক্তি ধ্বনিত হোক মিসিসিপির প্রতিটি টিলা ও পাহাড় থেকে। প্রতিটি পাহাড়ের খাঁজ থেকে বেজে উঠুক মুক্তির গান।

যখন আমরা মুক্তিকে ধ্বনিত হতে দেব; যখন প্রতিটি গ্রাম, প্রতিটি বসতি, প্রতিটি রাজ্য এবং শহরে বাজবে মুক্তির গান; তখন আমরা সেই দিনকে আরও কাছে নিয়ে আসতে পারব, যেদিন কালো মানুষ ও সাদা মানুষ, ইহুদি ও জেন্টাইল, প্রোটেস্ট্যান্ট ও ক্যাথলিকড় সবাই হাতে হাত ধরে গাইবে সেই নিগ্রো মরমিসংগীত 'এত দিনে আমরা মুক্ত হলাম! এত দিনে পেলাম মুক্তি! ও সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, তোমাকে ধন্যবাদ, আমরা আজ মুক্ত!'

ভাষান্তরঃ ফাররুক ওয়াসিফ

বিশেষ ঘোষণা

নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকা সপ্তাহের প্রথম অর্থাৎ সোমবারের পত্রিকা। বিগত ২৪ বছর বাংলা পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশের পর ২৫ বছরে পা রেখেছে। বাংলা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ তার পাঠকদের প্রতি সপ্তাহেই নতুন নতুন খবর, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ফিচার প্রভৃতি উপহার দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই প্রকাশের ক্ষেত্রে যেকোন নতুন এবং মৌলিক লেখা সর্বাধিক গুরুত্বের দাবী রাখে। আমরা আমাদের লেখকদেরকে মৌলিক লেখা ইমেইলে (banglapatrikausa@gmail.com) পাঠানোর জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ রাখছি। যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় দিবসের লেখা ১৫দিন আগে ইমেইলে পাঠানোর জন্যও অনুরোধ রইলো।

বাংলা পত্রিকা প্রিন্ট ভার্সনের পাশাপাশি এখন ওয়েব সাইডেও পাওয়া যায়। আর পূর্ণ বাংলা পত্রিকা'র পিডিএফ ভার্সন পেতে আগ্রহীদেরকে তাদের ইমেইল নম্বর পাঠাতে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

- সম্পাদক।

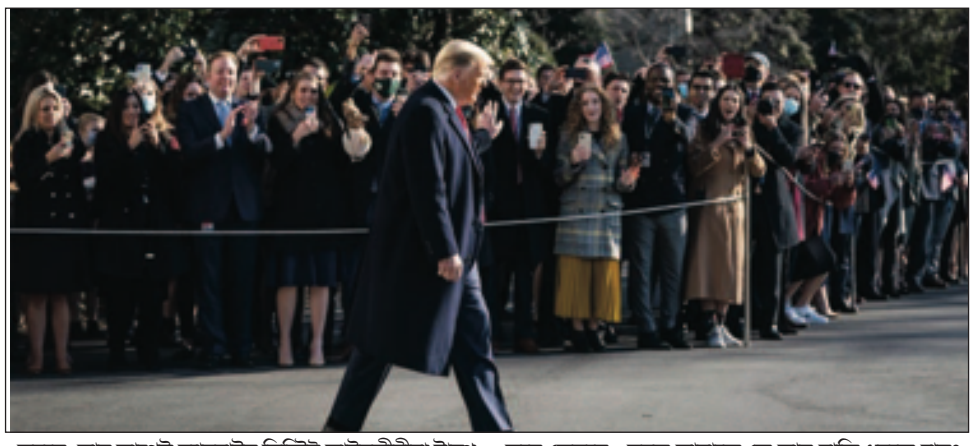
নামাজের সময়-সূচী

জিনুয়ারী	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
ফজর	৫.৫৫	৫.৫৪	৫.৫৪	৫.৫৩	৫.৫৩	৫.৫২	৫.৫২
সূর্যোদয়	৭.১৫	৭.১৫	৭.১৪	৭.১৩	৭.১৩	৭.১২	৭.১১
জোহর	১২.০৬	১২.০৭	১২.০৭	১২.০৭	১২.০৭	১২.০৮	১২.০৮
আসর	৩.১৬	৩.১৭	৩.১৯	৩.২০	৩.২১	৩.২২	৩.২৩
মাগরিব	৪.৫৮	৪.৫৯	৫.০০	৫.০১	৫.০৩	৫.০৪	৫.০৫
এশা	৬.১৭	৬.১৮	৬.১৯	৬.২০	৬.২১	৬.২২	৬.২৩

সাপ্তাহিক ২৫ বছরে
বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika

ডোনাল্ড ট্রাম্পের ভূত ও ভবিষ্যৎ

গ্যালি কলিন্স



প্রশ্ন হতে পারে, ডোনাল্ড ট্রাম্পের জন্য সবচেয়ে বেদনার বিষয় কী? দুই দফা অভিশংসিত প্রেসিডেন্ট হিসেবে ইতিহাসে প্রথম হওয়া না বৃহত্তম গলফ টুর্নামেন্টের আয়োজক হিসেবে বাদ পড়া?

এটা ঠিক, গত সপ্তাহে ডোনাল্ড ট্রাম্প তার সমর্থকদের যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস ভবনে হামলার উস্কানি দেওয়ার পর থেকে তার সময় খুব খারাপ যাচ্ছে। তার ভাবমূর্তি এতটাই করুণ অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে- এখন তিনি যে আগামী সপ্তাহে নতুন প্রেসিডেন্টের শপথ অনুষ্ঠানে সমর্থকদের গোলমাল না করতে বলেছেন, সেটাই উত্তম পদক্ষেপ হিসেবে প্রশংসিত হচ্ছে। ২০২২ সালে ট্রাম্প ন্যাশনাল গলফ ক্লাবে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া চ্যাম্পিয়নশিপ আয়োজন অন্যত্র সরিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্তও হাততালি পাচ্ছে। তিনি ইতোমধ্যে টুইটারে নিষিদ্ধ হয়েছেন। এখন যদি তদন্ত কর্মকর্তারা টেলিভিশন উপস্থিতিও নিষিদ্ধ করেন, তাহলে তার সব খেল খতম।

নভেম্বরের নির্বাচনে হার স্বীকার না করার পর থেকেই ট্রাম্পের বহুমাত্রিক নাটক দেখতে হচ্ছে আমাদের। তিনি ভূতগ্রস্ত মানুষের মতো বারবার বলেই যাচ্ছেন যে বাইডেন সমর্থকরা নির্বাচনে জালিয়াতি করেছে। গত সপ্তাহে ট্রাম্প সমর্থকরা ওয়াশিংটন ডিসিতে জড়ো হয়েছিল, যেখানে তিনি 'উপদেশ' দেন- 'নারকীয় লড়াই না করলে এই দেশ আর আপনাদের থাকবে না।' তারা শিং উঁচিয়ে কংগ্রেস ভবনের দিকে ছুটে গিয়েছিল। এমনকি ট্রাম্পের কট্টর সমর্থক জনপ্রতিনিধিরাও ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে নিজেদের দাপ্তরিক কক্ষ লন্ডভন্ড হতে দেখেছেন। প্রতিনিধি পরিষদে রিপাবলিকান পার্টির তৃতীয় শীর্ষ ব্যক্তি লিজ চেনি বলেছেন- 'ট্রাম্পই এই আগুনে দিয়াশলাই ঠুকেছে।' আর বুধবার প্রেসিডেন্টের নিজ দলের ১০ সদস্য তাকে অভিশংসনের পক্ষে ভোট দিয়েছেন।

অভিশংসনের পর হোয়াইট হাউস থেকে প্রচারিত এক ভিডিও বার্তায় ট্রাম্পকে বলতে শোনা গেছে- 'আমাদের দেশে সহিংসতা ও ভাঙচুরের কোনো স্থান নেই।' অথচ একদিন আগেই তিনি টেক্সাসে গিয়েছিলেন। ভেবেছিলেন, মেক্সিকোর সঙ্গে সীমান্ত দেয়ালের একটি অংশ উদ্বোধন করে তিনি সমালোচনার বন্যা সামাল দিতে পারবেন। অথচ ওই দেয়াল যুক্তরাষ্ট্রের করদাতাদের পয়সায় নির্মিত। তার প্রতিশ্রুতি মতো মেক্সিকো এক পয়সাও দেয়নি। রওনা দেওয়ার আগে মিনিটখানেক থেমে বলেছিলেন- 'মানুষ মনে করে, আমি যা বলেছি তা সম্পূর্ণ যথাযথ।'

ট্রাম্পের এই 'মানুষ' কারা? তার পরিবারের বাইরে থাকতে পারে রুডি জুলিয়ানি। এই বাজে লোকটিও এখন ট্রাম্পের কাছে ঘেঁষতে চাচ্ছেন না। ট্রাম্পকে সবাই এখন এড়িয়ে চলছে এবং যত দ্রুত সম্ভব ছেড়ে যাচ্ছে। তিনিও যাকে সামনে পাচ্ছেন, তার পক্ষে কংগ্রেস ভবনে গিয়ে হামলা না করার জন্য এক হাত দেখে নিচ্ছেন। ফলে হোয়াইট হাউস খালি হওয়ার যেন হিড়িক পড়েছে।

সর্বশেষ ট্রাম্প হারিয়েছেন ভাইস প্রেসিডেন্ট মাইক পেন্সকে। বস্তুত ডোনাল্ড ট্রাম্পকে সন্তুষ্ট করা কতটা কঠিন, তার উত্তম উদাহরণ হলেন পেন্স। তিনি 'মহাপাপ' করেছিলেন এই ভনিতা না করে যে ট্রাম্প নির্বাচনে হারেননি। এর 'শাস্তি' হিসেবে ট্রাম্প সমর্থকরা মাইক পেন্সের ফাঁসি চাই স্লোগান দিয়েছে। শোনা যাচ্ছে, প্রেসিডেন্ট নিজেও ভাইস প্রেসিডেন্টকে গোল্লায় যাও বলেছেন।

হোয়াইট হাউস ছাড়ার পর ডোনাল্ড ট্রাম্প নতুন রিয়েলিটি শো চালু করতে পারেন- 'দেশপ্রেমিক হও অথবা গোল্লায় যাও'। কিছু একটা করার কথা তাকে ভাবতেই হবে। শেষ পর্যন্ত উপদেষ্টারা হয়তো তাকে বোঝাতে পেরেছেন যে আগামী সপ্তাহে তিনি আর প্রেসিডেন্ট থাকছেন না। যাকে তাকে ক্ষমতা দেখানো বা ক্ষমা করার সুযোগ তিনি আর পাবেন না।

একটা উপায় হতে পারত অবসর গ্রহণ। কিন্তু সেটা ডোনাল্ড ট্রাম্পের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নয়। পরিণত বয়সের পুরো সময় তিনি নিজেকে 'অবিশ্বাস্য ধনী' দেখাতে চেয়েছেন। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, তিনি 'অবিশ্বাস্য ঋণগ্রস্ত'। এখন যখন ট্রাম্পতরী ডুবছে, ঋণদাতা ইঁদুরগুলো একের পর এক ঝাঁপিয়ে সরে যাচ্ছে। যে ব্যাংকগুলো তাকে কাঁড়ি কাঁড়ি অর্থ ধার দিয়েছিল, এখন ফেরত চাইছে। যেমন ডয়েচে ব্যাংক ট্রাম্প কোম্পানির কাছে ৩৩ কোটি ডলার পাওনা। ওই অর্থ ২০২৩ সালের মধ্যে শোধ করার কথা। কিন্তু ব্যাংকটি এখনই সব ফেরত চাইছে। কারণ, তারা ধারণা করছে, তার আগেই ম্যানহাটন ডিস্ট্রিক্ট আইনজীবীরা ট্রাম্প কোম্পানির বিরুদ্ধে ব্যাংক ও ট্যাক্স ফাঁকির তদন্ত সমাপ্ত করে ফেলবে। ডুবন্ত জাহাজে কে আর বাজি ধরতে চায়? প্রশ্ন হচ্ছে, প্রেসিডেন্সি যাওয়ার পর ডোনাল্ড ট্রাম্প কোথায় যাবেন? তিনি তার জীবনের সব সাফল্য নিজের নামে চালিয়েছিলেন। এখন সেই নামটিই হয়ে উঠেছে ঠাট্টার পাত্র। রিপাবলিকান দলের মনোনয়ন চাওয়ার সময়ই প্রশ্ন উঠেছিল- যে ব্যক্তি কোনোদিন কোনো 'পাবলিক সার্ভিস' দেননি, তিনি কীভাবে প্রেসিডেন্ট হবেন? এই প্রশ্নের উত্তরে ট্রাম্প সবসময় যে 'অবদান' তুলে ধরেছেন, তা হচ্ছে নিউইয়র্ক সিটির সেন্ট্রাল পার্ক আইস-স্কেটিং রিঙ্ক। সবসময় গলা ফুলিয়ে বলে এসেছেন, ১৯৮৬ সালে তিনি এর সংস্কার করেছেন এবং তখন থেকে ক্রীড়া ক্ষেত্রটি ট্রাম্প কোম্পানির পক্ষে চালিয়ে আসছেন। সিটি কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে ইজারা নিয়ে।

হোয়াইট হাউস ছাড়ার পর তিনি সেখানে গিয়ে 'মেরি গো রাউন্ড অ্যান্ড রাউন্ড' করতে পারতেন। কিন্তু মঙ্গলবারই নিউইয়র্ক সিটি মেয়র জানিয়েছেন, তারা আইস স্কেটিং ক্ষেত্রটির ইজারা বাতিল করতে যাচ্ছেন।

লেখক: লেখক ও কলামিস্ট। নিউইয়র্ক টাইমস থেকে ঈষৎ সংক্ষেপে ভাষান্তরিত



ভালোলাগার শহর সিডনি



হাবিব রহমান

গতকাল খুব ধকল গেছে শরীরে। ভোর সকালে হোটেল থেকে বেরিয়ে বু মাউন্টেইন দেখে আবার হোটেলে ফিরে আসতে গভীর রাত হয়ে যায়। তাই আজ দূরের কোন প্রোগ্রাম রাখিনি। গাইডকে আগেই বলে রেখেছিলাম আজ সিডনি শহরটা ঘুরে দেখবো। সিডনি শহরটা দুই ভাগে বিভক্ত-সিডনি মহানগরী এবং সাব আরবান সিডনি। আমরা আজ দেখবো সিডনি মহানগরী। এটি সর্বাধুনিক স্থাপত্য এবং আধুনিক অবকাঠামোতে নির্মিত এক প্রাণচঞ্চল পর্যটক নগরী।

গাইড বলছিলো সিডনির গল্প। ১৭৮৮-র জানুয়ারী, ১১টি জাহাজ ভরে ক্যাপ্টেন আর্থার ফিলিপের নেতৃত্বে 'বটানি বে'তে এসে পৌঁছাল হাজারখানেক 'সেটলার'। তাদের মধ্যে ৭৭৮ জন আবার 'অপরাধী'। ব্রিটেন থেকে তাদের যাত্রা শুরু হয়েছিল ১৭৮৭-র ১৩ মে। নেহাতই সাদামাটা সেই যাত্রা শেষ পর্যন্ত বেশ বর্ণময় হয়ে উঠেছিল। 'বটানি বে'তে নামার প্রায় দিন তিনেক পর এই 'নৌ-যাত্রী'রা অপেক্ষাকৃত ভাল একটি জায়গাq সরিয়ে নিয়ে যায় তাদের 'গৃহস্থালী'। জায়গাটির নাম পোর্ট জ্যাকসন। সেখানেই 'সিডনি' নামের এক ছোট উপসাগরের পাড়েই গড়ে ওঠে নতুন 'বসতি', দিনটি ছিল ২৬ জানুয়ারী, ১৭৮৮। এই দিনটিই পরে অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় দিবস 'অস্ট্রেলিয়া ডে' হিসেবে পালিত হয়। সে বছরের ফেব্রুয়ারীতেই ফিলিপকে সিডনির গভর্নর ঘোষণা করা হয়। তখন এ দেশে বসবাস ছিল সভ্যতার আলো থেকে বহু দূরে থাকা বিক্ষিপ্ত কিছু আদিবাসী মানুষের। সিডনির উত্তরণের সেই শুরু। পৃথিবীর নানা জায়গার মানুষের ভিড়ে সিডনি আজ যথার্থই 'কসমোপলিটন'। 'সিডনি-সাইডার' ও ভ্রমণপিপাসুদের জন্য 'সিটি অফ সিডনি' সারা বছরই কিছু না কিছু উৎসবের আয়োজন করে থাকে।

গাড়ী এসে থামলো সিডনি হারবার ব্রীজের সামনে। পৃথিবী বিখ্যাত ব্রিজগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি হচ্ছে 'সিডনি হারবার ব্রিজ'। গিনেজ বিশ্বরেকর্ড অনুযায়ী বিশ্বের একক স্পানবিশিষ্ট সবচেয়ে প্রশস্ত সেতু হলো সিডনি হারবার ব্রিজ। গাইড জানালো পপ্রায় ১ হাজার ১৪৯ মিটার দীর্ঘ আর ১৩৪ মিটার উচ্চতার এ সেতুটি নির্মাণ করতে সে সময় লেগে গিয়েছিল প্রায় দশ বছর। ৫২ হাজার ৮০০ টন ইস্পাত লাগে সেতুটি তৈরি করতে। ৭০ লাখ স্ক্রু লাগানো হয়েছে এই ব্রীজে। আর সব স্ক্রু নাকি হাতেই লাগানো হয়েছে। সেতুটিকে আনুষ্ঠানিকভাবে ১৯৩২ সালের ১৯ মার্চ খুলে দেওয়া হয়। সেতুটি নির্মাণে সে সময় খরচ হয়েছিল প্রায় ৬২ লাখ ৫০ হাজার পাউন্ড। সিডনির বাসিন্দারা আদর করে ডাকে 'কোট হ্যাঙ্গার'। কারণ দূর থেকে দেখলে সেতুটিকে কোটের হ্যাঙ্গারের মতই লাগে। এ সেতুটিকে যখন খুলে দেওয়া হয় তখন এটি প্রথমবারের মতো সিডনির বিখ্যাত পোতাশ্রয়ের উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্তের মধ্যে সংযোগ রচনা করে। চালু হওয়ার প্রথম দিকে প্রতিদিন সেতুটি অতিক্রম করত প্রায় ১১ হাজার যানবাহন। কিন্তু বর্তমানে সেতু ব্যবহারকারী যানবাহনের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১ লাখ ৬০ হাজারে। এখানে অনুষ্ঠিত হওয়া বিশ্ববিখ্যাত আতশবাজির খেলা হচ্ছে সিডনি হারবার ব্রিজের মূল বিশেষত্ব। ব্রীজে ৮ লাইনে গাড়ী চলে। দুটো ট্রেন লাইন, একটা সাইকেলট্রাক, আর পায়ে হাঁটার ফুটপাথ রয়েছে।



প্রতি বছর ইংরেজি নববর্ষের সময় সেতু, নিকটবর্তী সিডনি অপেরা হাউস ও তৎসংলগ্ন পোতাশ্রয়ের দুই প্রান্তে অনুষ্ঠিত হওয়া আতশবাজির খেলা উপভোগ করতে সারাবিশ্ব থেকে এখানে ভিড় জমায় উৎসাহী পর্যটকরা। এখানে বিপুল পরিমান মানুষের সমাগম হয়। সাদা বালি, শান্ত ঢেউ এবং ক্যাফে রেস্টুরেন্টের জন্য বনিডাই বীচ পর্যটকদের কাছে বিপুল জনপ্রিয়। এই বিচে সারা বছরই ভীড় লেগে থাকে। প্রতি বছর সেপ্টেম্বর মাসে বন্ডাই বীচে অনুষ্ঠিত হয় অস্ট্রেলিয়ার সবচেয়ে বড় ঘুড়ি উড়ানো উৎসব। অস্ট্রেলিয়া ছাড়াও সারা পৃথিবী থেকে আসে ঘুড়ি উড়ানো প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে শত শত প্রতিযোগী। এই ঘুড়ি উড়ানো প্রতিযোগিতায় থাকে পৃথিবীর নানা বর্ণের ও বৈশিষ্ট্যের ঘুড়ি (নামকরা কার্টুন চরিত্র, থাকছে নানা প্রজাতির প্রাণী, ফাইটার জেট, বাহারী রঙের ফুল, বাক্স এবং আরও অনেক জাতের ঘুড়ি। উৎসব উপলক্ষ্যে বীচে বসে বিভিন্ন খাবারের দোকান, শিশুদের নানাবিধ আনন্দের কার্যক্রম, পাপেট শো এবং নানা ধরণের বিনোদনের ব্যবস্থা।

গাইড জানায়, হারবার ব্রীজ থেকে পুরো শহরের সুন্দর দৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। পায়ে হেঁটে ব্রীজে উঠার ব্যবস্থা রয়েছে। সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্তের সময় ছবি তোলার জন্য পর্যটকরা এসে ভীড় জমায়। আমাদের হাতে সময় ছিলোনা ব্রীজের উপরে উঠে দেখার। গাইডের তাড়নায় গাড়ীতে এসে বসলাম। আমাদের পরবর্তী গন্তব্য বন্ডাই ব্রীজ।

এবার বন্ডাই বিচের গল্প। বন্ডাই আদিবাসীদের একটা শব্দ। এর অর্থ ঢেউয়ের আওয়াজ। গাইড জানায়, বন্ডি বিচ বা বন্ডাই বিচ সিডনির নামকরা সৈকতগুলোর মধ্যে একটি। গরমের সময় সূর্যস্নান করতে

বিচের পাড়ে এসে গাড়ী থামলো। প্রায় ১ কিলোমিটার লম্বা সৈকতটি সাদা ঝকঝকে বালির চাদরের মতো। সৈকত থেকে ১০০ গজ দুরে গাড়ি পার্কিং, তারপর হোটেল মোটেলের সারি। নীল পানি আর সাদা বালুর সৈকতটাকে কেউ পছন্দ না করে পারবেনা। আকাশের সাথে পানির রঙ একেবারে মিশে আছে। সৈকতের শেষ মাথায় সুইমিংপুলসহ একটা রেস্টুরেন্ট আছে যেখানে সমুদ্রের ঢেউ এসে বাড়ি খায়। বিচে রয়েছে পিকনিক করার সুব্যবস্থা। ইলেক্ট্রিক চুল্লিতে বার বি কিউ করার ব্যবস্থা রয়েছে। আছে মিস্টি পানি এবং টয়লেটের ব্যবস্থা। বলা যায় সমুদ্রকে যতভাগে উপভোগ করা যায় সব আয়োজনই আছে এই বীচে।

বন্ডাই বিচটা খুবই জমজমাট। প্রচুর লোকের ভীড়। দেশী বিদেশী পর্যটকে ঠাসা। বেশীরভাগই যুগল। বালির উপর অনেকেই জোড়া বেধে শুয়ে আছে। প্রায় সবার পরনেই সংক্ষিপ্ত পোষাক। কেউ চেয়ার পেতে সমুদ্রের পানি সামনে নিয়ে বসা। পানিতে লাইফ গার্ডের স্পীড বোট চক্কর দিচ্ছে। বিচের আছে নিরাপত্তা কর্মী। আছে বিচের সঙ্গী সী গালও।

গাইড আমাদের নিয়ে এলো সাগর পাড়ের একটা রেস্টুরেন্টে। জানালো অস্ট্রেলিয়ার বিফ স্টেক খুবই সুস্বাদু যা এখানেও পাওয়া যাবে। অনেকেই অর্ডার দিলো। হালাল হারামের প্রশ্ন বিধায় আমি ফ্রেঞ্চ ফ্রাই এবং কোল্ড ড্রিঙ্কসের অর্ডার দিলাম। আমার পাশের একজনের অর্ডার মেতাবেক ওয়েটার বিফ স্টেক নিয়ে আসলো। বড় থালায় হাড়বিহীন প্রায় ৩০০ গ্রাম ওজনের গরুর গোস্তের স্লাইস। নানা দাতের মসলা সহকারে ওয়েলডান কুক। খাওয়ার পর বিচে কিছুক্ষন ঘুরে ফিরে আবার পথচলা।

এবার গাড়ী এসে থামলো ডার্লিং হারবারে। জায়গাটা শহরের পশ্চিম প্রান্তে। সময় কাটানোর সুন্দর জায়গা। প্রচুর ওয়াটার ফ্রন্ট রেস্টুরেন্ট। হাত বাড়ালেই সমুদ্র। হাঁটতে হাঁটতে চোখে পড়লো সিডনি এ্যাকুরিয়াম, মেরিটাইমএ্যাকুরিয়াম, আইম্যাক্স থিয়েটার ইত্যাদি। হারবার থেকে জাহাজে করে সমুদ্রে ঘুরে বোনো যায়। সমুদ্র ভ্রমণের পাশাপাশি জাহাজ থেকে অপেরা হাউজ, হারবার ব্রীজ এবং আশেপাশের সৌন্দর্য উপভোগ করা যায়।

ঘুরতে ঘুরতে দিন ফুরিয়ে বিকেল। আজকের মত ডিউটি শেষ গাইডের। কাল আবার অন্য কোথাও। এবার ফিরে যেতে হবে হোটেলে।

লেখকঃ সাংবাদিক। সিইও, বাংলা ট্যুর।

আনুশকার মৃত্যু ও মূল্যবোধের ধস



সেলিনা হোসেন

সম্প্রতি রাজধানীর কলাবাগানে বন্ধুর বাসায় বেড়াতে গিয়ে 'ধর্ষণের পর হত্যা'র শিকার ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল মাস্টারমাইন্ডের 'ও' লেভেলের ছাত্রী আনুশকা নুর আমিনের মর্মন্তুদ ঘটনাটি শুভবোধসম্পন্নদের মনে ব্যাপকভাবে যেমন ফের নাড়া দিয়েছে, তেমনি কিছু প্রশ্নও দাঁড় করিয়েছে। বন্ধুত্ব কিংবা প্রেমের ব্যাপকার্থে তাৎপর্যপূর্ণ গভীরতা এ প্রজন্মের কত সংখ্যক ছেলেমেয়ের মননে-চেতনায়-উপলব্ধিতে উপস্থিত, এ নিয়েও প্রশ্ন উঠতেই পারে। তথাকথিত বন্ধুত্ব কিংবা প্রেমের নামে আমাদের সমাজে কী বৈরী পরিস্থিতির সৃষ্টি করছে, এর জের ধরে শেষ পর্যন্ত অনেক ক্ষেত্রেই কী ধরনের বীভৎস ঘটনাও ঘটছে, এরই সর্বশেষ নজির আনুশকা। বুঝে কিংবা না বুঝে আনুশকা এমন এক ফাঁদে পা দিয়েছিল, যা শেষ পর্যন্ত মানুষরূপী দানবের ছোবলাক্রান্ত হতে হলো তাকে। নিভিয়ে দিল জীবনপ্রদীপ। এ রকম জঘন্য, বর্বরোচিত ঘটনা এই যে প্রথম ঘটল, তাও তো নয়। প্রশ্ন হচ্ছে, তারপরও অমানুষের মুঠো থেকে মানুষের মুক্তি মিলছে না কেন? এর পেছনের কারণ একাধিক। আমি অপরাধমূলক যে কোনো ঘটনার ক্ষেত্রে একটি কথা জোর দিয়ে বলি, তা হলো বিচারহীনতার অপসংস্কৃতি। এই বিচারহীনতার অপসংস্কৃতি দূর করা যাচ্ছে না। সমাজে ধর্ষণ ও ধর্ষণোত্তর হত্যাকান্ড যেভাবে একের পর এক ঘটছে, তা আমাদের উদ্বিগ্ন না করে পারে না।

প্রযুক্তির ক্রমবিকাশের আশীর্বাদ যেমন অস্বীকার করা যাবে না, একই সঙ্গে এর অপব্যবহারের যে বিরূপতা কতটা ভয়াবহ হয়ে উঠেছে এও নতুন করে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের প্রয়োজন রাখে না। বন্ধুত্ব কিংবা প্রেম- এই দুটি শব্দের আগে 'তথাকথিত' শব্দটি জুড়ে দেওয়া খুব বেদনাহত করে। কিন্তু বিদ্যমান বাস্তবতায় সঙ্গত কারণেই 'তথাকথিত' শব্দটি এক্ষেত্রে যুক্ত হচ্ছে। যেমনটি হয়েছে আনুশকার ক্ষেত্রেও। আনুশকাদের তালিকা ইতোমধ্যে কম দীর্ঘ হয়নি। ধর্ষণের সর্বোচ্চ দন্ডের বিধান রেখে আইন করা হয়েছে। তারপরও কি ভয়াবহ এই ব্যাধি ঠেকানো যাচ্ছে? না, যাচ্ছে না এবং মর্মন্তুদতার অধ্যায় ক্রমবিস্তৃত হচ্ছেই। একটি মামলার বিচার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয় কয়েকটি ধাপের কার্যকারণের মধ্য দিয়ে। তদন্ত, অভিযোগ গঠন, সাক্ষ্য প্রদান- এসবই হচ্ছে একটি মামলার ন্যায়বিচারের ক্ষেত্রে অন্যতম অনুষঙ্গ। কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতায় আছে, এ ব্যাপারে প্রায় প্রত্যেকটি স্তরেই নানা রকম প্রতিবন্ধকতা বিদ্যমান। এক্ষেত্রে একেবারে প্রাথমিক ধাপ পুলিশি কার্যক্রম। কিন্তু আনুশকার ক্ষেত্রে সংবাদমাধ্যম মারফত জানলাম, পুলিশ মরদেহের সুরতহাল প্রতিবেদনে বয়স দেখিয়েছে ১৯, যা তার পরিবারের তথ্যের সঙ্গে দুই বছরের পার্থক্য রয়েছে। পরিবারের দাবি, আনুশকার বয়স ১৭। অভিভাবকরাই সন্তানের সঠিক বয়স জানবেন- এটিই তো স্বাভাবিক।

এত বড় একটা স্পর্শকাতর ঘটনার বিচার প্রক্রিয়ার প্রাথমিক ধাপেই এই যে অসঙ্গতি দেখা গেল এবং পুলিশের ভূমিকা প্রশ্নবিদ্ধ হলো এও নতুন কোনো বিষয় নয়। তদন্ত কার্যক্রমে গাফিলতি, উদাসীনতা, সময়ক্ষেপণ, দায়িত্বশীল কারও কারোর স্বেচ্ছাচারিতা কিংবা কোনো কোনো ক্ষেত্রে আসামিকে রক্ষা করার অপকৌশলের দৃষ্টান্ত আমাদের সামনে অনেক আছে। একটি মামলার একেবারে প্রাথমিক পর্যায়েই যদি এ রকম অনাকাঙ্ক্ষিত বিষয় দৃষ্টিগ্রাহ্য হয়, তাহলে এর ভবিষ্যৎ কী তা অনুমান করা কঠিন কিছু নয়। পাশাপাশি আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কোনো কোনো সদস্যও এমন গুরুতর অপরাধের কিংবা দুস্কর্মে জড়িত থাকার দৃষ্টান্ত আছে। আমাদের ভরসার অনেক জায়গাই যেন বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছে। আস্থার সংকট অনেক ক্ষেত্রেই প্রকট হয়ে উঠেছে। এ সবকিছুর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে সমাজ দেহে। সংবাদমাধ্যমেই দেখলাম, আনুশকার মর্মান্তিক পরিণতির দায়ে মূল যে অভিযুক্ত ইফতেখার দিহান তাকে বাঁচাতে অদৃশ্য প্রভাবশালী শক্তি অধিকতর সক্রিয়। দিহানসহ অভিযুক্ত অন্যদের যোগাযোগ রয়েছে সমাজের প্রভাবশালী মহলের সঙ্গে। এই মামলার মূল আসামি গ্রেপ্তারকৃত দিহানের ডিএনএ পরীক্ষার নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। কিন্তু কথা হচ্ছে, এমন স্পর্শকাতর মামলা সাজানো কিংবা গঠনের ক্ষেত্রে যাদের ভূমিকা মুখ্য, তাদের কারও কারোর বিরুদ্ধেই যদি অভিযোগ ওঠে নেতিবাচকতার, তাহলে যথাযথ প্রতিকারই হলো এমন দুস্কর্মের একমাত্র প্রতিবিধান- আমাদের এই যে প্রত্যাশা তা তো দুরাশায় পরিণত হওয়ার সম্ভাবনাটাই দেখা দেয়। আমরা করোনা দুর্যোগকালে পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের মানবিক দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে যে নিষ্ঠা দেখেছি তা প্রশংসার দাবি রাখে।

যে মর্মান্তিকতার এক বিস্তৃত অধ্যায় সৃষ্টি করল আনুশকার মৃত্যু, এর প্রেক্ষাপটও কিন্তু দেখতে হবে আমাদের ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে। কেন এমন ঘটনা বাড়ছে এর দু-একটা কারণ লেখার শুরুতেই উল্লেখ করেছি। আমি মনে করি, এসব ক্ষেত্রে পরিবারের দায়ও কম নয়। দুঃখজনক কিংবা অনাকাঙ্ক্ষিত হলেও সত্য, ক্রমাগত আমাদের সামাজিক-পারিবারিক বন্ধনগুলো ঢিলে হয়ে যাচ্ছে। অথচ একটি মানবিক সমাজের জন্য এ বিষয়গুলো অত্যন্ত জরুরি। অনেকেই ছুটছেন সন্তানের পরিচর্যা-দেখাশোনার দায়-দায়িত্বের বিষয়গুলোকে গৌণ করে দেখে বৈষয়িক ও জীবন-জীবিকার নানা বিষয়কে প্রাধান্য দিয়ে। অনেক মা-বাবা কিংবা অভিভাবকই খোঁজ রাখেন না সন্তান কী করে, কোথায় যায়, তার দৈনন্দিন জীবনের অনুষঙ্গের বিষয়গুলো সম্পর্কে। এর ফল তো কখনোই ভালো হওয়ার কথা নয় এবং অনেক ক্ষেত্রেই হয়েছে তাই। আমাদের নিশ্চয়ই অনেকের মনে আছে ঐশীর কথা, যে ছিল তার মা-বাবার হন্তারক।



আমাদের সমাজে ঐশীদের এমন পরিণতির দায় নিশ্চয়ই তাদের মা-বাবা কিংবা এমন যে কোনো অভিভাবকই এড়াতে পারেন না। সমাজের একটা অংশ নেতিবাচকতার গন্ডিবদ্ধ হয়ে পড়েছে। এই গন্ডি ভেদ করে বের হয়ে আসতে না পারলে আমাদের হয়তো আরও মর্মন্তুদতার মুখোমুখি হতে হবে। এমনটি তো কাম্য হতে পারে না। পারিবারিক নজরদারি অত্যন্ত জরুরি। পরিবারই হবে মানসিক বিকাশের প্রধান উৎস- একই সঙ্গে উর্বর ক্ষেত্র এই সত্যটা যেন আমরা ভুলে না যাই। এ রকম পারিবারিক পরিবেশ নিশ্চিত করার দায় পরিবারের সবারই। একই সঙ্গে সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে ও সামাজিক ক্ষেত্রে গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গির প্রসার ঘটাতে হবে। দুস্কর্মকারী তো বটেই, এদের আশ্রয়-প্রশ্রয়দানকারীদেরও সামাজিকভাবে বয়কট করতে হবে। দুস্কর্মকারী কেউই যাতে রাজনৈতিক ক্ষমতার ছায়াতলে আশ্রয় না পায়, তা নিশ্চিত করার দায় রাজনীতিকদের। যেসব রাজনীতিক নিজেদের লাভালাভের অঙ্ক কষে সামাজিক দুর্বৃত্তদের প্রতিপালন করেন কিংবা সৃষ্টি করেন ও সমাজবিরোধী কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত হওয়ার প্রেক্ষাপট তৈরি করে দেন তাদের সম্পর্কেও সজাগ-সতর্ক থাকতে হবে। এমন জনরা দেশ-জাতির মিত্র নন, গুরুতর শত্রুই বটে।

ঐশী কিংবা দিহানরা একদিনে বিপথে যায়নি। এও মনে রাখা দরকার, ঐশী বা দিহানদের সংখ্যা যে ক্রমেই বাড়ছে এর দায়ও কিন্তু সর্বাগ্রে পরিবারেরই। আমাদের সমাজের উল্লেখযোগ্য একটা অংশে মূল্যবোধের অবক্ষয়ের ঢেউ যেভাবে স্ফীত হচ্ছে, তা ঠেকাতেই হবে। বন্ধুত্ব-প্রেম-ভালোবাসা-পারিবারিক-সামাজিক সম্পর্কের তাৎপর্য-গুরুত্ব সন্তান-সন্ততিদের বুঝাতে-শেখাতে হবে। মূল্যবোধের অবক্ষয়ের ধস ঠেকাতে চালাতে হবে যূথবদ্ধ প্রয়াস। নিজ নিজ ক্ষেত্রে দায়িত্বশীলরা যদি দায়টা মনে রাখেন, দায়িত্ব পালনে নিষ্ঠ হন তাহলে অন্ধকার দূর করা কঠিন কিছু নয়। আইনের শাসন, ন্যায়বিচার, সুশাসন, মানবিক মূল্যবোধ, বৈষমহীন সমাজ গঠন ইত্যাদি যেন কথার কথা হয়েই না থাকে। ঘুচাতে হবে বিচারহীনতার অপসংস্কৃতি। অপরাধীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীল সবার নির্মোহ অবস্থান শতভাগ নিশ্চিত করতে হবে। অপরাধের দৃষ্টান্তযোগ্য দ্রুত প্রতিকার যদি নিশ্চিত করা না যায়, তাহলে শুধু একের পর এক আইন প্রণয়ন করেই নিস্কৃতি মিলবে না। নারী-শিশুর নিরাপত্তা ও উন্নয়নে সরকারের প্রচেষ্টার কোনো ঘাটতি নেই- এই সত্য অস্বীকার করা যাবে না। বিভিন্ন সূচক বাংলাদেশ নারী-শিশুর অগ্রগতির ক্ষেত্রে অত্যন্ত ভালো অবস্থানে থাকলেও বিশেষ করে সামাজিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রটি এখনও যে অনেকাংশেই অরক্ষিত- আনুশকার মৃত্যু এরও সাক্ষ্যবহ। সচেতনতার অভাব, প্রতারণার ফাঁদ বুঝতে না পারা, যথাযথ শিক্ষার অভাব, মানবিক মূল্যবোধের ঘাটতি ইত্যাদি নানা কারণে সমাজের অন্ধকার দূর করা যাচ্ছে না। 'নিরাপদ হেফাজত' নামে দুটি শব্দ হরহামেশা শোনা যায়। কিন্তু আমরা তো দেখেছি, এই নিরাপদ হেফাজতও কত অনিরাপদ। ইয়াসমিন এরই আরেক দৃষ্টান্ত। আমাদের অভিজ্ঞতায় এও আছে, আইন মানুষকে শাস্তি দিতে পারে, কিন্তু রাতারাতি মানবিক করতে পারে না। এর মধ্যে যদি আবার বিচার প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে নানারকম অসঙ্গতি দেখা দেয় এবং প্রক্রিয়া হয় বিলম্বিত, তাহলে তো বিরূপ প্রভাব আরও প্রকট হতে বাধ্য এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে হয়েছেও তা-ই। এ অবস্থায় দ্রুত ন্যায়বিচার যেমন প্রত্যাশিত, তেমনি মানুষের চৈতন্য জাগ্রত করতে পারে এমন দৃষ্টান্তযোগ্য বিচারও কাম্য। আইনের শাসন নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে আমরা কোনো শৈথিল্য দেখতে চাই না। আনুশকার মতো যেন কেউ আর এমন প্রতারণার ফাঁদে না পড়ে- এর দায় ব্যক্তি ও পরিবারের। দায় সমাজেরও।

লেখক: কথাসাহিত্যিক

বাংলাদেশ কম্যুনিটিতে এখন সবচেয়ে বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজন্সি

ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া



SUPER WINTER SALE

আমরা IATA অনুমোদিত

ফোন: 718-721-2012

উমরাহ্ স্পেশাল

★ হোটেল ★ ভিসা ★ ট্রান্সপোর্টেশান

KUWAIT AIRWAYS

QATAR

Emirates

TURKISH AIRLINES

السعودية SAUDIA

আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়

ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া

Digital Travel Astoria

2578, 31st Street, Astoria, NY 11102

সাবওয়েতে N ও W ট্রেনে 30th Avenue Station

Cell: 917-459-7181

We are on Facebook

website: www.digitaltraveltour.com

সিরাজুল আলম খান হাসপাতালে

(৩ পাতার পর)

জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউটে নেওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসা দেওয়ার পর রাত সাড়ে বারোটার দিকে ঢামেক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

জানা যায়, সিরাজুল আলম খানের হার্টে আগে অপারেশন হয়েছিল। এ ছাড়া কোমর ভেঙে যাওয়ায় হিপ ট্রান্সপ্লান্ট করতে হয়েছে। তবে কোনো দীর্ঘমেয়াদি রোগ ছিল না, তিনি মোটামুটি সুস্থই ছিলেন। বুধবার রাতে ডাকসুর সাবেক জি এস ও জাসদ নেতা মুশতাক হোসেন বলেন, 'অসুস্থ বোধ করলে রাতে দাদা ভাইকে হাসপাতালে নেওয়া হয়। আগেই তার হার্টের অপারেশন হয়েছিল। এ ছাড়া কোমর ভেঙে যাওয়ায় হিপ ট্রান্সপ্লান্ট করতে হয়েছে। তবে কোনো দীর্ঘমেয়াদি রোগ ছিল না, তিনি মোটামুটি সুস্থই ছিলেন। এখন অসুস্থ হওয়ায় হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে।'

দীর্ঘদিন যুক্তরাষ্ট্রে কাটিয়ে আসা চিরকুমার সিরাজুল আলম খান রাজধানীর কলাবাগানে ভাইদের সঙ্গে থাকেন বলে জানিয়েছেন মুশতাক হোসেন। গত শতকের ষাটের দশকে স্বাধীন বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে ছাত্রলীগের যে 'নি-উক্লিয়াস' আলোচিত ছিল তার উদ্যোক্তা ছিলেন সিরাজুল আলম খান। তাকে অনেকে 'দাদা ভাই' নামে ডাকত। স্বাধীনতার পর আওয়ামী লীগ ভেঙে জাসদ গঠনের উদ্যোক্তাও ছিলেন তিনি। সিরাজুল আলম খান সচারচর জনসম্মুখে আসেন না এবং কোনো বক্তৃতা-বিবৃতি দেন না। তবে আড়ালে থেকেই রাজনৈতিক তৎপরতার জন্য তাকে ঘিরে রহস্যের সৃষ্টি হয়।

ট্রাম্পের অভিশংসন ও আমেরিকান গণতন্ত্র

(১৪ পাতার পর)

করেছেন। সর্বশেষ পদত্যাগকারী হলেন হোমল্যান্ড সিকিউরিটি দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শাদ উলফ। এ দপ্তরটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ। তারা বর্তমান ও সাবেক প্রেসিডেন্টের নিরাপত্তায় নিয়োজিত থাকে। তাছাড়া নতুন প্রেসিডেন্টের অভিষেক অনুষ্ঠানের সার্বিক নিরাপত্তার দায়িত্বও এ বিভাগের ওপর ন্যস্ত থাকে।

ডোনাল্ড ট্রাম্পের বরাতও ভালো যায়নি। তার এ অপকর্মের জন্য তিনি প্রতিনিধি পরিষদে দ্বিতীয়বারের মতো অভিশংসিত হয়েছেন। এটি কোনো আমেরিকান প্রেসিডেন্টের একই মেয়াদে দু'বার অভিশংসিত হওয়ার প্রথম ঘটনা। ২০১৯ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর ন্যান্সি পেলোসির নেতৃত্বে ডেমোক্র্যাট সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রতিনিধি পরিষদ ট্রাম্পের বিরুদ্ধে ক্ষমতার অপব্যবহার ও কংগ্রেসের কাজে বাধাদানের তদন্তে নামে। ওই বছরের ১৮ ডিসেম্বর প্রতিনিধি পরিষদ ট্রাম্পকে অভিশংসিত করে সিনেটে পাঠায়। সিনেট যেহেতু রিপাবলিকান সংখ্যাগরিষ্ঠ, তাই তারা ২০২০ সালে ৫ ফেব্রুয়ারী ট্রাম্পকে খালাস দিয়ে দেয়। ক্যাপিটল ভবনে হামলা ও পাঁচজন নিহত হওয়ার ঘটনায় দ্বিতীয়বারের মতো অভিশংসন প্রস্তাব পাস করে প্রতিনিধি পরিষদ। এর ভাগ্য নির্ধারিত হওয়ার কথা ছিল ১৯ জানুয়ারী, জো বাইডেনের শপথ গ্রহণের আগের দিন। সিনেটের বিদায়ি সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা রিপাবলিকান পার্টির মিচ ম্যাককনেল বলেছেন, প্রস্তাবটি ২০ জানুয়ারীর পর বিবেচিত হবে। ২০ তারিখের পর যিনি সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হবেন-ডেমোক্র্যাট চাক শুমার, তিনি বলেছেন, আজ হোক কাল হোক, বিচার হবেই। সারা বিশ্বের মানুষ মনে করেন, এ অপকর্মের জন্য ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিচার হওয়া উচিত।

বিশ্বের এখন প্রায় সব দেশেই রাষ্ট্রপরিচালনার ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিকে অনুসরণ করা হয়। গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে সাধারণ নির্বাচন একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্ণায়ক; কিন্তু একমাত্র নির্ণায়ক নয়। গণতান্ত্রিক রীতি চালু ও সচল রাখতে রাষ্ট্রের প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকে গণতান্ত্রিক করে তুলতে হয়। তা না হলে যে কোনো সময়, যে কারও খেয়ালে সমগ্র ব্যবস্থা ভেঙে পড়তে পারে। ক্যাপিটল হিলে যা-ই ঘটুক না কেন, তাতে যুক্তরাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়বে না। কেননা সেখানে প্রতিষ্ঠানগুলোকে গণতান্ত্রিক আবহে তৈরি করা হয়েছে, যা অনেক দুর্বল গণতান্ত্রিক দেশগুলোয় নেই। ট্রাম্প হেরে যাওয়ার পর কোনো কোনো রাজ্যে ভোট পুনরায় গণনার দাবি করেন। তার দাবিমতে সেসব রাজ্যে পুনরায় ভোট গণনা করা হয় এবং নির্ভুল হওয়ায় ফলাফলের পরিবর্তন হয়নি। কিন্তু এতে ট্রাম্পের করার কিছুই ছিল না, কারণ নির্বাচন সংশ্লিষ্টরা ছিলেন সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং যে কোনো ধরনের প্রভাবমুক্ত। সেই সঙ্গে নির্বাচনের সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য সংস্থার ওপরও রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের কোনো সুযোগ ছিল না। তাই ট্রাম্প শত অগণতান্ত্রিক হয়েও নির্বাচনি ব্যবস্থাকে টলাতে পারেননি। তবে যদি তা কোনো ভঙ্গুর গণতান্ত্রিক দেশ হতো, তাহলে ক্ষমতাসীন শাসকের কথাই হতো শেষ কথা। এ কারণে যে কোনো দেশেই প্রতিষ্ঠানগুলোকে গণতান্ত্রিকভাবে গড়ে তোলা উচিত, যাতে করে কোনো একক ব্যক্তির স্বেচ্ছাকামনা বাস্তবায়িত না হতে পারে।

লেখক: অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

EFFICIENT MEDICAL CARE DHAKA DENTAL P.C.

ডা. বর্ণালী হাসান এমডি ও ডেন্টিস্ট মাহফুজুল হাসান ডি.ডি.এস
দুটি অফিসের মাধ্যমে দীর্ঘদিন ধরে চিকিৎসা সেবা দিয়ে আসছেন


DR. MAHFUJUL HASAN D.D.S


DR. BORNALI HASAN MD

চিকিৎসা সেবায় আগ্রহী ব্যক্তিরা যেকোন একটি অফিসে যোগাযোগ করতে পারেন।
প্রায় সব ধরনের মেডিকেইড, প্রাইভেট এবং ইউনিয়ন ইনসিওরেন্স গ্রহণ করা হয়।

মেডিকেইড, ফিডালিস কেয়ার, হেলথ ফার্স্ট ও এ্যাফিনিটি ইনসিওরেন্সের গ্রাহকেরা তাৎক্ষণিক ভাবে দাঁতের চিকিৎসা নিতে পারেন।

উভয় অফিসে এপয়েন্টমেন্টের জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

আমাদের শাখা দু'টি

JAMAICA
170-09 Hillside Ave. Jamaica, NY 11432
Tel: (718) 291-2710 (MEDICINE),
(718) 480-8877 (DENTAL)

SUNNY SIDE
40-14 Green Point Ave. Sunnyside, NY 11104
Tel: (718) 392-2858 (MEDICINE),
(718) 779-1300 (DENTAL)

General Dentist :
Dr. Hatim Gandhi, D.D.S
Dr. Frederik Fisher, D.D.S

ম্যানহাটনে বাংলাদেশী এটর্নী



- ইমিগ্রেশন
- রিয়েল এস্টেট
- এক্সিডেন্ট
- ল্যান্ডলর্ড-টেনেন্ট
- ব্যাংক্রাপসি
- ডিভোর্স সহ বিভিন্ন

সমস্যার আইনগত সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন।

মোহাম্মদ এ. আজিজ Esq
এটর্নী এট ল'
For Appointment: (917)-434-3338
Tel: 212-695-0055, Fax: 212-695-0056, Email: azizbbu@yahoo.com
421 7th Avenue, Suite# 905, New York, NY 10001

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ

অফিসের অইনে লেবর, ফ্রড ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেণী), বিসিএস (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর আইনি অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং সিটিইয়ার্সের বিভিন্ন দপ্তরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এটর্নী।



অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এট ল'

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

- আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এমাইগ্রেশনের সর্বপ্রকার ডিফেন্স এসাইলী ক্লেইমস, পারসোনাল ইনজুরি, মেডিকেল মালপ্রাকটিস, ডিভোর্স, পারিবারিক রিপ্রেজেন্টেশনসহ সকল ধরনের) সমস্যায় সমাধানে যোগাযোগ করুন (ফোন-পরিষেবা)।
- আমেরিকায় বসে আমাদের মাধ্যমে অফিসের মাধ্যমে পত্র ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান পাওয়ার করতে পারেন।
- আপনার সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.
Queens Main Office: Queens Office: 143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435
Tel: (212) 714-3599, (718) 408-3282, Fax: (718) 408-3203, Email: ashok@ashoklaw.com, Web: www.ashoklaw.com
Tel: (718) 662-0100, Fax: (347) 305-8303, Email: info.klplic@gmail.com, Web: www.k-lplic.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates Ltd.
Dream Apartment, Apt.C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833701

SHARIF TAX SERVICE



IRS Authorize e-file provider
37-47 77th Street,
Jackson Heights, NY 11372
PH: 917-547-7298
917-858-4249
e-mail: shariftaxservice@gmail.com

SHARIF Q. ALAM (HIRA)
B.Sc. (Hons), MS, DU
20 Years experience
Tax Prepare
NYS-Lic! Real Estate Sale agent

SERVICES:
- Tax Service
- Immigration
- Real Estate





সাময়িক প্রসঙ্গ

এই মুহূর্তের ভাবনা

শেখ সিরাজুল ইসলাম

দেশ-বিদেশের খবর দেখতে দেখতে ক্লান্ত। বিশেষ করে ট্রাম্প সাহেবের কান্ড কারখানা দেখে অবাক। ২০ জানুয়ারী ক্ষমতা হস্তান্তর কি সহজভাবে হবে? ডিসিতে শুধু ন্যাশনাল গার্ড নামানোর খবর শুনছি। দেশ জুড়েই একটা আতঙ্ক আর শঙ্কা! ভয়াবহ সতর্কতা।

ডেমোক্রেটরা মরিয়া আর রিপাবলিকানরা দ্বিধাবিভক্ত। সিনেট মেজরিটি লিডারের অস্থিরতা। এক এক সময় এক এক কথা। এবারই বোধহয় প্রথম বিজিত প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থীর অনুপস্থিতিতে ক্ষমতা হস্তান্তর প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে।

কি অবাক করা ব্যাপার! যেখানে যুক্তরাষ্ট্র সরকার সারা পৃথিবীতে গনতন্ত্রের সবক দেয়, যেখানে তারা দেশে দেশে নিয়ম নীতিশেখায় সেই যুক্তরাষ্ট্র আজ নানা অনিয়মে ভর্তি। তারপরও আস্থা রাখতে চাই! যুক্তরাষ্ট্রের আকাশ থেকে হয়তো কালো মেঘ কেটে যাবে। প্রেসিডেন্ট বাইডেন দায়িত্বভার গ্রহণ করবেন। যুক্তরাষ্ট্রে আবারো গণতন্ত্রের চর্চা হবে। সাদা-কালো-বাদামীর ভেদাভেদ দূর হবে। মানুষের মূল্যবোধ আবার জাগ্রত হবে। যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর বুকে আবারও মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে। বিভেদ কমে আসবে।

এবার আমার ঘুমিয়ে যাবার পালা। কারণ রাত জেগে লিখছি। ঘুমানোর আগে ফোন করে জানতে চাচ্ছিলাম সরিষাবাড়ীর আরাম নগরের রেষ্টুরেন্ট পাঠাগার কেমন চলছে? তাই খোকন সরকারের সাথে ফোনে কথা বলতে চাচ্ছিলাম। ঢাকায় জাতীয় তরুণ সংঘের চেয়ারম্যান ফজলুল হক ভাইকে ফোন করলাম একটা ম্যাসেজ দেবার জন্য। সরিষাবাড়ীর আর এক জন উদ্যোমী তরুন শেখ আতিফের কাছে জানতে চাচ্ছিলাম তার ষ্টেশন পাঠাগার ও মিলন স্মৃতি পাঠাগার কেমন চলছে!

এক এক সময় মনে হয় আহা দেশের প্রত্যেক উপজেলায় অন্তত একটি করে যদি পাঠাগার তৈরী করতে পারতাম, প্রত্যেক উপজেলায় যদি একটি করে ব্যায়ামাগার বা শরীর চর্চা কেন্দ্র করতে পারতাম তাহলে কতই না ভালো হতো। এটা করতে কতই বাটাকা লাগে? তেমন লাগেনা। স্থানীয়ভাবে অর্থ সংগ্রহ করেই এসব করা যায়। শুধু উদ্যোগ নিতে হয়।

সরকার ইচ্ছা করলে এখনই দেশের প্রত্যেকটি উপজেলায় রেষ্টুরেন্ট পাঠাগারের আদলে একটি করে পাঠাগার করতে পারে। যেখানে বিদ্যুৎ সংযোগসহ ওয়াই ফাই এর ব্যবস্থা থাকবে। থাকবে কয়েকটি বাংলা এবং ইংরেজী দৈনিক। আর গ্রামের পাঠাগারগুলোতে চাই স্কুল কলেজের পাঠ্যপুস্তক এবং আনুসাঙ্গিক বই। গ্রামের বাঁশ আর কাঠ দিয়ে টেবিল চেয়ার বানিয়ে দিতে হবে। ঝকমারী কোন কিছুরই দরকার নেই!

আমি হলফ করে বলতে পারি ঐ এলাকায় আগামী এক বছরের মধ্যে তরুণদের অপরাধ প্রবণতা কমে যাবে। শিক্ষার ব্যাপাওে মানুষ আশাবাদী হবে। শিক্ষিত হার বাড়বে। এভাবে অন্যান্য বিষয়ে নতুন নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন করে কাজ করতে হবে। সরকার পরিচালনায় পুরানের ধ্যান ধারনা সব পাল্টাতে হবে।

সরকার দেশে প্রতিবছর কোটি কোটি নতুন বই কোমলমতি ছাত্রদের হাতে তুলে দিচ্ছেন। খুবই ভাল সংবাদ। ছাত্র-ছাত্রীরা এসকল বই পেয়ে বেজায় খুশী, শিক্ষক অভিভাবক সবাই খুশী। সাথে সাথে সরকারকে এব্যাপারে জানতে হবে সব এলাকার সব স্কুলের সব ছেলে-মেয়েরা বই পেল কিনা!

আর খোলা বাজারে? সরকার ইচ্ছা করলে বোর্ড থেকেই বোর্ডের বই বিক্রী করে দিক! উদাহরণ স্বরূপ, পাঁচ কোটি বই যদি তারা ছাত্র-ছাত্রীদেরকে বিনা মূল্যে দেয় তাহলে আরও ২০/২৫ বা ৫০ হাজার সেট বই মার্কেটই ছেড়ে দিক না কেন? যেটা বইয়ের দোকানদাররা কিনে নেবে বোর্ড থেকে। বিক্রী করবে। তখন দেখা যাবে বোর্ডের বইয়ের চোরাচালান বন্ধ হয়ে গেছে। এটা পরীক্ষামূলকভাবে সরকার করতে পারেন। তাতে বই মার্কেটে সহজলভ্য হবে। ছাত্র ছাত্রীরা বই সংকটে পড়বে না। প্রয়োজনে কিনে নেবে।

আর একটি প্রস্তাবনা রেখেই শেষ করছি। বর্তমানে স্কুল বন্ধ। অনেক এলাকায় ছেলে-মেয়েরা অন লাইনে ক্লাশ করছে। কিন্তু অনেক শহরতলীতে, উপজেলা সদরের ছেলে-মেয়েদের ওয়াই ফাই/নেট নাই। পাঁচশ টাকা দিয়ে অনেকেই নেট নিতে পারেনা। তাই দেশের অন্তত ছয় শত উপজেলার অন্তত একটি পাঠাগারে, স্কুলে বা কলেজে বা উপজেলা সদরে একটি ওয়াই ফাই সংযোগ দেয়া যেতে পারে। যেখানে ছেলে-মেয়েরা অনলাইনে পড়াশোনা করতে পারবে।

আমি ব্যক্তিগতভাবে জামালপুর জেলার সরিষাবাড়ী উপজেলায় আরামনগরে রেষ্টুরেন্ট পাঠাগারে ওয়াই ফাই লাগিয়েছি। যেখানে গড়ে প্রতিদিন অন্তত ৫০ জন ছেলেমেয়ে পড়তে পারছে। তাই বলছি বিষয়টি ভেবে দেখা যেতে পারে।

e-mail: sislam59gmail. Com



ইমিগ্রেশন ও আপনি



এটর্নী শফিক এইচ কাজমী

ইমিগ্রেশন ও আপনি বিভাগ থেকে আপনাদের সবার জন্যে রইলো ইংরেজী নববর্ষের শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ।

আশাকরি আপনারা সবাই সুস্থ ও নিরাপদে আছেন। আপনাদের মঙ্গলময় জীবনই আমাদের কাম্য আর তাই ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমরা আপনাদের সাহায্যের জন্যে প্রস্তুত। এই বিভাগ আপনাদের জন্যে। এ কারণে এই বিভাগের মাধ্যমে আপনার এতটুকু হলে আমরা আনন্দিত হবো।

প্রতি সপ্তাহের মতো এ সপ্তাহেও আপনাদের পাঠানো চিঠিগুলো আমাদের হাতে এসে পৌছেছে। আপনাদের পাঠানো চিঠি থেকে পর্যায়ক্রমে আমরা তার উত্তর দিয়ে থাকি।

নিউইয়র্ক থেকে মিতালী হকের প্রশ্নঃ

আমার বোন গ্রিনকার্ডধারী হিসেবে এদেশে এসেছিলো। তারপর বাংলাদেশে তার বিয়ে হয়। কিন্তু বিয়ের বিষয়টি এম্বেসীকে জানানো হয়নি। এরপর আমার বোন এদেশে এসে থাকার পর আবার বাংলাদেশে গেছে। আমার বোনের এবারের বাংলাদেশে অবস্থানের মেয়াদ এক বছর পেরিয়ে গেছে। তাই আমার জানার ইচ্ছা আমার বোনটি স্বাভাবিকভাবে ইচ্ছা করলে আবার এদেশে চল আসতে পারবে? সে কি ঢাকা ইউএস এম্বেসীতে গিয়ে প্রয়োজনে রি-এন্ট্রির জন্যে আবেদন করতে পারবে? আমার বোন তার স্বামীকে এদেশে আনতে চায়। এসব বিষয়ে আপনার পরামর্শ পাবার প্রত্যাশায় রইলাম। এমন প্রশ্ন আগেও দেখেছি বলে আজ আমিও লিখলাম।

মিতালী হকের প্রশ্নের উত্তরঃ

একজন গ্রিনকার্ডধারী তার স্পাউসের জন্যে আবেদন করতে পারেন। তবে গ্রিনকার্ডধারীরা বিনা অনুমতিতে এক বছরের কম সময় এদশে বাইরে অবস্থান করতে পারেন। এক বছর বা তার বেশি সময় এদশের বাইরে অবস্থান করলে গ্রিনকার্ড নষ্ট হয়ে যেতে পারে। ইমিগ্রেশন ইউএস এর প্রবেশ প্রত্যাখ্যান করতে পারে।

তবে রি-এন্ট্রির ব্যাপারে যা বলতে চাই সেটা হচ্ছে একজন গ্রিনকার্ডধারী ইউএস এর বাইরে গিয়ে একবছর বা তার বেশি সময় অবস্থান করতে চাইলে দুই বছরের জন্যে অনুমতি সাপেক্ষে রি-এন্ট্রি লাভ করা যেতে পারে। কিন্তু গ্রিনকার্ডধারীকে এদেশের বাইরে যাবার আগেই এখান থেকেই তাকে রি-এন্ট্রির জন্যে আবেদন করতে হবে।

এই রি-এন্ট্রির আবেদনের সময় আবেদনকারীকে অবশ্যই এদেশে উপস্থিত থাকতে হবে। এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানার জন্যে প্রয়োজনে একজন এটর্নির সাথে সাক্ষাতে গিয়ে কথা বলা যেতে পারে।

আপনি আপনার বোনের বিষয়ে আরো যা জানতে চেয়েছেন সে ব্যাপারে স্পস্ট করে করে সবকিছু উল্লেখ করতে হবে। যা হয়তো সাক্ষাতে আলোচনা ক রার সময় আপনি উল্লেখ করতে পারবেন। এসব ব্যাপারে সুস্পষ্ট করে কিছু বলতে চাইলে এ সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক আরো কিছু তথ্য জানা দরকার।

একজন গ্রিনকার্ডধারী তার স্পউসের জন্যে ইমিগ্রেশনের আইন অনুযায়ী আবেদন করতে পারেন। কিন্তু সেই আবেদনকারী স্পাউসকে অবশ্যই এদেশে যথাযথ গ্রিনকার্ডধারী হিসেবে এদেশে বসবাস করতে হবে।

নিউইয়র্ক থেকে আবু হামিদের প্রশ্নঃ

আমি আজ এই চিঠিটি লিখছি আমার এক বন্ধুর জানতে চাওয়ার প্রেক্ষিতে। আমার বন্ধুর চাচা একজন ইউএস সিটিজেন। তিনি আমার বন্ধুর বাবার জন্যে অর্থাৎ তার ভাইয়ের জন্যে আবেদন করেছিলেন। এই আবেদনে ঐ ভাইয়ের সন্তানেরাও অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। কিন্তু ঘটনা হচ্ছে আমার বন্ধুর বাবা অর্থাৎ আবেদনকারীর ভাই মারা গিয়েছেন। সে কারণে জানতে চাওয়ার বিষয় হচ্ছে এখন ঐ আবেদনের অবস্থা কেমন হবে?

আবু হামিদের প্রশ্নের উত্তরঃ



প্রথমেই আমাদের জানা থাকা দরকার যে একজন সিটিজেন এবং গ্রিনকার্ডধারী কাদের জন্যে আবেদন করতে পারেন।

একজন গ্রিনকার্ডধারী তার স্পাউস এবং অবিবাহিত সন্তানের জন্যে আবেদন করতে পারেন।

গ্রিনকার্ডধারীর সন্তানদের আবার দুটি ক্যাটেগরী আছেঃ

১। ২১ নিম্ন এবং

২। ২১ উর্ধ বয়সের সন্তান।

২১ নিম্ন বয়সের সন্তানেরা ২-এ এবং ২১ উর্ধ বয়সের সন্তানেরা ২-বি ক্যাটেগরিতে পড়ে।

একজন ইউএস সিটিজেন তার নিম্নে উল্লেখিত আত্মীয়দের জন্যে আবেদন করতে পারেঃ

স্পাউস (স্বামী/স্ত্রী)

সন্তান (২১ নিম্ন/২১ উর্ধ)বিবাহিত ও অবিবাহিত

মা-বাবা এবং

ভাইবোন

ইমিগ্রেশন আইন অনুযায়ী ইউএস সিটিজেন তার ভাইয়ের জন্যে আবেদন করতে পারেন। তবে একজন ইউএস সিটিজেনের স্পাউস, মাবাবা এবং ২১ নিম্ন অবিবাহিত সন্তানেরা প্রথম প্রেফারেন্সে পড়েন বলে এই ক্যাটেগরীর পড়েন বলে এই ক্যাটেগরীর আত্মীয়দের অপেক্ষা করতে হয়না।

তবে ইউএস সিটিজেনের ভাইবোনেরা চতুর্থ প্রেফারেন্সে পড়েন।এই ক্যাটেগরীর অপেক্ষার সময় আনুসাঙ্গিক দশ বছরের বেশি। আপনার বন্ধুর চাচা তার ভাইয়ের জন্যে আবেদন করেছিলেন।

এখন দুঃখজনক ঘটনা হচ্ছে আপনার বন্ধুর বাবা ছিলেন বেশি-ফিশিয়ারী এবং তিনি মারা গেছেন। এর ফরে অর্থাৎ বেনিফিশিয়ারীর মৃত্যুর কারণে আবেদনেরও মৃত্যু ঘটেছে। ঐ আবেদনের প্রেক্ষিতে আবেদনের অন্তর্ভূক্ত আর কেউ এদেশে আসার ব্যাপারে উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবেন না।

কুইন্স থেকে ইমতিয়াজুল খানের প্রশ্নঃ

আমি কিছুদিন হয় পারমানেন্ট রেসিডেন্ট কার্ড পেয়েছি। সেকারণে বাংলাদেশে গিয়ে আমার পছন্দের একজন মেয়েকে আমি বিয়ে করতে চাচ্ছি। এখন আমার জানার বিষয় হচ্ছে একজন গ্রিনকার্ডধারী হিসেবে বাংলাদেশে গিয়ে বিয়ে করার পর আমার স্ত্রীকে এখানে আনার ব্যাপারে আমি উপযুক্ত হবো কিনা? আর গ্রিনকার্ড নিয়ে ঝামেলাহীনভাবে দেশে গিয়ে কতদিন অবস্থান করতে পারব?

ইমতিয়াজুল খানের প্রশ্নের উত্তরঃ

একজন পারমানেন্ট রেসিডেন্ট তার স্পাউস এবং অবিবাহিত সন্তান-এর জন্যে আবেদন করতে পারেন। আপনি একজন পারমানেন্ট রেসিডেন্ট সেজন্যে আপনি আপনার বিবাহিতা স্ত্রীর জন্যে আবেদন করার ব্যাপারে উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবেন।

পিটিশনার যদি ইউএস এর গ্রিনকার্ডধারী হন তবে শুধু আই-১৩০ রিলেটিভ পিটিশান ফাইল করতে পারেন। আর বেনিফি-শিয়ারী যদি ইউএস সিটিজেন হন আর বেনিফিশিয়ারী যদি বাংলাদেশী হন হবে আই-১৩০ পিটিশান ফাইলের দরকার নেই। ইউএস সিটিজেনের স্পাউস হবার কারণে বিয়ের পরেই তার স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্টের জন্যে ফাইল করা যাবে।

গ্রিনকার্ডধারীর স্পাউস (স্বামী/স্ত্রী) দ্বিতীয় প্রেফারেন্সে পড়েন। আর আপনি একজন গ্রিনকার্ডধারী তাই আপনি দেশে একবছরের কম সময় সেখানে অবস্থান করতে পারেন কোন অনুমতি ছাড়াই। আপনার যদি এক বছর বা তার বেশি সময় থাকার পরিকল্পনা থাকে তবে দুই বছরের অনুমতি নিয়ে দেশে গিয়ে অবস্থান করতে পারেন। তবে এতে করে গ্রিনকার্ড পাবার পাঁচ বছর পর সিটিজেনশীপের জন্যে উপযুক্ত বলে বিবেচিত হলেও আপনাকে আবারো একাধারে ক্রমাগত পাঁচ বছর এদেশে অবস্থান করতে হবে।

প্রয়োজনবোধে আপনি একজন অভিজ্ঞ ইমিগ্রেশন এটর্নীর সাথে কথা বলে আপনার প্রশ্নের সমাধান সম্পর্কে জেনে নিতে পারেন।

আর একটি কথা আমরা প্রায় সবসময় বলে থাকি আর তা হচ্ছে যে আপনার যদি নিয়মিত আমাদের এই বিভাগ পড়েন তবে তা থেকে হয়তো আপনার প্রশ্নের জবাব সম্পর্কে ধারণা নিতে পারবেন।

সর্বশেষ আবারো আপনাদের সুস্থ ও সুন্দর জীবনের প্রত্যাশায় আজকের মত এখানেই শেষ করছি। ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা: ২২৫ ব্রডওয়ে (৩৮ তলা), নিউইয়র্ক ১০০০৭।

ফোন: ২১২-৫১৩-৭৪৭৪

ফ্যাক্স: ৯১৪-৪৬২-৩৯৯০

ই-মেইল: kazmiandreeves@gmail.com এ লিখে ই-মেইল করলে অবশ্যই 'বাংলা পত্রিকার জন্য' কথাটি উল্লেখ করবেন।

অনুবাদঃ হুসনে এ. বেগম।

Law Offices of Kazmi & Reeves



225 Broadway, (38th Floor) New York, NY 10007. Tel: (212)513-7474 , Fax: (914) 462-3990

517 East Main Street, Middle Town, New York 10940. Tel: (845)341-0726, Email- kazmiandreeves@gmail.com

Tel: 212-513-7474, Fax: 914-462-3990

* Immigration Cases & Appeals * Bankruptcy Cases
* Accident & Personal Injury Cases * Divorce, Separation, Child Custody & Support Cases * Business & Commercial Litigation * Real Estate Transactions * Corporation & Partnership Matters.

এপয়েন্টমেন্ট করে পরামর্শের জন্য আমাদের অফিসে আসতে পারেন।

যৌথভাবে আমাদের রয়েছে ৩৫ বছরের বেশী অভিজ্ঞতা

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের নতুন অফিস এখন ম্যানহাটান ডাউন টাউনের প্রাণকেন্দ্রে এন, আর, ই এবং ২, ৩, ৪ এবং ৫ ট্রেনের সন্নিকটে। ই ট্রেনে ওয়ার্ল্ডট্রেড সেন্টার, ২ ও ৩ ট্রেনে প্লেসপার্ক এবং ৪ ও ৫ ট্রেনে ব্রুকলীন ব্রীজ, আর ও এন ট্রেনে সিটি হলে নামতে হবে।

আইনজীবী ফী আলোচনা সাপেক্ষে কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে।

আপনি আইন সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না- ইমিগ্র্যান্ট ও সুযোগ সুবিধার দেশে আইনানুগ ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন ঝামেলামুক্ত করুন।

অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিকড় প্রথিত করে সার্বিকভাবে কমিউনিটিকে এগিয়ে নিন।

বিপন্ন আমেরিকার হাল ধরবেন বাইডেন

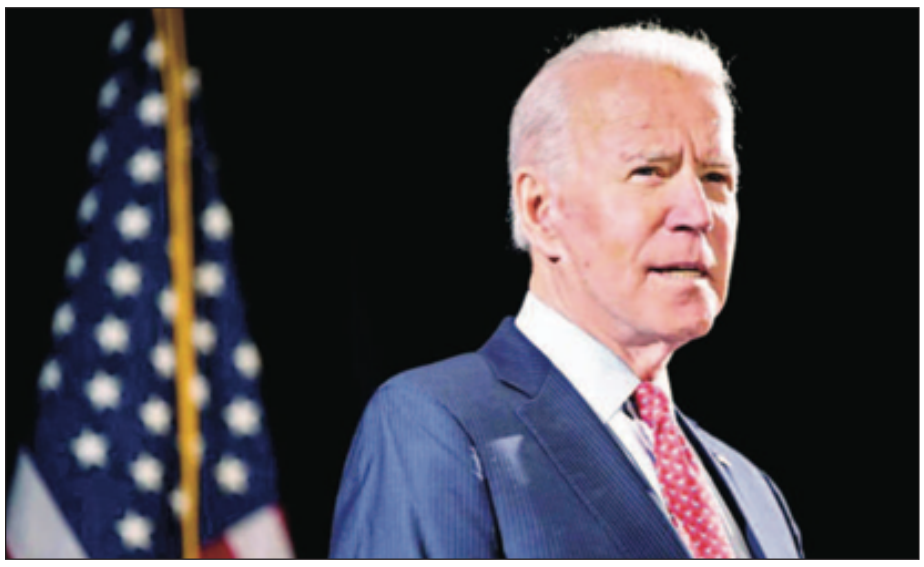


মেজর জেনারেল মোহাম্মদ আলী শিকদার (অব.)

বিপন্ন কথাটি আমার একার নয়। আমেরিকার সিনেটর ও প্রতিনিধি পরিষদের সদস্যসহ বড় বড় রাজনৈতিক ভাষ্যকার বলছেন, একজন ডোনাল্ড ট্রাম্প শুধু কলঙ্ক রচনা নয়, রাষ্ট্রের মৌলিক ভিত্তিকে যেভাবে তছনছ করে গেলেন, তার থেকে ভবিষ্যতে আর কোনো দিন আমেরিকা বের হতে পারবে কি না সন্দেহ। কেউ কেউ বলছেন, ২০২১ সালের ৬ জানুয়ারি থেকে পরাশক্তির চূড়া থেকে আমেরিকার অধোগমন শুরু হলো। আমেরিকার বৈদেশিক নীতিনির্ধারক গবেষণাপ্রতিষ্ঠান কাউন্সিল অন ফরেন রিলেশনের (সিআরএফ) বর্তমান প্রেসিডেন্ট রিচার্ড হাস লিখেছেন, যদি পৃথিবীতে একক পরাশক্তি-উত্তর কোনো যুগের শুরু হয় বা আবির্ভাব হয়, তাহলে সবাই নিশ্চয়ই বলবেন, আমেরিকার নিঃশেষ হওয়ার যাত্রা শুরুর দিনটা ছিল ৬ জানুয়ারী, ২০২১।

একজন ডোনাল্ড ট্রাম্প ২০১৬ সালে হঠাৎ করেই আবির্ভূত হননি। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্বব্যাপী একক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় আমেরিকা যা কিছু করেছে তার সম্মিলিত ব্যাকলাশের ধাক্কার পরিণতিতে ডোনাল্ড ট্রাম্পের হাত ধরে ঘটেছে ৬ জানুয়ারির কলঙ্কিত ঘটনা।

জো বাইডেন আমেরিকার ৪৬তম প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন তার চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য গণতন্ত্রের দুর্গখ্যাত ক্যাপিটল ভবনে সিনেটর ও প্রতিনিধি পরিষদের সদস্যরা ৬ জানুয়ারীতে যৌথ অধিবেশনে বসেন। পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের নির্দেশ ও উত্তেজনাকর বক্তব্যে রিপাবলিকান দলের হাজার হাজার সমর্থক সেখানে জমায়েত হয় এবং একপর্যায়ে তারা ক্যাপিটল ভবনে আক্রমণ চালিয়ে জানালা-দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকে অধিবেশন কক্ষের সব কিছু তছনছসহ ভাইস প্রেসিডেন্ট মাইক পেন্সকে বিশ্বঘাতক বলে খুঁজতে থাকে। সভাপতির আসনে বসা মাইক পেন্স ও ডেমোক্রেটিক দলীয় প্রতিনিধি পরিষদের স্পিকার ন্যান্সি পেলোসি অল্প সময়ের ব্যবধানে নিরাপদ স্থানে যেতে সক্ষম হন। তাঁরা দুজন অথবা যেকোনো একজন গুন্ডাদের সামনে পড়লে আরো গুরুতর কিছু ঘটে যেতে পারত। তাহলে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প জরুরি অবস্থা ঘোষণাসহ সংবিধান স্থগিত ও ৩ নভেম্বরের নির্বাচন বাতিল করে নতুন নির্বাচনের ঘোষণা দিতে পারতেন। তাতে ট্রাম্পের লক্ষ্য অর্জিত হয়ে যেত; কিন্তু আমেরিকার পরাশক্তির মর্যাদার অপমৃত্যু ত্বরান্বিত হতো। ন্যান্সি পেলোসি সশস্ত্র বাহিনীর জয়েন্ট চিফ অব স্টাফের চেয়ারম্যান জেনারেল মার্ক মিলিকে জরুরি টেলিফোনে বলেছেন, প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প পারমাণবিক বোমা নিক্ষেপের হুকুম দিলে তা যেন পালিত না হয়। অনেকেই আশঙ্কা করছেন, পাগলামির শেষ প্রান্তে তিনি ইরান অথবা উত্তর কোরিয়ার ওপর পারমাণবিক বোমা নিক্ষেপের হুকুম দিতে পারেন। পুরো পৃথিবী ধ্বংসে মেতে উঠতে পারেন ট্রাম্প। সিনেটের সংখ্যালঘু নেতা ও ডেমোক্রেটিক দলীয় চাক শুমার বলেছেন, ট্রাম্পকে অতিসত্বর হোয়াইট হাউস থেকে বের করে দিতে হবে। অনেকে বলছেন, এক ঘণ্টার জন্যও তাঁকে হোয়াইট হাউসে রাখা ঠিক হবে না।ট্রাম্পের বিরুদ্ধে নজিরবিহীন দ্বিতীয়বার অভিশংসন প্রস্তাব উঠেছে প্রতিনিধি পরিষদে, যদিও সিনেটের দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে সেটি গৃহীত হওয়ার সম্ভাবনা নেই। ৬ জানুয়ারীর তান্ডব হঠাৎ করে বা পূর্বাভাস ছাড়াই ঘটেছে তা কিন্তু নয়। প্রায় এক সপ্তাহ আগে ডোনাল্ড ট্রাম্প ওই সমাবেশের ঘোষণা এবং চরম উসকানিমূলক বক্তব্য দেন। অথচ নিরাপত্তা রক্ষাকারী বাহিনীগুলো সেদিন যথেষ্ট প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা কেন নিল না, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। এই ঘটনার মাধ্যমে আমেরিকার গর্ব ও রক্ষাকবচ, ব্যক্তি নয়, প্রতিষ্ঠান সর্বেসর্বা, এই জায়গাটিতেও তাহলে কি পচন ধরেছে। ঘটনার তিন দিন আগে লিওন প্যানেটা ও রবার্ট গেটসসহ ১০ জন প্রতিরক্ষামন্ত্রী সতর্ক করেছেন, ডোনাল্ড ট্রাম্পের পাগলামির সঙ্গে সশস্ত্র বাহিনী যেন জড়িত না হয়। এর অর্থ দাঁড়ায়, ট্রাম্পের পক্ষে সশস্ত্র বাহিনীর হস্তক্ষেপের আশঙ্কা ছিল। এশিয়া-আফ্রিকার অনেকে ক্ষুব্ধ মনে বলেছেন, সেটা হলেই বোধ হয় ষোলোকলা পূর্ণ হতো।



দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পঞ্চাশ থেকে সত্তরের দশকে এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার বহু দেশে গোয়েন্দা সংস্থা সিআইয়ের গোপন অপারেশনে সেসব দেশের সামরিক বাহিনীর দ্বারা গণতন্ত্রের কবর রচনার সেই যে ইতিহাস তারই পুনরাবৃত্তি তাহলে খোদ আমেরিকার মানুষ দেখতে পেত। বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, সামরিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ এবং এক নম্বর দেশ আমেরিকা। আগামী দিনে কী হবে তা নিয়ে আশঙ্কা থাকলেও এই শ্রেষ্ঠত্বের জায়গায় পৌঁছাবার শক্ত ভিত্তি রচনা করেন আমেরিকার ফাউন্ডিং ফাদাররা। উদার গণতান্ত্রিক, ক্ষমতার চেক অ্যান্ড ব্যালান্স রক্ষার অনন্য কঠিন ব্যবস্থাসহ বৈষম্যহীন মেধাভিত্তিক রাষ্ট্র নির্মাণের মৌলিক আদর্শ মূল সংবিধানে এমনভাবে প্রোথিত করা হয় যে প্রায় আড়াই শ বছরেও সেটি সংবিধানে সেই রকমই অটুট আছে। তবে স্বাধীনতার পর রাতারাতি সব কিছু হয়ে যায়নি। দীর্ঘ কঠিন পথ বেয়ে শ্রেষ্ঠত্বের জায়গায় এসেছে আমেরিকা। চরম বৈষম্যমূলক দাস প্রথা বাতিলের জন্য স্বাধীনতার ৮০ বছরের মাথায় আরেকটি ভয়াবহ গৃহযুদ্ধ পেরিয়ে আসতে হয়েছে, যাতে প্রায় সাত লাখ মানুষ নিহত হয়। ফাউন্ডিং ফাদার না হয়ে সেই মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ১৬তম প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকনকে দাসপ্রথার পক্ষ নেওয়া এক চরম সন্ত্রাসীর গুলিতে ১৯৬৫ সালের ১৫ এপ্রিল প্রাণ দিতে হয়। কৃষ্ণাঙ্গরা ভোটাধিকার পেয়েছে এই সেদিন, ১৯৬৫ সালে। সংবিধানের মৌলিকত্ব অক্ষুণ্ন ছিল বলেই পর্যায়ক্রমে সেগুলো প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তবে গত চার বছর এবং ৬ জানুয়ারী ডোনাল্ড ট্রাম্প যা ঘটালেন, তাতে অসামান্য সেই সংবিধানকে শুধু কাগজের বান্ডেল মনে হয়েছে। অজ্ঞতা আর মেধাহীনতার অন্ধত্বে থাকা ব্যক্তিকে জনগণ দেশের নেতা হিসেবে বেছে নিলে এবং সেই নেতাকে যদি ক্ষমতার লিপ্সা ও পাগলামিতে পেয়ে বসে, তাহলে তার পরিণতি কী হতে পারে সেটির প্রতীকী উদাহরণ হয়ে থাকবেন ডোনাল্ড ট্রাম্প।

২০ জানুয়ারির পর দৃশ্যপট থেকে ট্রাম্প হয়তো চলে যাবেন, তিনি যে আমেরিকা রেখে গেলেন তা নিয়ে ৪৬তম প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এবং পরবর্তী সময়ে আমেরিকান নেতৃত্ব কতখানি সামনে এগোতে পারবে, সেটা নিয়েই এখন চুলচেরা বিশ্লেষণ চলছে। সশস্ত্র বাহিনীসহ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা, বিচার বিভাগ এবং অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের ভেতরে চরম বিভাজনের যে ভয়াবহ বিষবাষ্প ট্রাম্প ছড়িয়ে দিয়ে গেলেন তার থেকে আমেরিকা কখন মুক্ত হবে অথবা আদৌ হতে পারবে কি না সেটাই ভবিষ্যতে দেখার বিষয়। মানুষ খুব বেশি আশাবাদী হতে পারছে না। গত চার বছরের কর্মকান্ডে হ্রাস পাওয়ার বদলে এবার এসে ভোটপ্রাপ্তি ট্রাম্পের পক্ষে শতকরা ৩ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। ভাগ্য ভালো, ২০১৬ সালে হিলারি ক্লিনটনকে ভোট না দেওয়ার সংকল্প নিয়ে বিরাটসংখ্যক যে ডেমোক্রেটিক দলীয় ভোটাররা ঘরে বসেছিলেন, তাঁরা ২০২০ সালে এসে ব্যাপকভাবে জো বাইডেনকে ভোট দিয়েছেন। কিন্তু চার বছরে সর্বনাশ যা হওয়ার হয়ে গেছে। দেশের নেতৃত্বের গুরুত্ব উপলব্ধি করার জন্য নেতিবাচক হিসেবে ডোনাল্ড ট্রাম্প উদাহরণ হয়ে থাকবেন। গত চার বছরে তিনি আমেরিকার অভ্যন্তরে এবং বিশ্ব অঙ্গনে যে জঞ্জাল তৈরি করেছেন তার ভার ৭৮ বছর বয়সী নতুন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন কতখানি সফলতার সঙ্গে বহন করতে পারবেন, সেটাও এখন ভাবনার বিষয়।

আমেরিকান ফার্স্ট নামের সস্তা স্লোগান দ্বারা শ্বেতাঙ্গ শ্রেষ্ঠত্ববাদ, ইভেনজেলিক্যাল খ্রিস্টীয় কট্টরবাদ, ব্যক্তিগত অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ (গান কন্ট্রোল), বিরোধী গোষ্ঠীগুলোকে ট্রাম্প যেভাবে উত্তেজিত ও সংঘবদ্ধ করেছেন, তার পরিণতিতে আগামী দিনে আমেরিকার অভ্যন্তরে বর্ণবাদী দাঙ্গা, যত্রতত্র শুটিংয়ের মাধ্যমে নিরীহ মানুষের জীবনাবসান এবং অভিবাসী, বিশেষ করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে হেইট ক্যাম্পেইন ও বিদ্বেষ নিয়ন্ত্রণ অত্যন্ত কঠিন কাজ হবে। আমেরিকার কলামিস্টরা বলছেন, বোগাস আমেরিকা ফার্স্ট নীতির ফলে গুরুত্বপূর্ণ স্ট্র্যাটেজিক্যাল পার্টনার ইউরোপসহ বিশ্ব অঙ্গন থেকে সরে যাওয়ায় ফাঁকা মাঠের সব কিছুই দখলে নিয়েছে চীন ও রাশিয়া। গুরুত্বপূর্ণ ২০১৫ সালের জলবায়ু চুক্তিসহ আরো অনেক আন্তর্জাতিক চুক্তি ও সমঝোতা বাতিল এবং সর্বশেষ কভিড-১৯-এর চরম প্রাদুর্ভাবের সময় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা থেকে আমেরিকাকে প্রত্যাহারের মাধ্যমে সুপারপাওয়ারের মর্যাদা ও বৈশ্বিক নেতৃত্বের বিশ্বাসযোগ্যতার যত বড় ক্ষতি ট্রাম্প করেছেন, তা আবার ফিরিয়ে আনতে জো বাইডেন প্রশাসনের রাতের ঘুম হারাম হয়ে যাবে। ১৭ জানুয়ারিতে কট্টর ট্রাম্পপন্থীরা সশস্ত্র বিক্ষোভের ডাক দিয়েছে। ট্রাম্প ২০ জানুয়ারিতে ক্ষমতা হস্তান্তর অনুষ্ঠানে থাকবেন না, বরং তাঁর সমর্থকরা ওই দিন সব অঙ্গরাজ্যে আদালতের সামনে বিক্ষোভ করবে। ওয়াশিংটন ডিসিতে জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছে। আমেরিকার ২৩৮ বছরের ইতিহাসে সব কিছুই নজিরবিহীন ঘটনা। কেউ কেউ গৃহযুদ্ধের আশঙ্কা করছেন। সব মিলিয়ে বিশ্বের এক নম্বর ক্ষমতাধর রাষ্ট্রকে আজ সত্যিই বিপন্ন মনে হচ্ছে।

লেখক: রাজনৈতিক ও নিরাপত্তা বিশ্লেষক

MITU DISABILITY CENTER

ROMJAN (Consultant)
646-730-8418

JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

IF YOU ARE SICK, YOU CAN GET
$500-$2500 PER MONTH
State Disability (TANF) Federal Disability (SSI, SSDI)
Citizenship Without Exam N-648 Waiver
Personal Injury ● Divorce ● Bankruptcy ● Immigration
Car, Home, Life Insurance (No Broker Fee) Real State
Buy Sale Lone Modification Physical Therapy by Doctor

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে
মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

* ষ্টেট ডিসএ্যাবিলিটি * ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি
* পরীক্ষা ছাড়া আমেরিকার সিটিজেন।
এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
ইমেগ্রেশনের বিষয় সাহায্য করা হয়।

37-47 73 ST. #215, JAKSON HEIGHTS NY 11372
TEL: 718-701-2666

DR. SADI ALAM, DPM
Foot Specialist
পায়ের বাংলাদেশী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক
Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432
Alam Podiatry, P.C.
FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | www.alampodiatry.com
WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL

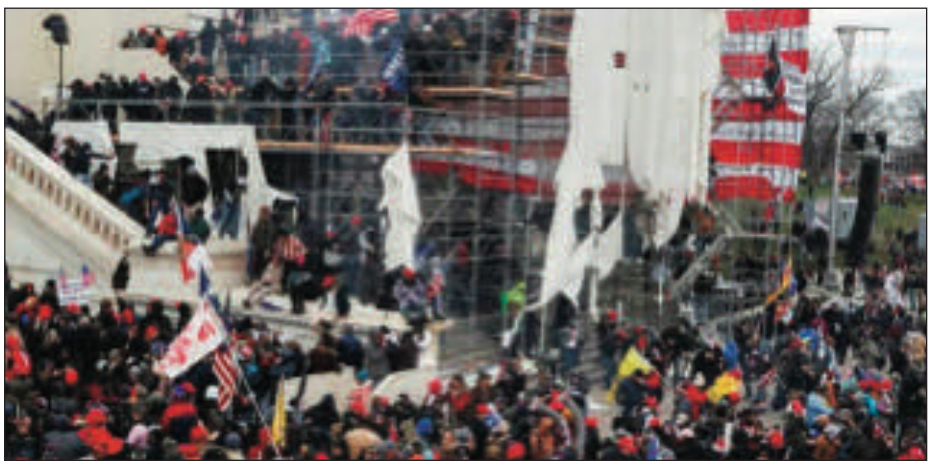
ক্যাপিটল হিলে সন্ত্রাস এবং বৈশ্বিক হুমকি

সাপ্তাহিক ২৫ বছরে বাংলা পত্রিকা The Weekly Bangla Patrika

প্রফেসর মোহা. রুহুল আমীন

প্রত্যেকটি দেশ তার রাষ্ট্র এবং জনগণের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন থাকে। যুক্তরাষ্ট্র তার ব্যতিক্রম নয়। প্রত্যেক রাষ্ট্রই তার নাগরিক এবং তার সীমানা সংরক্ষণ রাখে, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং পররাষ্ট্রিক স্বছতা নির্মাণের জন্য নিরন্তর কাজ করে যায়, যা রাষ্ট্রকে বাঁচিয়ে রাখে। কিন্তু রাষ্ট্রের এই ধারণা মারাত্মকভাবে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে মার্কসীয় তাত্ত্বিকরা। কাল মার্কস বলেছেন, রাষ্ট্র একসময় উবে যাবে। তার পরও গত প্রায় ১৫০ বছর ধরে রাষ্ট্র নামক প্রতিষ্ঠানটি পৃথিবীতে বহাল তবিয়তে আছে এবং প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর রাষ্ট্রিক ধারণা সম্পূর্ণ নতুন অবয়বে পরিচালিত হচ্ছে। তখন থেকে রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য প্রতিটি রাষ্ট্র, বিশেষ করে বৃহৎ শক্তিবর্গ তাদের সব সাধু এবং অসাধু চেষ্টা, সুস্থ এবং অসুস্থ নীতি, মানসিকতা এবং ভ্রান্ত এবং অভ্রান্ত নীতি প্রয়োগ করে নিজেদের দেশের এবং নিজেদের নাগরিকদের নিরাপত্তার জন্য যা কিছু করা দরকার তা করে যাচ্ছে। আর বৃহৎ শক্তিগুলো এ লক্ষ্যে যাচ্ছেতাই আচরণ করছে। পরের রাষ্ট্র দখল, অন্যের সীমানায় অনধিকার প্রবেশ, অর্থনৈতিক আগ্রাসন, রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক নিষেধাজ্ঞা প্রভৃতি মাধ্যমে বৃহৎ শক্তিগুলো ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলোকে বিভিন্নভাবে শোষণ করে আসছে। যুক্তরাষ্ট্র এদিক থেকে নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে যুক্তরাষ্ট্র অপ্রতিরোধ্য বৃহৎ শক্তিতে পরিণত হয় এবং স্নায়ু যুদ্ধোত্তরকালে একক পরাশক্তি হিসেবে তারা পৃথিবীতে ঔদ্ধত্য দেখাতে শুরু করে। আমেরিকান রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, সমাজতাত্ত্বিক এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অধ্যাপকগণ বিভিন্ন তত্ত্ব প্রচার করতে থাকেন। যুক্তরাষ্ট্র যে পৃথিবীর একমাত্র পরাশক্তি, পৃথিবীতে যে শোষণের ক্ষমতা তাদের আছে, মার্কিনিরা যা ইচ্ছা তা-ই যে করতে পারে–এ ধরনের ধারণা বিশ্বময় প্রচার এবং প্রতিষ্ঠা করার নিরন্তর প্রয়াস চালিয়েছে। এক্ষেত্রে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, সুশীল সমাজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, সাংবাদিক এবং আপামর মার্কিন জনগণ সবাই এক সূত্রে গাঁথা এবং একইভাবে একযোগে কাজ করে যাচ্ছে। কী আছে মার্কিনিদের এই প্রচার এবং তত্ত্বের নেপথ্যে? আমরা রাজনীতি বিজ্ঞান এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের তত্ত্বের দ্বারা স্পষ্ট করে বুঝতে পারি, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যুক্তরাষ্ট্র রাজনৈতিক বাস্তববাদ বা পলিটিক্যাল রিয়ালিজম তত্ত্বের দ্বারা তাদের পররাষ্ট্রনীতিকে পরিচালনা করে আসছে। এ রাজনৈতিক মতবাদ কিন্তু পশ্চাত্যের কাছে নতুন নয়। সেই প্রাচীনকাল থেকে থুচিডাইড, রেনেসাঁ তাত্ত্বিক ম্যাকিয়াভেলি এবং ব্রিটিশ তাত্ত্বিক থমাস হবস প্রভৃতি রাষ্ট্র এবং সমাজবিজ্ঞানীগণ পাশ্চাত্যজগতে এমন এক ধারণা প্রচার করে আসছেন এবং তার প্রসার ঘটাচ্ছেন যে, নিজস্ব রাষ্ট্রের সীমানা, রাষ্ট্রের জনগণ, রাষ্ট্রের অর্থনীতির জন্য তারা যা ইচ্ছা তা-ই করতে পারে। তাদের স্বার্থে, তাদের প্রয়োজনে স্বল্পমেয়াদি এবং দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্যে যে নীতি নেওয়া দরকর, সেই নীতিই তাদের নিতে হবে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হলে নতুন মার্কিন তাত্ত্বিকেরা সেই প্রাচীনকালের নীতিকেই বাস্তববাদ তত্ত্বের নতুন মোড়কে ধারণ করে বিশ্বময় তারা ছড়ি ঘুরাচ্ছেন। গণতন্ত্র, মানবাধিকার প্রভৃতি মুখরোচক শব্দ তারা বিশ্বময় প্রচার করে নব্য উপনিবেশবাদী করাল থাবা বিস্তার করে সমস্ত পৃথিবীকে লুটে পুটে খাচ্ছেন। কিন্তু এই প্রথমবারের মতো যুক্তরাষ্ট্রের সেই নীতি অসারতা, তাদের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে এমনভাবে বিকশিত হয়েছে, যা বিস্ফোরিত হয়ে সারা পৃথিবীকে তাদের এই রাজনৈতিক মতবাদের ভ্রান্ততা স্পষ্ট করে তুলে ধরছে। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প হয়তো অভ্যন্তরীণ রাজনীতির ক্ষেত্রে রাজনীতির বাস্তববাদকেই ধরে এগোচ্ছেন। ট্রাম্পকে টিকতে হলে এবং রিপাবলিকান



দলকে রাজনীতিতে দীর্ঘস্থায়ী হতে হলে এবং তার ভিশনকে প্রতিষ্ঠিত এবং শক্তিশালী করতে হলে–তাদের সেই নীতি গ্রহণ করতে হবে। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প হয়তো সে পথেই এগোচ্ছেন। সেদিক থেকে তাদের বাস্তববাদের আলোকে ট্রাম্পকে তো তেমন দায়ি করা যায় না। যে নীতি তারা বহির্বিশ্বে যুক্তিযুক্ত এবং যুক্তিসিদ্ধ রূপে প্রচার করে আসছেন ট্রাম্প হয়তো অভ্যন্তরীণ রাজনীতির ক্ষেত্রেও সেই নীতির বাস্তবায়ন করতে চান। সেক্ষেত্রে ট্রাম্পকে যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক মতবাদের বিরোধী বলা যায় না। এখানেই সম্ভবত তাদের রাজনৈতিক তত্ত্বে চরম বিপর্যয় লক্ষ করা যাচ্ছে।

আমরা সাম্প্রতিক প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রথম থেকে যেভাবে লক্ষ করে আসছি, বিশ্ব মিডিয়া সেভাবে প্রচার করছেও। সব থেকে দেখা যাচ্ছে, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প তার গোষ্ঠী, তার পার্টির স্বার্থরক্ষার জন্য, যা কিছু করা দরকার সবকিছু তিনি করছেন। সেখানে নীতির সাধুতা অসাধুতা–এসব প্রশ্ন কোথায়? কারণ পাশ্চাত্যের যে ঐতিহাসিক শিক্ষা, সেই শিক্ষা থেকে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এক চুলও সম্ভবত বিচ্যুত হননি। বরং প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প সারা পৃথিবীকে পাশ্চাত্যের রাজনৈতিক কাঠামো এবং শাসনতান্ত্রিক কাঠামো কী তা দেখিয়ে দিয়েছেন। সবশেষে যখন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে ক্ষমতা থেকে সরে যাওয়ার আহ্বান জানানো হচ্ছিল তখন তিনি দাবি করে আসছেন এই নির্বাচনে তারই জয় হয়েছে এবং হুমকিও দিয়েছিলেন এই নির্বাচনে যদি হেরে যায়, তাহলে কোনোভাবেই মানবেন না। আমরা দেখছি যে, বিভিন্ন রাজ্য জনগণ যে রায় দিয়েছে ট্রাম্প সেটা মানতে নারাজ। মেকিয়াভেলি বলেছেন যে, রাজাকে টিকে থাকতে হবে, টিকে থাকার জন্য যা করা দরকার তাকে তা-ই করতে হবে। মেকিয়াভেলির নীতি ছিল যে লক্ষ্যে রাজাকে কাজ করতে হবে, সে লক্ষ্যে যা করা দরকার তা-ই করতে হবে এবং এই নীতি পাশ্চাত্য রাজনীতির বাস্তবতা সিদ্ধতা দিয়েছে এবং জায়েজ করে দিয়েছে। গত তিন-চার দিনের ঘটনা দেখলে আমরা এর সত্যতা উপলব্ধি করতে পারি। রিপাবলিকান পার্টির বড় বড় নেতা, যাদের ভদ্রতা, পোশাক, শালীনতা আমরা এত দিন দেখেছি এরা প্রকাশ্যে অস্ত্র হাতে ক্যাপিটল হিলে ঢুকেছে এবং সেখানে তারা বন্দুক তাক করেছে এবং ভাঙচুর করেছে। তারা কেপিটল হিল বিশ্বের রাজনৈতিক প্রাণকেন্দ্রে তথা বিশ্বের মানবাধিকারের সূতিকাগার সেই ক্যাপিটল হিলে তারা যখন এমনভাবে বন্দুক তাক করেছে মনে হলো তখনই গুলি করবে এবং গুলি করে ঝাঁঝরা করে দেবে। অনেক আহত হয়েছে। চার-পাঁচ জন মৃত্যুবরণ করেছে। কিন্তু সবচেয়ে ভয়ংকর ব্যাপার হলো ঐ অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা পেছনের গোপন পথে পালিয়ে গেছে। আমার কাছে যা মনে হয়েছে তা হলো, সামগ্রিকভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই সাম্প্রতিক ঘটনাগুলো পাশ্চাত্যের রাজনৈতিক তত্ত্বের তাত্ত্বিক বিপর্যয় প্রতিপন্ন করেছে। এখান থেকে বেরিয়ে আসতে হলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্ববাসীর শিক্ষা হলো, যারা এত দিন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে মানবাধিকারের সূতিকাগার মনে করতেন, যারা মার্কিনিদের দিকে তাকিয়ে থাকতেন, যারা বিভিন্ন দেশের গণতন্ত্রের কথা বলতেন, যারা গণতন্ত্র শিখতে চাইতেন–তারা সারা পৃথিবীতে গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের নামে কী না করেছে! আমরা দেখেছি, ১৫/২০ বছর তারা যেসব কাজ করেছে গণতন্ত্র এবং মানবাধিকারের ক্ষেত্রে কতটুকুই না ভয়ংকর? ইরাকে তারা আগ্রাসন চালিয়েছে, আফগানিস্তানের জনগণের ওপর তারা যুদ্ধ চাপিয়েছে। তালেবানের শাসনকে তছনছ করে দিয়েছে, আফগানকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে, একটি সদ্য প্রতিষ্ঠিত মুসলিম জাতিকে তারা পথে বসিয়েছে। সিরিয়ার অবস্থাও তাই, তুরস্ককে তারা হুমকি দিচ্ছে, ইরানের মতো একটা গণতান্ত্রিক দেশকে–যেখানে একটি নির্বাচিত সরকার, যেখানে নির্বাচন হয় স্বচ্ছভাবে, যেখানে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হয় ওপেন ব্লকে এবং শুক্রবারের জুমার নামাজের পর, যেখানে কোনো লুকোচুরি নেই, এরকম একটা নজিরবিহীন গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় যেখানে নির্বাচন হয়, যেখানে তারা গত পাঁচ-সাত বছর ধরে পারমাণবিক চুক্তিকে কেন্দ্র করে কি না করছে। ইরানে যখন একনায়কতন্ত্র ছিল তখন তো তারা অস্ত্র দিয়েছে, সাহায্য করেছে কিন্তু যখনই গণতন্ত্র উদয় হলো, ছাত্ররা বিপ্লব করল তখন মার্কিনিরা কিন্তু তাদের সমর্থন দিতে চায়নি।

এভাবে তারা ঐতিহাসিকভাবে নিজেদের রাষ্ট্রের স্বার্থেই গণতন্ত্র ও মানবাধিকার ব্যবহার করেছে। এটাই তাদের রাজনৈতিক বাস্তবতা। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এই রাজনৈতিক বাস্তবতার নীতির ওপর দাঁড়িয়েই দাবা খেলে যাচ্ছেন। আমরা জানি না, সামনে কী হতে যাচ্ছে। বাইডেনের ক্ষমতায় আসার কথা ২০ তারিখে কিন্তু ট্রাম্প কি সে সুযোগ দেবে? ইতিমধ্যেই বিশ্ব মিডিয়ায় খবর বেরিয়েছে যে, ট্রাম্পের সমর্থকরা সশস্ত্র বিক্ষোভের ছক এঁকেছে। বিষয়টিকে ছোট করে দেখার কোনো অবকাশ নেই। মনে রাখতে হবে–ট্রাম্প ধনীদের একজন, ট্রাম্প দমে যাওয়ার পাত্র নন, ট্রাম্পের সঙ্গে রয়েছে বিশাল একটি শ্বেতাঙ্গ গোষ্ঠী এবং শ্বেতাঙ্গরাই যুক্তরাষ্ট্র এবং সেখানে বাইডেন কতটুকু নিশ্চিন্তে কাজ করতে পারবেন–এই মুহূর্তে বলা মুশকিল। আমরা জানি, যেভাবে ঘটনাগুলো এগোচ্ছে বাইডেন ২০ তারিখ ক্ষমতায় বসা ততটা কুসুমাস্তীর্ণ হবে না। সে পথে ট্রাম্প ফোবিয়া সব সময়ই ঝামেলা বাধিয়ে রাখবে। বাইডেনের সামনে পথগুলো বড়ই কণ্টকাকীর্ণ। কাজেই এই মুহূর্তে যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্ববাসীর উচিত বৈশ্বিক নিরাপত্তা নতুন পর্যালোচনা করা এবং রাষ্ট্র, রাজনীতি ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের জন্য নতুন তত্ত্বের অন্বেষণ করা।

লেখক: চেয়ারম্যান, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

আমেরিকান ইতিহাসে কলঙ্কময় দিন

সাপ্তাহিক ২৫ বছরে বাংলা পত্রিকা The Weekly Bangla Patrika

সাইফুল ইসলাম হাফিজ

যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস ভবনে ট্রাম্পসমর্থকদের সহিংস তাণ্ডবে অবাক হয়েছে গোটা বিশ্ব। এখনো যারা বিশ্ব মোড়লের স্থান দখল করে আছে, যারা বিভিন্ন দেশের বিবাদ মীমাংসা করতে কূটনৈতিক তৎপরতা চালায়, যারা রাজনীতিতে শান্তির বুলি আওড়ায় তাদের দেশে এমন ন্যক্কারজনক, হিংস ঘটনায় বিশ্বের প্রতিটি মানুষের হৃদয়ে নাড়া দিয়েছে। গণতন্ত্রের আলোকবর্তিকা খ্যাত আমেরিকার ভাবমূর্তি তো ক্ষুণ্ন হয়েছেই। সঙ্গে ভদ্র পোশাকে আমেরিকাবাসীর উগ্রবাদী আচরণও প্রকাশ পেয়েছে। ব্যক্তিগতভাবে ট্রাম্প যেমন আগ্রাসি স্বভাবের, তার সমর্থকরাও ঠিক তার মতোই আচরণ করেছে। তাই তো এমন ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ডের জন্য ট্রাম্পকেই দায়ী করেছে গণমাধ্যমগুলো। ইতিমধ্যে কংগ্রেসে তার অভিশংসনেরও দাবি উঠেছে ফের। গত বছরে ইউক্রেন ইস্যুকে কেন্দ্র করে অভিশংসন থেকে ক্ষমতার বলে রক্ষা পেলেও শেষবেলায় সেই সুর আবার বেজে উঠল। ক্ষমতা আঁকড়ে ধরতে শেষ কামড় দিলেন গণতন্ত্রের ওপর; কিন্তু তাতেও রক্ষা হলো না তার। জো বাইডেনও বলেছেন একই কথা। এর মাধ্যমে ট্রাম্প চার বছরের অর্জন ধুলোয় মিশিয়েছেন এবং আমেরিকাকেও ৫০ বছর পিছনে নিয়ে গেছেন। এই আঘাতের ক্ষত ঘুচাতে আমেরিকার অর্ধশতাব্দী পার হয়ে যাবে। ২০১৬ নির্বাচনে হেরে ডেমোক্র্যাট প্রার্থী হিলারি ক্লিনটন সহজেই পরাজয় মেনে নিয়েছিলেন। যার ফলে পরিবেশ শান্ত রয়েছে এবং ডেমোক্র্যাটদের নমনীয় আচরণ সবার মন জয় করেছে। যার দরুন চার বছর পরেও তারা ফের ক্ষমতায় আসতে সক্ষম হয়েছে; কিন্তু কী করলেন মি. ট্রাম্প! গত চার বছরে তার ভারসাম্যহীন কর্মকাণ্ডের দ্বারা নিয়মিত পত্রিকার শিরোনাম তো হয়েছেনই, নাগরিকদের মনে যুগিয়েছেন হাসির খোরাক। নির্বাচনের পর থেকেই এনেছেন কারচুপির অভিযোগ। ফল বাতিলের জন্য গিয়েছেন আদালতেও; কিন্তু কোনোটাতেই কাজ না হওয়াতে আগ্রাসি বক্তৃতা দিয়ে সমর্থকদের উত্তেজিত করে তুলেছেন। সেই ইন্ধনেই হামলা হলো ক্যাপিটল হিলের কংগ্রেস ভবনে। রচিত হলো আমেরিকার কলঙ্কিত ইতিহাস। জো বাইডেনকে অবশেষে বিজয়ী মেনে ক্ষমতা হস্তান্তরে রাজি হলেন; কিন্তু এত নাটকীয়তা ও পার্লামেন্ট ভবনে এমন ধ্বংসযজ্ঞ চালানোর কী দরকার ছিল?

ট্রাম্প যে আচরণ করেছেন তাতে আগামী চার বছর পরে রিপাবলিকান পার্টি তাকে নমিনেশন না দেওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। কারণ, ট্রাম্পের কারণে পার্টির ভাবমূর্তি আর খোয়াতে চান না দলের নেতারা। ক্ষমতা ছাড়ার পরে ট্রাম্পকে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর হবে। প্রেসিডেন্ট থাকা অবস্থায়ই প্রভাবশালী গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমগুলো তাকে বয়কট করেছে। হোয়াইট হাউজ ত্যাগের পরে সময়ের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হবেন তিনি। কলঙ্কের কালিতেই নিজের শেষ অধ্যায় রচনা করলেন ট্রাম্প। আমেরিকানরা যেহেতু রাজনীতিসচেতন তাই এরকম খ্যাপাটে স্বভাবের মানুষকে ফের প্রেসিডেন্টের আসনে দেখতে চাইবে না। যদিও আমেরিকার রাজনীতিতে ডলারোক্রেসির প্রভাব দিনে দিনে বেড়েই চলছে। তবুও ট্রাম্পের সম্ভাবনা ক্ষীণই থেকে যায়; কিন্তু ট্রাম্পের শেষটা খারাপের বিপরীতও হতে পারত। চার বছর ধরে যা-ই করেছেন শেষটা ভালোভাবে পার করলেও ট্রাম্পের নাম সবাই শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করত। কারণ, তার ডানপন্থি নীতির কারণে আমেরিকায় তার জনপ্রিয়তা একেবারে কম ছিল না। তা ছাড়া, চার বছরে আন্তর্জাতিকভাবে তিনি তেমন কোনো যুদ্ধের দামামা বাজাননি। যেমনটা ওবামার আমলে হয়েছে। ইরাক, সিরিয়া, আফগানিস্তান থেকে সেনা প্রত্যাহার করায় যুদ্ধের আশঙ্কা হ্রাস পেয়েছিল। আমেরিকার ঘোর শত্রু ইরানকে ঘায়েল করতেই ব্যস্ত থেকেছেন বেশি। শুরুর দিকে আরব বিশ্বকে 'ডিভাইড অ্যান্ড রুল' নীতিতে অন্তরকোন্দলের দিকে ঠেলে দিলেও শেষের দিকে বিরোধ মীমাংসা করে ঐক্য সৃষ্টি করতে পেরেছেন। যা ট্রাম্পের পররাষ্ট্রনীতির সবচেয়ে বড় অর্জনও বলা হয়ে থাকে; কিন্তু বহির্বিশ্বে ঐক্য তৈরি কিংবা সম্পর্ক স্বাভাবিক করলেও নিজেদের দেশে সৃষ্টি করেছেন চরম অস্থিরতা। বিরোধী পক্ষের সঙ্গে কেমন আচরণ করছেন তা সবার কাছেই স্পষ্ট। যে পরিস্থিতির জন্য বিশ্বের সমকালীন প্রেসিডেন্ট এবং প্রধানমন্ত্রীরাও গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। সবাই শঙ্কায় আছেন ২০ জানুয়ারির শপথ গ্রহণ ও ক্ষমতা হস্তান্তর নিয়ে অর্থাৎ শান্তিপূর্ণ উপায়ে ক্ষমতা হস্তান্তর হবে কি না। এখন প্রশ্ন হলো, গণতন্ত্র কি পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে চলেছে? দিনদিন পৃথিবী থেকে গণতন্ত্র চর্চা লোপ পাচ্ছে এবং সেই স্থানে জায়গা করে নিচ্ছে উগ্রবাদ। উদার গণতন্ত্র (লিবারেল ডেমোক্রেসি) পৃথিবী থেকে হারিয়ে যাচ্ছে, তার স্থান দখল করেছে রুদ্ধদার স্বৈরতন্ত্র (ক্লোজড অটোক্রেসি)। হাতে গোনা কয়েকটি দেশে উদার-গণতন্ত্রের সন্ধান মেলে। বেশির ভাগ দেশের নেতারা গণতন্ত্রের কথা বললেও ক্ষমতা পাকাপোক্ত করতে কর্তৃত্ববাদ চর্চা করেছেন। যেটাকে 'হাইব্রিড রেজিম' বা দোআঁশলা শাষণব্যবস্থা বলা যায়। বিশ্ব জুড়ে যখন গণতন্ত্রের সংকট চরম আকার ধারণ করছে ঠিক তখনই গণতন্ত্রের মূর্ত প্রতীক হিসেবে বিবেচিত দেশটিতে ঘটল নাশকতামূলক হামলা। যেটা গণতন্ত্রের দুর্দিনের ভয়ংকর চিত্র প্রকাশ করেছে। গণতন্ত্রকে বাঁচাতে বিশ্ব জুড়ে সম্মিলিতভাবে গণতন্ত্রের চর্চা বৃদ্ধি করার বিকল্প নাই। যার নেতৃত্ব আমেরিকাকেই দিতে হবে। বিশ্ববাসীর হতাশা দূর করে গণতন্ত্রের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করবেন জো বাইডেন–এমনটাই প্রত্যাশা সবার।

লেখক: শিক্ষার্থী, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

LAW OFFICE OF ALBERT GHUNNEY
ATTORNEY AT LAW
ACCIDENT / IMMIGRATION / DIVORCE
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, সিটিজেনশীপ, এসাইলাম ও ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ।
ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, কাস্টডি, এলিমনি। ইনকর্পোরেশন এন্ড বিজনেস ট্যাক্স
বাংলাদেশ থেকে B1/B2/F1/M1/J1 ভিসা প্রসেস
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুনঃ
ইমিগ্রেশন সার্ভিসে ১২ বছরের অভিজ্ঞ নিউইয়র্ক স্টেট লাইসেন্সড ল'ইয়ার
MURAD HOSSAIN MSS, LLB (DU), LLM USA, DTL UK
347-891-8958, h_m_murad@yahoo.com
37-22 73rd Street, (1F), Jackson Heights, NY 11372





ইমিগ্রেশন / এসাইলাম সেন্টার: গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব



কম্যুনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এ আসুন!

আমেরিকায় বাইলেগ্যাল ভাবনা এসে নিয়ে গড়ে জীবনের প্রথাই : ইমিগ্রেশন/লিগাল ইস্যুতে ছোট একটি ভুলের জন্য অনেক বড় খেসারত আসবারই নিয়ে থাকে। এই ভুলটি না করার জন্য আমরা হতে এসেই সিনিয়র এবং অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আইনজীবী দিয়ে আমাদের সেবা গ্রহণ করুন

- নাগরিকত্ব, গ্রীনকার্ড, এসাইলাম, আপীল, ইমপ্রিজনমেন্ট, ডিপোর্টেশন প্রসিডিংস, কোর্ট রিপ্রেজেন্টেশন, আন্তর্জাতিক পাসপোর্ট, (ভারতীয়দের জন্য ওসিআই সিস্টেম ব্যবহার করে দ্রুত সময়ে) ● ডিভোর্স (ডিভোর্সসহ) ● সিভিল লিটিগেশন: বিভাগে, বিক্রেতা, চুক্তির লংঘন) কমার্শিয়াল, লেন্ড অন-প্রোপার্টি, (নিজ বাড়ী রক্ষা করুন), পার্টনারশীপ, বিজনেস এটর্নেলী, লাইসেন্স(টেক্সাস), ● এটর্নেলী (জেনারেল পাওয়ারসহ ইমমুভেবল) ট্রাস্ট এন্ড ওল ইস্টেটস ● ট্যাক্স ফর্মস (ব্যক্তিগত এবং বিজনেস) ● ফ্যামিলি ল' মেটারনিটি এবং পেটারনিটি সেটেলমেন্ট, ● ফুল ডিসিপ্লি ও অন্যান্য ● বাড়ীর মর্টগেজসহ রিফুড, রিফাইন্স মর্টগেজসহ, প্রপার্টি ভেলুয়েশন (এক ফ্যামিলি থেকে বহু ফ্যামিলি), রিফুড কমার্শিয়াল-সিটি/টেক্সাস এসেসমেন্ট।

ইনফো: ইমিগ্রেশন আইন সব বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ নিয়ে আসলে ক্লায়েন্টদের প্রশ্নে যত সাহায্য ইমিগ্রেশনের জন্য ওয়াশিংটনে রয়েছে : এ সমস্ত ইমিগ্রান্টরা যেন নিয়মে যেন প্রকার ভুল এড়াতে পারে না। সুতরাং, প্রাথমিক টাইমের সহায় পরিচয় ওটা সেবাই/ যদিও সাধীন সেবাদানে যাওয়ার আগে এবং এটর্নি নিয়োগের পূর্বে ইমিগ্রান্টদের সচেতন হওয়া খুবই জরুরী।

All Service Provided by Attorneys Admitted in State & Federal Court, CPA, P.E, Architect and Licensed Professionals.

72-32 Broadway, Suite # 302, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 917-722-1408 / 1405, Fax: 718-276-0294, Email: legalnetwork.us@gmail.com

ট্রাম্পের 'টাল্টুবাজি' এবং টুইটার

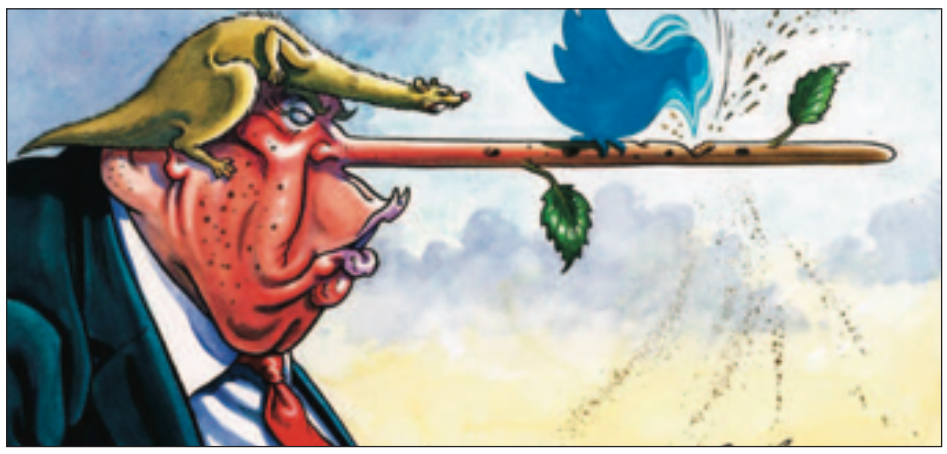


শেখ রোকন

কথাসাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদের বিখ্যাত সিরিজ চরিত্র হিমু; তাকে 'মাজেদা খালা' প্রায়শই সতর্ক করে দেন 'টাল্টুবাজি' না করতে। বাংলা একাডেমির অভিধানে সরাসরি এই শব্দ তালিকাভুক্ত নয়। যদিও টাল্টু শব্দটি অভিধানে রয়েছে। এর অনেক অর্থের কয়েকটি হচ্ছে- একদিকে ঝোঁক, মিথ্যা আশ্বাস, ছলনা, প্রতারণা ইত্যাদি। হতে পারে সেখান থেকেই কথ্য বাংলায় 'টাল্টুবাজি' এসেছে। শব্দের উৎস যাই হোক; টাল্টুবাজির অর্থ বাংলাভাষী পাঠকের বুঝতে বিশেষ অসুবিধা হয় না। আর অ-বাংলাভাষী পাঠককে বোঝাতে হলে? অভিধান ঘাঁটাঘাঁটির বদলে জীবন্ত উদাহরণ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে দেখিয়ে দেওয়া যেতে পারে। রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ী থেকে রিয়েলিটি শো উপস্থাপক ডোনাল্ড ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হিসেবে গত চার বছরে যা করেছেন, তা কথ্য বাংলায় 'টাল্টুবাজি'। নৈতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, কূটনৈতিক দিক থেকে এমন কোনো অনাচার বাকি রাখেননি। আর তার মিথ্যা, গুজব প্রভৃতি রটনায় প্রধানতম অস্ত্র ছিল সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম। প্রেসিডেন্ট পদে রিপাবলিকান দলের মনোনয়ন পাওয়ার পর থেকেই তিনি মূলধারার সংবাদমাধ্যমের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন, হোয়াইট হাউসে প্রবেশের পর তা নামিয়ে এনেছিলেন 'বিলো দ্য বেল্ট' স্তরে।

গত চার বছরে প্রেসিডেন্ট হিসেবে ডোনাল্ড ট্রাম্প বলতে গেলে সবই করেছেন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, বিশেষত টুইটার ব্যবহার করে। মনে আছে, শুরুর দিকে একজন আমেরিকান ভাষ্যকার কৌতুকভরে লিখেছিলেন, প্রেসিডেন্ট সম্ভবত খাদ্যাচার ও শয্যাচার ছাড়া বাকি সবই টুইটারে সারেন। রাষ্ট্রীয় সংলাপ থেকে ব্যক্তিগত আলাপচারিতা, নীতিগত ঘোষণা থেকে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের প্রতি বিষোদ্গার, সামরিক হামলার হুমকি থেকে সংবাদমাধ্যমকে নসিহত- সবই তিনি টুইটারে করতেন। এমনকি কখনও কখনও রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ সভাতেও তাকে দেখা যেত সেলফোনে মগ্ন। গত বছর জুন মাসে ব্রিটিশ সংবাদপত্র দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্ট দেখিয়েছে, হোয়াইট হাউসে একজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী নেতা যখন করোনাভাইরাস পরিস্থিতি উত্তরণে বক্তব্য দিচ্ছিলেন, তখন ট্রাম্পের মনোযোগ ফোনের স্ট্রিনে। চশমায় প্রতিফলিত আলোয় বোঝা যাচ্ছিল তিনি টুইটার দেখছেন। দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্ট তখনকার সময় বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছে, তিনি তখন চীনকে হুমকি দিয়ে বহুল আলোচিত টুইটটি পোস্ট করছিলেন।

রিয়েলিটি শো উপস্থাপন করার সময় ডোনাল্ড ট্রাম্পের একটি প্রিয় শব্দ ছিল 'ইউ আর ফায়ারড'। একই স্টাইলে তিনি প্রশাসনের শীর্ষ কর্মকর্তাদেরও বরখাস্ত করতেন। ট্রাম্প প্রশাসনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি তাদের ফায়ার্ড হওয়ার খবর প্রথম পেয়েছেন টুইটারে প্রেসিডেন্টের পোস্ট দেখে।



যুক্তরাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থায় পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে প্রশাসনের দ্বিতীয় শীর্ষ ব্যক্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ট্রাম্প প্রশাসনের প্রথম পররাষ্ট্রমন্ত্রী রেক্স টিলারসন ২০১৮ সালের মার্চে তার পদচ্যুতির খবর প্রথম দেখেছেন প্রেসিডেন্টের টুইটার পোস্টে। ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রথম চিফ অব স্টাফ রেইনস প্রিবাসের পদচ্যুতি ছিল আরও নিদারুণ। শীর্ষস্থানীয় অন্যান্য কর্মকর্তার মতো তার খবরও নিঃসন্দেহে টুইটার পোস্ট বেয়ে এসেছিল। কিন্তু তার বেলায় আরেক কাঠি সরেস ঘটনা হচ্ছে, ট্রাম্প ওই টুইট করেছিলেন এয়ারফোর্স ওয়ান বিমানে বসে! নিউইয়র্কে একটি বক্তৃতা দিয়ে ওয়াশিংটন ডিসিতে ফিরতে ফিরতে।

ব্রিটিশ সংবাদপত্র দ্য গার্ডিয়ান শনিবার লিখেছে, ট্রাম্পের 'টুইট-অভ্যাস' সাংবাদিকদের জন্যও তৈরি করেছিল নজিরবিহীন চ্যালেঞ্জ। খবর সংগ্রহের ব্যাপারে নয়; বরং প্রেসিডেন্টের টুইটগুলোতে উপস্থাপিত তথ্যের সত্যতা যাচাই করতে করতে তাদের ঘাম ছুটে যেত। পত্রিকাটির মতে, ট্রাম্পের টুইটে অসত্য, অর্ধসত্য তথ্যের প্রায় প্রতিদিনের প্রবাহই ছিল সাংবাদিকতার জন্য সবচেয়ে বিপজ্জনক দিক। কারণ মূলধারার সংবাদপত্র যদিও সেসব তথ্য যাচাই না করে পরিবেশন করত না, যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপে এমন অনেক খ্যাত-অখ্যাত ডানপন্থি সংবাদমাধ্যম রয়েছে, যেগুলো ওইসব তথ্য শিরোধার্য মেনে পরিবেশন করে যেত। আর ছিল ট্রাম্পের ৮ কোটি ৭০ লাখ টুইটার ফলোয়ার্স। তাদের বেশিরভাগের কাছে ট্রাম্পের কথাই বেদবাক্য। বলা বাহুল্য, তাদেরই অতিউৎসাহী একটি অংশ বুধবার যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস ভবন ক্যাপিটল হিলে নজিরবিহীন হামলা চালিয়েছিল।

যা হোক, ট্রাম্পের টুইটার খেল এখন খতম। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পর পরই তিনি যখন ভোটে জালিয়াতি ও অনিয়মের কাল্পনিক অভিযোগ তুলে টুইট করছিলেন, তখনই এই সামাজিক মাধ্যমের যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক কর্তৃপক্ষ তাকে সাবধান করে দিয়েছিল। নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে ডেমোক্র্যাট প্রার্থী জো বাইডেনের বিজয় যখন নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল, তার বিরুদ্ধে একের পর এক ভিত্তিহীন তথ্য ও বক্তব্য সংবলিত টুইট করছিলেন ট্রাম্প। প্রথমবারের মতো টুইটার কর্তৃপক্ষও সেসব টুইটে 'লেবেল' মারা শুরু করেছিল। অর্থাৎ, এই তথ্য যাচাইসাপেক্ষ। মনে আছে, বাংলাদেশ সময় ৬ নভেম্বর দুপুরের পর আমি হিসাব করে দেখেছিলাম- তার আগের ২৪ ঘণ্টায় ডোনাল্ড ট্রাম্প ১৬টি টুইট করেছিলেন। এর মধ্যে সাতটিই ছিল লেবেল মারা। তখনই টুইটার বলে দিয়েছিল, প্রেসিডেন্সি চলে গেলে এই সুবিধা আর মিলবে না। উল্টাপাল্টা লিখলে অ্যাকাউন্টই বাতিল।

শুক্রবার সেটাই ঘটেছে ট্রাম্পের কপালে। ৬ জানুয়ারী বুধবারের হামলার পর তার টুইটার হ্যান্ডেল ১২ ঘণ্টার জন্য সাসপেন্ড হয়েছিল। পরে যখন খুলে দেওয়া হয়েছে, তিনি হামলাকারীদের সংযত হওয়ার ভিডিও বার্তাটি পোস্ট করতে পেরেছিলেন। যদিও সেখানেও তিনি ভোট জালিয়াতির কথা বলেছেন, শান্তিপূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তরে প্রস্তুতির প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন। বৃহত্তর স্থিতাবস্থার স্বার্থে তা টুইটার কর্তৃপক্ষ মেনে নিয়েছিল। কিন্তু পরের টুইটেই তিনি যখন ভাঙা রেকর্ডে পুরানা গান বাজিয়ে নতুন প্রেসিডেন্টের শপথ অনুষ্ঠান বর্জনের ঘোষণা দেন, এর পরপরই তার টুইটার অ্যাকাউন্ট অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত হয়ে যায়।

অনেকে বলছেন, ডোনাল্ড ট্রাম্প এখন চেষ্টা করছেন যাতে মেয়াদের শেষ দিন পর্যন্ত হোয়াইট হাউসে থাকতে পারেন। কারণ ডেমোক্র্যাট সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রতিনিধি পরিষদে ইতোমধ্যে তার অভিশংসন প্রক্রিয়া সূচিত হয়েছে। সিনেটে রিপাবলিকানরা যদিও জর্জিয়ায় নবনির্বাচিত দুই সিনেটরের শপথ গ্রহণ পর্যন্ত সংখ্যাগুরু, রিপাবলিকান সিনেটরদেরও একটি অংশ তার বিরুদ্ধে মুখ খুলতে শুরু করেছে। কিন্তু আমার কাছে মনে হয়, ট্রাম্পের টুইট করতে না পারার 'শাস্তি' এর চেয়ে বড়। একটি হিসাবে দেখা গেছে, গত জুলাই থেকে শেষ টুইটার পর্যন্ত তিনি প্রতিদিন গড়ে ৩৪ দশমিক ৮ বার টুইট করেছেন। গত বছর ৫ জুন তার টুইটের সংখ্যা ছিল ২০০। এমন একজন ব্যক্তি নিজের অ্যাকাউন্টে ঢুকতে পারছেন না, ভাবা যায়!

চার বছর আগে ২০ জানুয়ারীতে প্রেসিডেন্ট হিসেবে প্রথম টুইটে ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছিলেন আন্দোলন চলবে। কার বিরুদ্ধে? বিরোধী ডেমোক্র্যাট দল তো বটেই, মূলধারার সংবাদমাধ্যম, বিচার বিভাগ, তদন্ত সংস্থা, নিজ প্রশাসনের কর্মকর্তা, এমনকি রিপাবলিকান নেতারাও বাদ যাননি। বুধবার তার ভাইস প্রেসিডেন্ট মাইক পেন্সকেও একহাত নিয়েছেন টুইটারে। এক্ষেত্রে প্রধান হাতিয়ার টুইটারই যখন হাতছাড়া, দেখা যাচ্ছে ট্রাম্পের হাতে কেবল পেন্সিল ছাড়া কিছু নেই। ট্রাম্প ও তার সমর্থকরা যদিও নিজেদের জন্য আলাদা সামাজিক মাধ্যম খোলার ঘোষণা দিচ্ছেন, এ জন্য প্রয়োজনীয় আধমণ ঘি জোগাড় ও রাধিকার নৃত্য দর্শন সহজ নয়।

সামাজিক মাধ্যমের সম্ভাবনা গগনচুম্বি, হতে পারে। কিন্তু এর প্রাণভোমরাও কতটা নাজুক, ট্রাম্পের অভিজ্ঞতা দিয়ে হাতেকলমে প্রমাণ হলো। জাতীয় বা বহুজাতিক কর্তৃপক্ষ চাইলে এক মুহূর্তে এই রঙিন বেলুন ফুটো করে দিতে পারে। এ থেকে বাংলাদেশের রাজনীতিকরাও শিক্ষা নিতে পারেন বৈকি। আমেরিকায় টুইটার যেমন সবচেয়ে জনপ্রিয়, বাংলাদেশে তেমনই ফেসবুক। এই সুযোগে অনেক রাজনীতিক মাঠ ও সংগঠনের বদলে ফেসবুকনির্ভর 'রাজনীতি' চালিয়ে যাচ্ছেন। যেমন ক্ষমতাসীন, তেমনই বিরোধী দলের মধ্যেও একই প্রবণতা স্পষ্ট। ফেসবুকে লাইক, কমেন্ট, ফলোয়ার দিয়ে নির্ধারিত হচ্ছে 'জনপ্রিয়তা'। এগুলোও এক ধরনের 'টাল্টুবাজি'। খোদা না খাস্তা, কোনো এক সুপ্রভাতে ফেসবুকই যদি না থাকে, তাহলে? ওপার বাংলায় জনপ্রিয় ব্যান্ডসংগীত থেকে ধার করে বলা যায়- 'পাগলা খাবি কি, ঝাঁজেই মরে যাবি!'

লেখক: লেখক ও গবেষক

সাপ্তাহিক ২৫ বছরে বাংলা পত্রিকা The Weekly Bangla Patrika

ট্রাম্পের অভিশংসন ও আমেরিকান গণতন্ত্র

মুঈদ রহমান

গণতন্ত্র হচ্ছে রাষ্ট্রপরিচালনার ব্যবস্থাগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি রাজনৈতিক দর্শন। এর বয়স প্রায় আড়াই হাজার বছর। খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকে এথেন্স ছিল গ্রিসের একটি নগররাষ্ট্র। এটি এথেন্স ও তার চারপাশের দু-চারটি গ্রামের সমন্বয়ে গঠিত। সেখানকার শাসনব্যবস্থায় বিভিন্ন উপজাতীয় নেতাদের প্রাধান্য ছিল। তা বাতিল করে করা হয় সব জনতার মতামত। সেই থেকে ডেমোক্রেসি।

গ্রিক শব্দ 'দেমাস' মানে জনগণের এবং 'ক্রেতাস' মানে শক্তি অর্থাৎ জনগণের শক্তি। তারও প্রায় ২ হাজার ৪শ বছর পর ১৮৬৩ সালে আমেরিকায় আব্রাহাম লিংকন তার ঐতিহাসিক গেটিসবার্গ ভাষণে অত্যন্ত পরিষ্কার ভাষায় গণতন্ত্রের সংজ্ঞা দিয়েছিলেন এভাবে-'Government of the people, by the people, for the people'. অর্থাৎ জনগণের সরকার, জনগণ দ্বারা, জনগণের জন্য। সেই থেকে গণতন্ত্রের সংজ্ঞা নিয়ে খুব একটা টানাটানি হয়নি। হ্যাঁ, তবে এর ব্যাপ্তি বেড়েছে। বর্তমান সময়ে কোনো প্রতিষ্ঠানে, এমনকি দল কিংবা পরিবারেও গণতন্ত্রের আদলটি চর্চা করা হয়। সাধারণ অর্থে আমরা যা বুঝি তা হলো রাষ্ট্র কিংবা সরকার পরিচালনার দায়িত্বে কে থাকবেন বা কোন দল থাকবে, তা নির্ধারণ করার একক ক্ষমতা সাধারণ মানুষের। সেই মতের প্রতিফলন ঘটাতেই নির্বাচনি ব্যবস্থা। আজকের বিশ্বে যেখানে গণতন্ত্রের চর্চা হয়, সেখানে জনগণ নির্বাচনের মাধ্যমেই তাদের নেতৃত্ব নির্ধারণ করেন। আর জন্ম হওয়ার পর থেকে দেখে এসেছি, খোদ আমেরিকা এর চুলচেরা বিশ্লেষণে আগ্রহ দেখায়। সেই বিশ্লেষকের মাথায়ই আজ পোকা ধরেছে। গেল সপ্তাহে যুক্তরাষ্ট্রে গণতন্ত্র নিয়ে যা ঘটে গেল তা খোদ যুক্তরাষ্ট্রের শত বছরের ইতিহাসকে কলঙ্কিত করে দিয়েছে।

আজ থেকে ২৩১ বছর আগে ১৭৮৯ সালে যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন জর্জ ওয়াশিংটন। তিনি মোট ভোটারের মাত্র ৬ শতাংশ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন। আর গত নভেম্বরে ডেমোক্র্যাট প্রার্থী জো বাইডেন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন ৫১ দশমিক ৩ শতাংশ ভোট পেয়ে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে এত বেশিসংখ্যক ভোটের উদাহরণ অতীতে নেই। কিন্তু



পরাজিত রিপাবলিকান ডোনাল্ড ট্রাম্প নির্বাচনের আগে থেকেই অনেক অগণতান্ত্রিক আচরণ ও মন্তব্য করে আসছিলেন। আর নির্বাচনের পর যা বললেন, তা অতীতের সব গণতান্ত্রিক রীতিকে ম্লান করে দিল। তিনি সরাসরিই বললেন, তিনি নির্বাচনে জিতেছিলেন ঠিকই; কিন্তু ডেমোক্র্যাটরা সে বিজয় চুরি করে নিয়েছে। এর পক্ষে কোনো যুক্তি নেই, ব্যাখ্যা নেই-বলতে হবে, তাই যেন বলা। ট্রাম্প হয়তো ভুলেই গিয়েছিলেন, তিনি এখনো যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট; তার প্রতিটি কথার প্রতিটি শব্দের প্রতি সারা বিশ্বের নজর থাকে। তিনি জো বাইডেনের শপথ অনুষ্ঠানে যোগদান না করার সিদ্ধান্ত জানিয়ে আরেকটি নিন্দিত অধ্যায়ের সূচনা করলেন। নির্বাচন নিয়ে তার অভিযোগের অন্ত ছিল না। নির্বাচনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাই অভিযোগগুলো আমলে নিয়ে খতিয়ে দেখেছেন; কিন্তু কোনো সত্যতা খুঁজে পাননি। তারপরও তিনি সাধারণ মানুষের রায়কে মেনে নিতে পারেননি। এ অপ্রিয় ও অপ্রত্যাশিত ঘটনাগুলো এখানেই শেষ হলেও এক ধরনের স্বস্তি পাওয়া যেত। কিন্তু পর্যায়ক্রমে অঘটনগুলো ইতিহাসের কলঙ্কিত অধ্যায়ের দিকে পা বাড়াল।

৭ জানুয়ারী যুক্তরাষ্ট্রের ক্যাপিটল হিলে ঘটে গেল বুর্জোয়াদের দ্বারা নজিরবিহীন তান্ডব। সেদিন কংগ্রেস জো বাইডেনকে প্রেসিডেন্ট হিসেবে চূড়ান্ত অনুমোদন দেওয়ার জন্য বসেছিল। এরই মধ্যে ট্রাম্প সমর্থক উগ্র রিপাবলিকানরা হামলা চালায় ক্যাপিটল হিলে। সে হামলা কেবল বাইরে থেকেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং শত শত বিক্ষোভকারী বিনা বাধায় ঢুকে পড়ে কংগ্রেস হাউজে। তারা ভবনটি শুধু ভাংচুর করেই ক্ষান্ত হয়নি, বরং একজন বিক্ষোভকারী স্পিকারকে হটিয়ে তার চেয়ারে বসে সেলফিও তুলেছে। মোদ্দা কথা, ট্রাম্প সমর্থক দ্বারা পুরো ক্যাপিটল হিল অরক্ষিত ও অসহায় হয়ে পড়ে। ওই ঘটনায় পাঁচজন নিহত হন এবং ৫২ জন গ্রেফতার হন। সারা বিশ্ব এতে হতবাক হয়ে পড়ে। এর তীব্রতা আরও বেড়ে যায়, যখন ডোনাল্ড ট্রাম্প হামলাকারীদের 'মহান দেশপ্রেমিক' বলে আখ্যা দেন। শেষ পর্যন্ত পুলিশ প্রশাসন ওই এলাকায় ১৫ দিনের জরুরি অবস্থা জারি করতে বাধ্য হয়। আমরা জানি, ক্ষমতার নেশা একটি রাষ্ট্রের ভাবমূর্তিকে ধুলায় মিশিয়ে দিতে পারে, তবে উদাহরণ হিসেবে ট্রাম্পের নাম উল্লেখ করতেই হবে। ট্রাম্পের উসকানির মাত্রা এতটাই তীব্রতর হয়, আমেরিকান জনগণের শান্তিশৃঙ্খলার স্বার্থে টুইটার ও ফেসবুক কর্তৃপক্ষ তার নিজস্ব অ্যাকাউন্ট বাতিল করতে বাধ্য হয়। এমন উগ্রতা অন্য কোনো দেশের প্রেসিডেন্টের কথায় কিংবা আচরণে পাওয়া যাবে বলে অনেকেই বিশ্বাস করেন না।

ক্যাপিটল হিলের এ তান্ডবকে কেউ কেউ একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলে হালকা করে দেখছেন। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ মনে করেন, এটি কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, বরং দীর্ঘ চার বছর ধরে ট্রাম্পের যে 'হোয়াইট সুপ্রিম্যাসি'র প্রচারণা ও চর্চা, এটি তারই চূড়ান্ত পরিণতি। ডোনাল্ড ট্রাম্প বরাবরই আমেরিকান নাগরিকদের বর্ণের ভিত্তিতে বিভাজিত করার চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন। কৃষ্ণাঙ্গ হত্যাকান্ডের পর যখন সারা আমেরিকা 'ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার' ব্যানারে বিক্ষোভে ফেটে পড়েছিল, তখনও ট্রাম্প অনেকটাই ম্রিয়মাণ ছিলেন। তার অনুসারীরাও অব্যক্ত বাসনাকে লালন করতে অভ্যস্ত হয়ে উঠছিলেন। দীর্ঘ চার বছরের সেই অগণতান্ত্রিক, বর্ণবাদী রাজনীতির ফলই হলো ক্যাপিটল হিলে আক্রমণ। এখানে মনে রাখতে হবে, ট্রাম্প সেদিন টুইটারে আপত্তিকর ও উসকানিমূলক বার্তা দিয়েছিলেন বটে; কিন্তু বিক্ষোভকারীদের মনে উগ্রতার বীজ নির্বাচনে হেরে যাওয়ার পর থেকেই বপন করা ছিল। ৭ জানুয়ারী তার সফল প্রতিফলন ঘটেছে মাত্র। এ ন্যক্কারজনক ঘটনাকে ট্রাম্পের অনেক ঘনিষ্ঠ সহযোগীও মেনে নিতে পারেননি। ক্যাপিটল হিলে হামলার ঘটনার পর এ পর্যন্ত তিনজন মন্ত্রী পদত্যাগ (বাকি অংশ ৮ পাতায়)

শেষ স্যালুট নিয়ে চলে গেছেন নিজাম উদ্দিন লস্কর ময়না!



ইব্রাহীম চৌধুরী খোকন

আমার শাশুড়ির ইচ্ছে ছিলো, তাঁর মৃত্যুর পর নিজাম উদ্দিন লস্কর ময়না যেন পবিত্র কোরান থেকে পাঠ করেন। বলেছিলেনও। বোনকে কথাও দিয়েছিলেন। না, আমার শাশুড়ির এ শখ পূরণ হয়নি। নিজাম উদ্দিন লস্কর ময়না এ কাজ করতে পারেননি। তাঁর এক প্রিয় বোনের শখ পুরন না করেই নিজাম উদ্দিন লস্কর চলে গেছেন। ১৭ জানুয়ারী নিউজার্সীর শীত সকালে শাশুড়ির কণ্ঠে পবিত্র ধর্মগ্রন্থের পাঠের সাথে বিলাপের উচ্চারণে এ চলে যাওয়ার কথা জানলাম।

নিজাম উদ্দিন লস্করের কথা প্রথম জানতে পারি মুক্তিযুদ্ধের সমর নায়ক জেনারেল ওসমানীর গল্প থেকে। নাটকের মঞ্চ থেকে সরাসরি দেশের জন্য যুদ্ধে যাওয়া এক কিশোরের গল্প। সম্মুখ সমরে আহত হওয়ার হওয়ার গল্প। সমরনায়ক তাঁর কাছে নিয়ে এসেছিলেন নিজাম উদ্দিন লস্করকে ব্যক্তিগত সহকারী হিসেবে। এক চৌকস নিজাম উদ্দিন লস্কর মুক্তিযুদ্ধের পর বেশ কিছুদিন শহরে ছিলেন না।

চা বাগানে চাকুরী করেছেন। এক সময় জার্মানিতে চলে গেছেন। প্রবাস থেকে ফিরে আসার পরই তাঁর সাথে দেখা। উজ্জ্বল কৃষ্ণ বর্ণ নিয়ে একজন মানুষ কী পরিমাণ সুদর্শন হতে পারেন, প্রথম দর্শনের সেই অবাক করা সময়ের কথা মনে পড়ে।

আমরা তখন নাটক করবো। আশির দশক। নাটকের সংগঠন করার জন্য সভা। নিজাম উদ্দিন লস্কর চেতনা বা এরকম কোন এক নাম দিয়ে সভা ডাকলেন। সিলেট শহরে তখনকার বনেদী ব্যবসায়ী আহমেদ সাহেবের কাছ থেকে নিজাম উদ্দিন লস্কর ২০০ টাকার চাঁদা নিলেন। আহমেদ সাহেবকে সভাপতি করা হলো। নিজাম উদ্দিন লস্কর ময়নার সাথে আমার একটা সাংগঠনিক যোগাযোগ তখন থকেই শক্ত হয়ে গেলো।

পরের সময়টা বড় অস্থির। একজন নিজাম উদ্দিন লস্কর ময়নাকে যতো দেখি, ততই ভিন্ন বিষয় আবিষ্কার করি। এমন কোন বিষয় নেই, তাঁর জানা নেই। বিশ্ব সাহিত্যের এমন কোন পাঠ নেই, নিজাম উদ্দিন লস্করের আয়ত্তে নেই। এসব কারণে তাঁর সাহচার্যে আসার পর আমাদের আর কিছু করার বা বলার ছিলো না। বলতেন একজনই, আমরা শুনতাম। রবীন্দ্রনাথ থেকে শেকস্পীয়ার। ব্রেখট থেকে পাবলো নেরুদা নিয়ে গভীর আলাপ।



নব্বই দশকের শুরুতে আমরা যখন কম্পিউটারের কথা শুনছি। হাতে লেখার বদলে কম্পিউটার কম্পোজের কথা শুনছি, তখন নিজাম উদ্দিন লস্কর ময়নাকে দেখি দ্রুত হাতে কম্পিউটার চালাচ্ছেন। লেখা কম্পোজ করছেন। তাঁর উদ্যোগেই সম্ভবতঃ সিলেট স্টেশন ক্লাবে প্রথম কম্পিউটার নিয়ে আসা হয়। সব কাজের কাজী ছিলেন নিজাম উদ্দিন লস্কর ময়না।

তখন প্রথম ভিসিআর নামে বিষয়টা আমাদের নাগরিক জীবনে এসেছে। তাঁর বাসায় রাতের পর রাত জেগে আমরা ভিসির দেখতাম। এ এক উৎসব। নাটক পাড়ার লোকজনকে নিয়ে ছিলো এমন রাতভরের আড্ডা। প্রায় একই সময়ে সিলেটে রুহুল আজাদ চৌধুরী একজন নাট্যজন হিসেবে সক্রিয় হয়ে উঠেন। মুক্তিযুদ্ধের পরবর্তি সময়ে যুদ্ধ শিশু নিয়ে লেখা তাঁর নাটক 'পায়ে পায়ে পদ' বাংলা একডেমীর পুরষ্কার পেয়েছিলো।

রুহুল আজাদ চৌধুরী নাটক লেখেন 'স্বপ্ন লোকের চাবি'। এ নাটকের মুল চরিত্রে অনবধ্য অভিনয় করেন আব্দুল হালিম, নিজাম উদ্দিন লস্কর ময়না। আমাদের নানা দুরন্তপনা আর বোহেমিয়ান সময়ের নায়ক হয়ে উঠেন নিজাম উদ্দিন লস্কর ময়না।

নাট্যজন শিবু ভট্টাচার্য, রুহুল আজাদ চৌধুরী, নিজাম উদ্দিন লস্কর, রেজাউল করিম, মোস্তফা কামাল, শফিক আহমেদ জুয়েল, অরিন্দম দত্ত চন্দন, এনামুল মুনির সহ অন্যদের নিয়ে আমদের বোহেমিয়ান বিচরণ। সামাজিক নানা ক্লাব, সংগঠনে জড়িয়ে যাওয়া মানুষ আমি। যেখানেই যাই, পেয়ে যাই একজন নিজাম উদ্দিন লস্কর ময়নাকে।

নিজাম উদ্দিন লস্কর আবৃত্তি করেন, নাটক করেন, ব্যবসা বাণিজ্য করেন। এক অস্থির মানুষের মূর্তিমান প্রতিচ্ছবি হয়ে উঠেন আমাদের কাছে।

যতই তাঁর সান্নিধ্যে গেছি, নতুন করে আবিষ্কার করেছি প্রতিভার স্ফুরণ। তিন প্রজন্মের লোকজনকে নাড়া দিয়ে গেছেন সময়ের সাহাসী নায়ক নিজাম উদ্দিন লস্কর ময়না।

বাংলা সাহিত্যের অন্যতম কৃতিপূরুষ সৈয়দ মঞ্জুরুল ইসলাম নিউইয়র্কে আসেন। এসে তাঁর পাড়াতো বন্ধু নিজাম উদ্দিন লস্কর ময়নার গল্প বলেন। অগ্রজ থেকে সতীর্থ হওয়া ময়না ভাই এমনি করে আমাদের মধ্যে ধরা দেন।

বৈবাহিক সূত্রে নিজাম উদ্দিন লস্কর ময়না আমার মামা শ্বশুর হয়ে গেলেন। দিন-রাতের নানা সম্পর্ককে পাশে রেখে পা ছুঁয়ে সালাম করার ঐতিহ্য আমাদের। দেশ ছাড়ার পর যতবার দেশে গেছি, ময়না ভাই (ময়না মামা) কাছে বসিয়েছেন। জামাই আদর করে খাইয়েছেন। পা ছুঁয়ে বিদায় নিয়েছি। জড়িয়ে ধরা উষ্ণতায় ভালোবাসার উত্তাপ ছড়িয়েছেন।

কাছে বসে মুক্তিযুদ্ধের গল্প করেছেন। গল্প করতে করতে রণাঙ্গনে সহযোদ্ধাদের কথা বলছেন নিজাম উদ্দিন লস্কর ময়না। অশ্রুধারা বেয়ে পড়ছে। রোমাঞ্চের এমন গল্প শোনার জন্য কতো প্রহর গড়িয়েছে। সবই আজ স্মৃতি হয়ে গেছে।

আর এ মানুষটি কাছে বসিয়ে বিশ্ব সাহিত্যের কোন বইটি অনুবাদ করবেন, কেন করবেন- এ নিয়ে আর গল্প করবেন না। চার দশকের অগুনতি স্মৃতির মধ্যে বেঁচে থাকবেন ভালোবাসার রঙে নিজেকে উজাড় করে দিয়ে যাওয়া এক তেজস্বী মানুষ নিজাম উদ্দিন লস্কর ময়না। এমন লোকের জন্ম প্রত্যেক সমাজে বারবার হয় না। তাঁর মৃত্যুতে কাঁদবে তিন প্রজন্মের মানুষ।

কাঁদছেন , আমার শাশুড়ি। তাঁর অন্তিম যাত্রায় পবিত্র গ্রন্থ থেকে পাঠ করে এক অতৃপ্ত আত্মার শান্তি কামনা করছেন।

দূর দেশ থেকে আমাদের সময়ের দেশের এক প্রতিভাবান খাঁটি সন্তানের জন্য সবটুকু ভালোবাসা জানিয়ে শুধু বলতে চাই, মানুষের হৃদয়ে বেঁচে থাকার সব উপাদান নিয়ে নিজাম উদ্দিন লস্করের আগমন ঘটেছিলো। সবাইকে নাড়া দিয়ে, পাওয়া না পাওয়ার কোন হিসেব না করেই ভালোবাসার শেষ স্যালুট নিয়ে চলে গেছেন নিজাম উদ্দিন লস্কর ময়না। তাঁর অমর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা আর ভালোবাসা জানানো ছাড়া আর কিছুই আজ অবশিষ্ট নেই।

লেখক: আবাসিক সম্পাদক, প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা।

রোহিঙ্গাদের সমর্থনে জো বাইডেনের এগিয়ে আসা উচিত

সাপ্তাহিক ২৫ বছরে বাংলা পত্রিকা The Weekly Bangla Patrika

ম্যাথু স্মিথ ও অ্যান্ড্রু রিলে

মিয়ানমারের সেনাবাহিনী ২০১৭ সালে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর ওপর হামলা ও গণহত্যা পরিচালনা করার সময় বাংলাদেশে সাত লক্ষাধিক পুরুষ, নারী ও শিশু পালিয়ে আসে। যারা পেছনে রেখে আসে বুলেট, আগুন ও ধ্বংসযজ্ঞ। সেনাবাহিনী ও তাদের সহযোগীরা গ্রামকে গ্রাম পুড়িয়ে দেয়। রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর অনেকের দীর্ঘ শারীরিক ক্ষত সারলেও এখনও মানসিক আতঙ্ক কাটেনি। যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনকে তাদের জন্য কিছু করা উচিত।

বাংলাদেশে এখন দশ লক্ষাধিক রোহিঙ্গার বাস। তারা এক ধরনের আতঙ্ক, হতাশা, উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার অভিজ্ঞতা পেছনে ফেলে এসেছে। ফর্টিফাই রাইটসের সাম্প্রতিক এক প্রতিবেদন মতে, বাংলাদেশে রোহিঙ্গা শিবিরে থাকা ৮৯ শতাংশ রোহিঙ্গা শরণার্থীই ভীষণ হতাশায় ভুগছে। ৬২ শতাংশ ভুগছে ট্রমা-পরবর্তী বিষণ্ণতায়। এই চরম হতাশা কোন দিকে মোড় নেবে?

মিয়ানমারে চলমান গণহত্যা দীর্ঘদিন ধরে সেখানে চলা মানবাধিকার লঙ্ঘনের অংশবিশেষ। অপরাধ সংঘটিত করেও সেখানে দায়মুক্তির ব্যবস্থা রোহিঙ্গাদের মানসিক অবস্থার ওপর আরও বেশি প্রভাব ফেলছে। ট্রমা নিয়ে গবেষণা হয় সাধারণত একটি নির্দিষ্ট ঘটনাকে ফোকাস করে। তা হলো- কোনো দুর্ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী, প্রিয় কোনো মানুষের মৃত্যু কিংবা কোনো সহিংস আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া। তবে এর মধ্যে মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানে দীর্ঘমেয়াদে শরণার্থীদের ওপর পরিকল্পিত মানবাধিকার লঙ্ঘনের কারণে সৃষ্ট ট্রমার যথাযথ আলোচনা নেই।

কয়েক দশক ধরে মিয়ানমারের রোহিঙ্গারা সব ধরনের অধিকার থেকে বঞ্চিত। স্বাস্থ্যসেবার কোনো অধিকারই তাদের নেই। রোহিঙ্গাদের ধর্মচর্চা, সন্তান জন্মদান এমনকি রোহিঙ্গা হিসেবে পরিচয় দেওয়াতেও কঠোর বিধিনিষেধ রয়েছে। ফর্টিফাই রাইটসের প্রশিক্ষিত রোহিঙ্গা গবেষক টিম সংগৃহীত তথ্য প্রকাশ করেছে। তাতে আমরা দেখেছি, রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী চরম সহিংসতার শিকার। তাদের ওপর নানাভাবে নির্যাতন চালানো হয়েছে। নির্যাতনের ধরন ছুরিকাঘাত, বেত্রাঘাত, গুলি করা ও যৌন নিপীড়ন। সুযোগ সীমিতকরণ, সহিংসতার দায়মুক্তি ইত্যাদিও নির্যাতনের অংশ। নির্যাতনের শিকার রোহিঙ্গারা এ সম্পর্কে আরও ভালো জানে। সেটাই তাদের বেদনার কারণ।

এটা সত্য যে, ট্রাম্প প্রশাসনও রোহিঙ্গাদের এ সংকটে চোখে বুজে থাকেনি। যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক ও বর্তমান পররাষ্ট্রমন্ত্রী টিলারসন ও পম্পেও উভয়ই রোহিঙ্গাদের



জন্য ন্যায়বিচারের কথা বলেছেন। ভাইস প্রেসিডেন্ট পেন্স ২০১৮ সালে সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠিত একটি আঞ্চলিক সম্মেলনে মিয়ানমারের স্টেট কাউন্সিলর অং সান সু চিকে এই বলে তিরস্কার করেছিলেন- কোনো কারণ ছাড়াই ২০১৭ সালে রোহিঙ্গাদের ওপর সেনাবাহিনী ও তাদের দোসররা রোহিঙ্গাদের ওপর হত্যা ও সহিংসতা চালায়। এমনকি রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে মানবিক সহায়তার ক্ষেত্রেও যুক্তরাষ্ট্র বড় ডোনার। ২০১৭ সাল থেকে যুক্তরাষ্ট্র প্রায় ১ দশমিক ২ বিলিয়ন ডলার বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের রোহিঙ্গাদের সাহায্য দিয়েছে। এর মধ্যে কেবল ২০২০ সালে দিয়েছে ২০০ মিলিয়ন ডলার। এমনকি গণহত্যা সংঘটিত করার জন্য মিয়ানমারের জ্যেষ্ঠ জেনারেল মিন আং হ্লেইং-এর ওপর যুক্তরাষ্ট্র নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী টিলারসন জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিলে মিয়ানমারের গণহত্যা তদন্তের জন্য একটি ইউএন ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং মিশন গঠন করেন।

২০১৮ সালের সেপ্টেম্বরে প্রকাশিত ওই তদন্ত দলের ৪০০ পৃষ্ঠার প্রতিবেদনে মিয়ানমারের গণহত্যার বিষয়ের প্রমাণ উঠে আসে। একই বছরের জুলাই মাসে ফর্টিফাই রাইটসের প্রতিবেদনেও তা বের হয়ে আসে এবং সেসব তথ্য-প্রমাণই গাম্বিয়াকে মিয়ানমারের বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক গণহত্যার দায়ে আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে ২০১৯ সালের নভেম্বরে মামলা করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। সে বিচার এখনও চলমান।

তবে এখনও অনেক করণীয় রয়েছে। আমরা মনে করি, ওভালে প্রেসিডেন্ট অফিস থেকে জো বাইডেন প্রেসিডেন্ট হিসেবে আরও কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবেন। ট্রাম্প প্রশাসনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী পম্পেও যা করতে ব্যর্থ হয়েছেন বাইডেন প্রশাসনকে তাই করতে হবে। রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে পরিচালিত মিয়ানমারের গণহত্যা ও মানবতাবিরোধী অপরাধের জন্য দেশটিকে দোষী সাব্যস্ত করতে হবে। তার প্রমাণ ইতোমধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে রয়েছে। যেসব অপরাধ মিয়ানমার করেছিল তার বিচারে গঠিত আন্তর্জাতিক বিচার আদালতকে সহায়তা করা। বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দিয়ে কংগ্রেসে ডেমেক্র্যাট ও রিপাবলিকান উভয়ের সম্মতিতে ঐকমত্য হওয়া দরকার। জো বাইডেনের আরও উচিত হবে, আমেরিকা ও বহুমুখী শক্তির মাধ্যমে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে মিয়ানমার ইস্যুতে চীন যে ভেটো দেয় তা আটকানোর ব্যবস্থা করা। এর মাধ্যমে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে (আইসিসি) মিয়ানমারের বিষয়টি জোরদার হবে। রোহিঙ্গাদের জোরপূর্বক দেশত্যাগে বাধ্য করা মনাবতাবিরোধী অপরাধ হিসেবে আইসিসির প্রসিকিউটর তা তদন্ত করতে পারেন। তবে মিয়ানমারে সংঘটিত নৃশংসতার বিচার করতে হলে আদালতকে সেভাবে ক্ষমতায়িত করতে হবে।

ট্রাম্প প্রশাসন রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে সংঘটিত অপরাধে আইসিসিতে বিচারের জন্য নিরাপত্তা কাউন্সিলকে তৎপর করতে ব্যর্থ হয়েছে। উল্টো সেপ্টেম্বরে আমেরিকা আইসিসির প্রসিকিউটরদের অদ্ভুত নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। জো বাইডেনের উচিত হবে অগ্রাধিকার বিবেচনায় সেই নিষেধাজ্ঞা তুলে দিয়ে রোম স্ট্যাটুট অনুমোদন করা। এর মাধ্যমে মিয়ানমারের অন্যান্য সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী যেমন আরাকানিজ, কাচিন, শানের ওপর নৃশংসতার বিচারের জন্যও যুক্তরাষ্ট্র আন্তর্জাতিক আদালতকে সাহায্য করতে পারে। আন্তর্জাতিক আদালত কোনো আলাদিনের চেরাগের মতো নয় যে, তৎক্ষণাৎ বিচার করতে পারবে। বরং এটি ধীরগতিসম্পন্ন এবং অনেক অর্থেরও ব্যাপার। তবে এটি বিচার কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারলে গণহত্যা ও অন্যান্য নৃশংসতা প্রতিরোধ করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

শেষ পর্যন্ত রোহিঙ্গা অধিকার নিশ্চিত করতে পারে মিয়ানমারের গণতান্ত্রিক শক্তি। বাইডেন প্রশাসনের উচিত দেশটির মানবাধিকার রক্ষায় উদ্যোগীদের দ্বিগুণ সমর্থন দেওয়া। একইসঙ্গে মিয়ানমারের উন্নতিতে ভূমিকা রাখা। সবচেয়ে বড় যেটা করতে হবে, সেটা হলো নাগরিকত্ব প্রদানসহ রোহিঙ্গাদের পূর্ণাঙ্গ অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া। রোহিঙ্গা গণহত্যার বিচার যতদিন না হবে, এটি ততদিন আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার প্রশ্ন হয়েই থাকবে। সুতরাং অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিষয়টিতে নজর দিতে হবে।

লেখকদ্বয় যথাক্রমে ফর্টিফাই রাইটসের প্রধান নির্বাহী ও সহপ্রতিষ্ঠাতা এবং ফর্টিফাই রাইটসের কনসালট্যান্ট। টাইম থেকে ঈষৎ সংক্ষেপিত ভাষান্তর মাহফুজুর রহমান মানিক

AFFORDABLE SENIOR CARE OF NEW YORK LLC

ASC of NY

Licensed Home Health Care Agency

আমরা বাংলায় কথা বলি

আমাদের অফিস লোকেশন ব্রুকলিনের বাংলাদেশী অধ্যুষিত চার্চ ম্যাকডোনাল্ড এলাকায়

CDPAP

- বাড়িতে থেকেই পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্য সেবা দিন
- আমরা দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশী কম্যুনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি।
- রোগীকে সেবা করার সম্পূর্ণ খরচ সরকার বহন করে।



Payment : As per wage parity $19.09



CDPAP প্রোগ্রামের আওতায় HHA /প্রশিক্ষণ ছাড়াই আপনার বৃদ্ধ, অসুস্থ বা শারিরীকভাবে অক্ষম মা-বাবা, শ্বশুর-শ্বাশুড়ি, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশীদের স্বাস্থ্য সেবা দিয়ে আয় করতে পারেন।

✓ প্রশিক্ষণ ও HHA সার্টিফিকেট থাকলে আপনি আমাদের মাধ্যমে যেকোন রোগীকে স্বাস্থ্যসেবা দিতে পারেন।

✓ আপনি কি HHA অথবা PCA হিসেবে চাকুরী খুঁজছেন? তাহলে আপনি আমাদের প্রতিষ্ঠানে সুযোগ সুবিধাসহ আকর্ষণীয় বেতনে চাকুরী করতে পারেন।

CDPAP প্রোগ্রামের জন্য কোন সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নেই।

রোগীর জন্য নিজ গৃহে সেবা পেতে অথবা রোগীকে সেবা দানের বিস্তারিত কথা জানতে বাংলায় কথা বলুন।

CDPAP Specialist: Tarin: 347-362-1525, OFF: 718-851-0325

Brooklyn OFFICE

338 East 5th Street, Brooklyn, NY 11218
(Church Ave & East 5 street)
Tarin: 718-851-0325

Jackson Heights OFFICE

37-15, 73rd Street, Jackson Heights Suite # 208
(Bangladesh Plaza)
Solaiman: 302-513-3837

Email: info@ASCofNY.com
www.affordableseniorcarenewyork.com/cdpap.html

Affordable Senior Care of New York, LLC is a Licensed Home Health Care Agency by the New York State Department of Health

Office Hour : Mon.-Friday (9am-5pm)



যাঁরা পেলেন জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার-২০১৯

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : বিজয়ীদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে ৪৪তম জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার। আজ রবিবার (১৭ জানুয়ারি) সকাল সাড়ে ১০টায় রাজধানীর আগারগাঁওয়ে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে এ অনুষ্ঠান শুরু হয়।

এতে প্রধান অতিথি হিসেবে গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি উপস্থিত রয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন অনুষ্ঠানের সভাপতি তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ।

অনুষ্ঠানে ২০১৯ সালের পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। ওইবছর নির্মিত চলচ্চিত্রগুলোর মধ্য থেকে ২৫টি ক্যাটাগরিতে ছয়টি যুগ্মসহ মোট ৩১ জনকে জাতীয় পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত করে জুরি বোর্ড। এর সঙ্গে চলচ্চিত্রে বিশেষ অবদানের জন্য মাসুদ পারভেজ (সোহেল রানা) ও কোহিনুর আক্তার সুচন্দাকে আজীবন সম্মাননা দেওয়া হয়েছে।

যাঁরা পেলেন জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার-২০১৯:

আজীবন সম্মাননা (যুগ্ম): বিশিষ্ট চলচ্চিত্র অভিনেতা মাসুদ পারভেজ (সোহেল রানা) ও অভিনেত্রী কোহিনুর আক্তার সুচন্দা। শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র (যুগ্ম): ন ডরাই ও ফাগুন হাওয়ায়।

শ্রেষ্ঠ স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র: নারী জীবন।

শ্রেষ্ঠ প্রামাণ্য চলচ্চিত্র: যা ছিল অন্ধকারে।

শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র পরিচালক: তানিম রহমান অংশু (ন ডরাই)।

শ্রেষ্ঠ অভিনেতা প্রধান চরিত্রে: তারিক আনাম খান (আবার বসন্ত)।

শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী প্রধান চরিত্রে: সুনেরাহ বিনতে কামাল (ন ডরাই)।

শ্রেষ্ঠ অভিনেতা পার্শ্ব চরিত্রে: এম ফজলুর রহমান বাবু (ফাগুন হাওয়ায়)।

শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী পার্শ্ব চরিত্রে: নারগিস আক্তার (হোসনে আরা) (মায়া দ্য লস্ট মাদার)।

শ্রেষ্ঠ অভিনেতা/অভিনেত্রী খল চরিত্রে: জাহিদ হাসান (সাপলুডু)।

শ্রেষ্ঠ শিশু শিল্পী (যুগ্ম): নাইমুর রহমান আপন (কালো মেঘের ভেলা) ও আফরীন আক্তার (যদি একদিন)।

শ্রেষ্ঠ সংগীত পরিচালক: মোস্তাফিজুর রহমান চৌধুরী ইমন (মায়া দ্য লস্ট মাদার)।

শ্রেষ্ঠ নৃত্য পরিচালক: হাবিবুর রহমান (মনের মতো মানুষ পাইলাম না)।

শ্রেষ্ঠ গায়ক: মৃনাল কান্তি দাস (তুমি চাইয়া দেখো...) (শাটল ট্রেন)।

শ্রেষ্ঠ গায়িকা (যুগ্ম): মমতাজ বেগম (বাড়ির ওই পূর্বধারে...) (মায়া দ্য লস্ট মাদার) ও ফাতিমা-তুয-যাহরা ঐশী (মায়া, মায়া রে...) (মায়া দ্য লস্ট মাদার)।

শ্রেষ্ঠ গীতিকার (যুগ্ম): নির্মলেন্দু গুণ (ইস্টিশনে জন্ম আমার...) (কালো মেঘের ভেলা) ও ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী (কবি কামাল চৌধুরী) (চল হে বন্ধু চল...) (মায়া দ্য লস্ট মাদার)। শ্রেষ্ঠ সুরকার (যুগ্ম): প্লাবন কোরেশী (আব্দুল কাদির) (বাড়ির ওই পূর্বধারে...) ও সৈয়দ মো. তানভীর তারেক (আমার মায়ের আঁচল...) (মায়া দ্য লস্ট মাদার)।

শ্রেষ্ঠ কাহিনীকার: মাসুদ পথিক (মাসুদ রানা) (মায়া দ্য লস্ট মাদার)।

শ্রেষ্ঠ চিত্রনাট্যকার: মাহবুব উর রহমান (ন ডরাই)।

শ্রেষ্ঠ সংলাপ রচয়িতা: জাকির হোসেন রাজু (মনের মতো মানুষ পাইলাম না)।

শ্রেষ্ঠ সম্পাদক: জুনায়েদ আহমদ হালিম (মায়া দ্য লস্ট মাদার)।

শ্রেষ্ঠ শিল্প নির্দেশক (যুগ্ম): মোহাম্মদ রহমত উল্লাহ বাসু ও মো. ফরিদ আহমেদ (মনের মতো মানুষ পাইলাম না)।

শ্রেষ্ঠ চিত্রগ্রাহক: সুমন কুমার সরকার (ন ডরাই)।

শ্রেষ্ঠ শব্দগ্রাহক: রিপন নাথ (ন ডরাই)।

শ্রেষ্ঠ পোশাক ও সাজসজ্জা: খোন্দকার সাজিয়া আফরিন (ফাগুন হাওয়ায়)।

শ্রেষ্ঠ মেকআপম্যান: মো. রাজু (মায়া দ্য লস্ট মাদার)।

দেশের চলচ্চিত্র অঙ্গনের একমাত্র রাষ্ট্রীয় এবং সর্বোচ্চ পুরস্কার প্রদানের এ আয়োজনে বিশেষ অতিথি হিসেবে যোগ দিয়েছেন তথ্য প্রতিমন্ত্রী ডা. মুরাদ হাসান এবং তথ্য মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় কমিটির সভাপতি ও সাবেক তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু। অনুষ্ঠানে তথ্যসচিব খাজা মিয়া স্বাগত বক্তব্য দেন। এ ছাড়া চলচ্চিত্র ও সংস্কৃতি অঙ্গনের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত রয়েছেন।

নরওয়েতে টিকা নেওয়ার পর মৃতের সংখ্যা বেড়ে ২৯, তদন্তে ফাইজার

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : নরওয়েতে করোনার টিকা নেওয়ার পর মৃতের সংখ্যা বেড়ে ২৯ জনে দাঁড়িয়েছে। তাদের প্রত্যেকেরই বয়স ৭৫ বছরের বেশি। এসব মৃত্যুর কারণ তদন্তের ঘোষণা দিয়েছে ফাইজার।

ব্লুমবার্গ জানিয়েছে, নরওয়েতে করোনার টিকার প্রথম ডোজ নিয়েই প্রাণ হারিয়েছিলেন ২৩ জন। তাদের সকলেরই বয়সই ছিল আশির ওপরে। ফলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হয়েছিল, আশির বেশি বয়সী মানুষের টিকা নেওয়ার ঝুঁকি বেশি এবং কার্যকারিতা কম। কিন্তু পরে যে ৬ জনের মৃত্যু হয়েছে, তাদের বয়স আশির কম, আর ৭৫ এর বেশি।



নরওয়ের মেডিসিন এজেন্সি জানিয়েছে, দেশটিতে যেহেতু শুধুমাত্র ফাইজারের টিকাই দেওয়া হচ্ছে, তাই মৃত্যুগুলোর জন্য কাঠগড়ায় উঠবে এই ভ্যাকসিনই। ইতোমধ্যেই ১৩ জনের মৃত্যুর কারণ খতিয়ে দেখা হয়েছে। আরও ১৬ জন কেন মারা গেলেন, তারও কারণ খুঁজে বের করা হচ্ছে।

গত ২৭ ডিসেম্বর থেকে নরওয়েতে শুরু হয়েছে করোনার টিকাদান কর্মসূচি। এরইমধ্যে প্রায় ৩০ হাজার মানুষ টিকা নিয়েছেন। কিন্তু বয়স্কদের মৃত্যুর ঘটনা সামনে আসার পর থেকেই সতর্ক হয়ে গেছে দেশটির প্রশাসন। জানা গেছে, বয়স্করা টিকা নেওয়ার পরই বমি হচ্ছে কিংবা জ্বর আসছে। আবার অনেকের টিকা নেওয়ার জায়গাটির আশপাশ দিয়ে ব্যাশ বের হচ্ছে ও চুলকাচ্ছে।

অন্যদিকে এসব ব্যক্তির মৃত্যুর কারণ খতিয়ে দেখার ঘোষণা দিয়েছে ফাইজার কর্তৃপক্ষও। নরওয়ে সরকারকে পাঠানো এক ইমেইলে তারা জানিয়েছে, এখনও মৃত্যুর সংখ্যাটা বিরাট উদ্বেগজনক নয়। তাই দ্রুত বিষয়টি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করা হবে।

আইনজীবীর ফি দিচ্ছেন না, ফোনও ধরছেন না ট্রাম্প

আইনজীবী রুডি জুলিয়ানির ফি দিচ্ছেন না যুক্তরাষ্ট্রের বিদায়ী প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। হোয়াইট হাউসকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, জুলিয়ানির ফি যাতে দেওয়া না হয় এবং একই সঙ্গে তার ফোনও যেন ধরা না হয়। স্থানীয় গণমাধ্যমের খবরে উঠে এসেছে এমন তথ্য।

নির্বাচনে কারচুপি-জালিয়াতির ভিত্তিহীন অভিযোগে ট্রাম্পের পক্ষ থেকে যত ভুয়া মামলা হয়- তার সবকিছুই মূলত তদারকি করতেন জুলিয়ানি।

আদালতে একের পর এক ভুয়া মামলার আরজি ও তার শুনানির জন্য জুলিয়ানি ছুটে যান পেনসিলভানিয়া থেকে মিশিগানে, জর্জিয়া থেকে উইসকনসিনে। ছোটাছুটির একপর্যায়ে জুলিয়ানি নিজে ও তার ছেলে করোনায়ও সংক্রমিত হন।

দ্য ওয়াশিংটন পোস্ট এক প্রতিবেদনে বলেছে, ট্রাম্প যখনই জানতে পেরেছেন, আইনগত সেবার জন্য জুলিয়ানি দিনে ২০ হাজার ডলার ফি হাঁকছেন, তখনই তিনি খেপে গেছেন। অথচ এমন আইনগত ফি প্রদানের কথা নাকি লিখিত চুক্তিতে আছে বলেও প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়।

গত ৬ জানুয়ারি ক্যাপিটল হিলে ট্রাম্পের সমর্থকদের সভায় উসকানিমূলক বক্তৃতা দেন জুলিয়ানি। সেদিনের সেই হামলায় পাঁচজন নিহত হন। আহত হন অনেকে। বর্তমানে হামলা, ভাঙচুর, লুটতরাজ, অপরাধ পরিকল্পনার ঘটনা তদন্ত করছে এফবিআই। ইন্ধনদাতা হিসেবে ট্রাম্প ও জুলিয়ানির নাম আসতে পারে। এমন হলে তাদের বিচারের সম্মুখীন হতে হবে।

ট্রাম্পের শেষ দিকের সব বেপরোয়া আচরণের বিশ্বস্ত সহযোগী ছিলেন জুলিয়ানি। ৬ জানুয়ারি পর্যন্ত ট্রাম্পের সঙ্গে একেবারে আঠার মতো লেগে ছিলেন তিনি। তারপরই দুজনের সম্পর্কে নেমে এলো এমন শীতলতা।

একসময় দাপটের সঙ্গে নিউইয়র্কের মেয়র হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন জুলিয়ানি। ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনার পর তার সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। ভালোবেসে মানুষ তাকে আমেরিকার মেয়র হিসেবে উপাধি প্রদান করেন।

তবে, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সাহচর্যে এসে সমালোচনা কুড়ান জুলিয়ানি। পুরোনো বন্ধু ট্রাম্পের পাশে দাঁড়ান তিনি, দেন নানা আইনি সহায়তা। নির্বাচনের আগে জো বাইডেনের ছেলে হান্টার বাইডেনের বিরুদ্ধে অপরাধের খোঁজ করাসহ ট্রাম্পের হয়ে নানা চতুর চালের নেপথ্যের কারিগর ছিলেন জুলিয়ানি। এসব কারণে তার পেশাগত অসততা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। তাকে দেশটির আইনজীবী পরিষদ থেকে বাদ দেওয়ারও দাবি জানানো হচ্ছে।

নিরাপত্তা ও বিশ্বস্ততার প্রতীক

SONALI EXCHANGE CO. INC.

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান

LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE BANKING DEPARTMENT OF THE STATE OF NEW YORK, NEW JERSEY, GEORGIA, MARYLAND & MICHIGAN

সোনালী এক্সচেঞ্জ প্রবাসে আপনার সবচেয়ে পুরনো ও বিশ্বস্ত বন্ধু

ঘরে বসে এখন Apps এর মাধ্যমে দেশে টাকা পাঠানো যাবে। এই জন্য আই ফোন এবং এন্ড্রয়েড ফোনে প্লে ষ্টোরে গিয়ে ডাউনলোড করতে হবে এর Apps টি

- যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক প্রতিষ্ঠান
- সর্বোচ্চ বিনিময় হার ও সর্বনিম্ন ফি।
- সরকারী নিরাপত্তায় আপনার প্রেরিত অর্থ সম্পূর্ণ নিরাপদ ও আয়কর মুক্ত।
- বাংলাদেশের সর্বত্র ক্যাশ পিক-আপ।
- যে কোন ব্যাংক একাউন্টে টাকা পৌছে যায় অতি দ্রুত।
- ঘরে বা অফিসে বসেও অনলাইনের মাধ্যমে রেমিটেন্স করা যায়। লগ ইন করুন: www.sonaliexchange.com

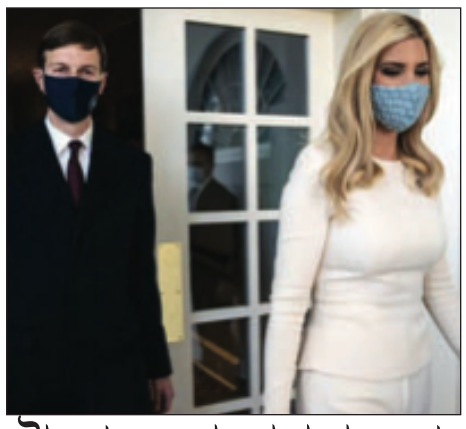
সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001 | ATLANTA 770-936-9906 | BROOKLYN 718-853-9558 | JACKSON HTS 718-507-6002 | BRONX 718-822-1081

JAMAICA 347-644-5150 | MANHATTAN 212-808-0790 | MICHIGAN 313-368-3845 | OZONE PARK 347-505-8670 | PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন



ট্রাম্পের কন্যা-জামাতার স্বপ্ন পূরণ হচ্ছে না!

(প্রথম পাতার পর)

ৎজামাতা জারেড কুশনারও। শুক্রবার সিএনএনে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, নির্বাচনে ট্রাম্পের পরাজয়, ক্যাপিটল হিল হামলা ও দ্বিতীয়বারের মতো অভিশংসনের পর নিজেদের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে অনেকটাই চিন্তিত ইভাঙ্কা-কুশনার দম্পতি।

চার বছর আগে নিউইয়র্ক থেকে পরিবারসহ ওয়াশিংটনে এসেছিলেন ইভাঙ্কা ও কুশনার। ভেবেছিলেন-ট্রাম্পের হোয়াইট হাউজে থাকার বছরগুলো তাদের ভবিষ্যতের প্রত্যাশা পূরণে সহায়ক হবে।

কুশনারের স্বপ্ন- বিশ্ব রাজনীতিতে একজন শক্তিশালী খেলোয়াড় হয়ে ওঠা। অন্যদিকে নিজেই একদিন প্রেসিডেন্ট হয়ে হোয়াইট হাউজে বসতে চান ইভাঙ্কা। ক্ষমতার প্রতি নিজেদের এই প্রীতির কথা প্রকাশ্যেই বলে থাকেন তারা।

ইহুদি ধর্মাবলম্বী কুশনারের সঙ্গে বিয়ে ঠিক হওয়ার পর এক সাক্ষাৎকারে ইভাঙ্কা বলেছিলেন, তিনি জানতেন যে, কুশনারই সেই ব্যক্তি যার সঙ্গে তার স্বপ্ন মিলে যায়। তার ভাষায়, 'জারেড ও আমার মধ্যে অনেক মিল। আমরা দুজনই উচ্চাকাঙ্ক্ষী। সে সবসময়ই আমার পাশে ছিল। আর এটাই আমাদের সম্পর্ককে দুর্দান্ত করে তুলেছে।' আর এখন ট্রাম্পের প্রেসিডেন্সির লজ্জাজনক সমাপ্তির চাক্ষুস দেখছে উচ্চাকাঙ্ক্ষী এই দম্পতি। যুক্তরাষ্ট্রের ক্যাপিটল হিলে এখনও ট্রাম্প সমর্থকদের নাশকতার ছাপ স্পষ্ট।

প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের শপথের আগেই হাজারো ন্যাশনাল গার্ড সদস্য পুরো ওয়াশিংটন শহরটিকে ঘিরে রেখেছেন। হামলায় উসকানি দেওয়ার অভিযোগে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দ্বিতীয়বারের মতো অভিশংসিত হয়েছেন।

টুইটারসহ জনপ্রিয় সব সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলো তার অ্যাকাউন্ট বন্ধ করেছে। বিশ্লেষকরা বলছেন, রাজনীতিতে স্বপ্নপূরণের জন্য ইভাঙ্কা-ট্রাম্প ও জারেড কুশনারকে এই লজ্জাজনক পরিণতিকে ঘুরিয়ে দিতে হবে।

হোয়াইট হাউজের এক কর্মকর্তার কাছে এ বিষয়ে জানতে চাইলে বলেন, 'ইভাঙ্কা ওয়াশিংটনে এসেছিলেন দেশকে কিছু দিতে। কারণ দেশ তাকে অনেক কিছু দিয়েছে। তিনি কর্মঠ আমেরিকান পরিবারগুলোকে সাহায্য করতে নীতিমালা নিয়ে লড়েছেন।

চার বছরেরও বেশি সময় ধরে তিনি এমন কিছু নীতিমালার নেতৃত্ব দিয়েছেন, যা চাকরির সুযোগ তৈরি করেছে, আমেরিকান শ্রমিকদের ক্ষমতায়ন করেছে, অভাবে থাকা পরিবারগুলোর কাছে খাবার পৌঁছে দিয়েছে, এমনকি মহামারির সময় ছোট ব্যবসাগুলোকে সহায়তা দিয়েছে। ইভাঙ্কা তার সেবার জন্য গর্বিত এবং ভবিষ্যৎ নিয়ে উচ্ছ্বসিত।'

ইভাঙ্কার প্রেসিডেন্ট হওয়া এবং কুশনারের বিশ্ব রাজনীতিতে প্রভাবশালী হয়ে উঠতে চাওয়ার স্বপ্নপূরণ হওয়া এখন অসম্ভব হয়ে উঠেছে কি না, জানতে চাইলে এক রিপাবলিকান রাজনৈতিক কর্মী বলেন, 'তার বাবা যে ক্যাপিটলে হামলায় প্ররোচনা দিয়েছে, এটা মানুষের মন থেকে মুছে ফেলা প্রায় অসম্ভব। যদি ইভাঙ্কা ভবিষ্যতের ভোটারদের মন থেকে এই ধ্বংসাত্মক পরিণতি ভোলাতে চান, তাহলে তাকে আরও অনেক উঁচুতে নিজেকে নিয়ে যেতে হবে।'

জো বাইডেন ক্ষমতায় আসার পর ইভাঙ্কা-জারেড দম্পতির ফ্লোরিডায় চলে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

অভিষেকের আগেই হোয়াইট হাউস

(প্রথম পাতার পর)

উত্তরসূরিকে বরণ করা এবং তাঁর জন্য শুভেচ্ছাবার্তা রেখে যাওয়া– এমন সব রেওয়াজ পায়ে ঠেলে হোয়াইট হাউস ছাড়ার পরিকল্পনা করেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। আর সেটা তিনি করবেন জো বাইডেনের অভিষেকের আগেই।

বুধবার দুপুরে যুক্তরাষ্ট্রের নতুন প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নিতে চলেছেন ডেমোক্র্যাট নেতা বাইডেন। সেদিন অভিষেক অনুষ্ঠানে ট্রাম্প থাকবেন না, সেটা বলে দিয়েছেন বহু আগেই। শুধু তা-ই নয়, সেদিন সকাল সকাল হোয়াইট হাউস ছেড়ে বেরিয়ে যাবেন এ রিপাবলিকান নেতা। প্রথমে তিনি গত মঙ্গলবারই রাজধানী ছাড়ার কথা ভেবেছিলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি বুধবার সকালে ফ্লোরিডায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন বলে জানায় সংশ্লিষ্ট দুটি সূত্র।

বিভিন্ন সূত্রের বরাত দিয়ে আমেরিকান সংবাদমাধ্যমগুলো জানিয়েছে, প্রেসিডেন্ট হিসেবেই আগামী বুধবার সকালে হোয়াইট হাউস ত্যাগ করবেন ট্রাম্প। শেষবারের মতো এয়ারফোর্স ওয়ান বিমানে করে চার বছরের আবাসন ত্যাগ করবেন তিনি। প্রথা ভেঙে ট্রাম্প হোয়াইট হাউস ছাড়ার পরিকল্পনা করলেও বাইডেনের অভিষেক অনুষ্ঠানে সস্ত্রীক থাকছেন ভাইস প্রেসিডেন্ট মাইক পেন্স। এদিকে ট্রাম্পের বিদায়ের আগেই তাঁর ব্যক্তিগত মালপত্র গত শুক্রবার হোয়াইট হাউস থেকে ট্রাকযোগে সরিয়ে নিতে দেখা গেছে।

হোয়াইট হাউস ছাড়ার পর ট্রাম্পের গন্তব্য সম্পর্কে সংবাদমাধ্যমগুলো জানায়, বুধবার সকালে তিনি হোয়াইট হাউস থেকে ফ্লোরিডায় মার-আ-লাগোতে যাওয়ার আগে ম্যারিল্যান্ডের জয়েন্ট বেইস এন্ড্রুস সামরিক স্থাপনায় থামবেন। সেখানে সামরিক বাহিনীর পক্ষ থেকে তাঁকে বিদায়ি অভিবাদন জানানো হবে। তবে ট্রাম্পের পরিকল্পনা যেকোনো মুহূর্তে বদলে যেতে পারে এবং বুধবার কখন তিনি বক্তৃতা দেবেন, তা-ও নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

বাইডেনের শপথ গ্রহণের আগ পর্যন্ত ট্রাম্পই প্রেসিডেন্ট। তাই তিনি ফ্লোরিডা পর্যন্ত যাওয়ার জন্য শেষবারের মতো প্রেসিডেন্টের জন্য নির্ধারিত এয়ারফোর্স ওয়ান বিমান ব্যবহার করতে পাবেন, এমনটা নিশ্চিত হওয়া গেছে। ফ্লোরিডার পাম বিচে মার-আ-লাগো অবকাশযাপন কেন্দ্রেই শুরু হবে ট্রাম্পের প্রেসিডেন্সিপরবর্তী জীবন। হোয়াইট হাউসে তাঁর উপদেষ্টার দায়িত্ব পালন করা একাধিক ব্যক্তিও সেখানেই তাঁর সঙ্গে কাজ করার পরিকল্পনা করছেন।

ট্রাম্পের গন্তব্য জানা গেলেও অনিশ্চয়তা আরো আছে। প্রথা অনুযায়ী বিদায়ি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ওভাল অফিসের ড্রয়ারে পরবর্তী প্রেসিডেন্টের জন্য একটি চিঠি রেখে যান। চিঠিতে নতুন প্রেসিডেন্টে প্রতি পূর্বসূরির শুভেচ্ছার পাশাপাশি নানা পরামর্শ থাকে। ট্রাম্প সেই প্রথা পালন করবেন কি না, তা নিশ্চিত নয়। চিঠি রেখে গেলেও তাতে কী লেখা থাকবে, সেটা নিয়ে নানা প্রশ্ন ঘুরছে উত্সুকদের মনে।

যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে দুই দফা অভিশংসিত হওয়া একমাত্র প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প তাঁর বিদায়ের আগে আরো অনেককে ক্ষমা ও দায়মুক্তি দেওয়ার পরিকল্পনা করছেন। তিনি নিজেই নিজেকে ক্ষমা করে দেওয়ার নজিরবিহীন পদক্ষেপ নেওয়ার ব্যাপারেও পরামর্শ নিচ্ছেন বলে জানিয়েছে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম।

কমলার সঙ্গে কথা বলেছেন পেন্স: এদিকে ভাইস প্রেসিডেন্ট মাইক পেন্স টেলিফোনে কথা বলেছেন তাঁর উত্তরসূরি কমলা হ্যারিসের সঙ্গে। শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য সব ধরনের সহযোগিতা দেওয়ার কথা বলেছেন পেন্স।

অন্যদিকে ট্রাম্প প্রশাসনের এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, হোয়াইট হাউসের বেশ কয়েকজন উপদেষ্টা অভিষেকের আগে হোয়াইট হাউসে বাইডেনের সঙ্গে একটি বৈঠকের আয়োজন করতে ট্রাম্পকে অনুরোধ জানালেও তাতে কাজ হয়নি।

মার্চে করোনার নতুন তাণ্ডব যুক্তরাষ্ট্রে?

(প্রথম পাতার পর)

মতে, চলমান শীতে কোভিডের তীব্রতা বাড়লে সংকটে থাকা স্বাস্থ্যব্যবস্থা আরও হুমকির সম্মুখীন হবে। এ প্রসঙ্গে নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট বাইডেন বলছেন, তার শপথ নেওয়ার প্রথম ১০০ দিনে যুক্তরাষ্ট্রের ১০ কোটি মানুষকে ভ্যাকসিনের আওতায় আনার পরিকল্পনা। এর মধ্যে প্রথম সারির তালিকায় থাকবেন স্বাস্থ্যকর্মীসহ প্রবীণরা।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিটি অঙ্গরাজ্যে জরুরিভিত্তিতে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে ফাইজার ও জার্মান প্রতিষ্ঠান বায়োএনটেকের যৌথ উদ্যোগে তৈরি করা কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন। মার্চের মধ্যে ১০ কোটি আমেরিকানকে এ টিকার আওতায় আনতে এ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

ফাইজারের এ করোনার টিকা ৯৫ শতাংশ কার্যকর প্রমাণ হওয়ার পর যুক্তরাষ্ট্রের ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এফডিএ) জরুরি ভিত্তিতে সেটা অনুমোদন করেছে।

সহিংসতার শঙ্কায় ৫০ স্টেটে সতর্কতা

(প্রথম পাতার পর)

কলম্বিয়ায় সতর্কতা জারি করা হয়েছে। ২০ জানুয়ারী বাইডেনের শপথ অনুষ্ঠানের আগে রোববার দেশজুড়ে সশস্ত্র প্রতিবাদ হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। খবর বিবিসির।

রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসিতে বাইডেনের অভিষেক অনুষ্ঠান সামনে রেখে সারা দেশ থেকে ন্যাশনাল গার্ডের সদস্যদের পাঠানো হচ্ছে। মূলত গত ৬ জানুয়ারি ট্রাম্প সমর্থকদের ক্যাপিটল ভবনে (পার্লামেন্ট ভবন) হামলার মতো প্রাণঘাতী ঘটনার পুনারাবৃত্তি রোধে এ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। বাইডেনের জয়ের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতির জন্য ৬ জানুয়ারী নির্বাচনে যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেসের যৌথ অধিবেশনে ক্যাপিটল ভবনে হামলা চালান ট্রাম্পের কয়েকশ সমর্থক। বিক্ষোভকারীদের তাণ্ডবে হতবিহ্বল হয়ে পড়েন যুক্তরাষ্ট্রের আইনপ্রণেতারা, কয়েক ঘণ্টার জন্য অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে ক্যাপিটল ভবন।

ওই ঘটনায় এক পুলিশ সদস্যসহ পাঁচজন নিহত হন। এর জেরে যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেসের নিম্নকক্ষ প্রতিনিধি পরিষদ ট্রাম্পের বিরুদ্ধে 'বিদ্রোহে উসকানি' দেওয়ার অভিযোগ এনে তাকে অভিশংসিত করে। এ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম কোনো প্রেসিডেন্ট হিসেবে দ্বিতীয় দফায় প্রতিনিধি পরিষদে অভিশংসিত হন ট্রাম্প।

বাইডেনের অভিষেক সামনে রেখে এখন ট্রাম্প সমর্থকরা যুক্তরাষ্ট্রের সব রাজ্যের রাজধানীতে সশস্ত্র মিছিল নিয়ে নামতে পারে বলে সতর্ক করেছে যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন-এফবিআই। রাজধানীর সড়কগুলোতে ব্যারিকেড বসিয়ে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। ইতিমধ্যে বাইডেনের টিম যুক্তরাষ্ট্রবাসীকে কোভিড-১৯ মহামারীর মধ্যে রাজধানীতে না আসার আহ্বান জানিয়েছে।

ওয়াশিংটন ডিসির মেয়রসহ স্থানীয় কর্মকর্তারা জনগণকে নতুন প্রেসিডেন্টের অভিষেক অনুষ্ঠান দূর থেকে দেখার পরামর্শ দিয়েছেন। মেরিল্যান্ড, নিউ মেক্সিকো ও উটাহ রাজ্যের গভর্নররা জরুরি অবস্থা জারি করেছেন। ক্যালিফোর্নিয়া, পেনসিলভানিয়া, মিশিগান, ভার্জেনিয়া, ওয়াশিংটন ও উইসকনসিনসহ অনেক রাজ্যে পরিস্থিতি মোকাবেলায় ন্যাশনাল গার্ড সদস্যদের মোতায়েন করছে। টেক্সাস শনিবার থেকে বাইডেনের অভিষেক পর পর্যন্ত রাজ্য ক্যাপিটল বন্ধ রাখছে।

জাইনকে নিয়ে নান্দাইলে

(প্রথম পাতার পর)

হাউস প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ পদে। তাঁর পৈতৃক বাড়ি ময়মনসিংহের নান্দাইল উপজেলার শেরপুর ইউনিয়নের মাদারীনগর গ্রামে। গুরুত্বপূর্ন পদে নিয়োগ পাওয়ার খবরে গ্রামের মানুষের মধ্যে বইছে আনন্দের বন্যা। চার বছর আগে ২০১৬ সালের এপ্রিলে বাবাকে নিয়ে গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে এসেছিলেন তিনি। সবাই বলছেন, জাইন সিদ্দিকী শুধু নান্দাইলের নন, ময়মনসিংহের গর্ব, বাংলাদেশের গর্ব।

গত বুধবার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ও ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস হোয়াইট হাউসের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি পদে কয়েকজনের নাম ঘোষণা করেন; সেখানে ডেপুটি চিফ অব স্টাফের সিনিয়র অ্যাডভাইজার পদে ৩০ বছর বয়সী জাইন সিদ্দিকীকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। আগামী বুধবার সরকারের দায়িত্ব নিচ্ছেন প্রেসিডেন্ট বাইডেন। বিষয়টি জানাজানি হওয়ার পর দূর-দূরান্ত থেকে আত্মীয়-স্বজন ছুটে আসছে জাইনদের গ্রামের বাড়িতে। তাঁর জন্য শুভ কামনা জানিয়ে গ্রামের মসজিদে দোয়া মাহফিল হয়েছে, বিতরণ করা হয়েছে মিষ্টি।

নান্দাইলের ১০ নম্বর শেরপুর ইউনিয়নের মাদারীনগর গ্রামের মোস্তাক আহম্মেদ সিদ্দিকী ওরফে মামুন ও হেলেনা সিদ্দিকী দম্পতির একমাত্র ছেলে জাইন সিদ্দিকী। জাইনের দাদা মৃত আবু বকর সিদ্দিকী। মা ঢাকার মেয়ে। মা-বাবা দুজনই চিকিৎসক। ৩২-৩৩ বছর আগে তাঁরা পাড়ি জমান যুক্তরাষ্ট্রে। সেখানেই নাগরিকত্ব পেয়ে বসবাস করছেন। সেখানেই জন্ম জাইনের। তাঁদের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রে থাকেন দাদি মাজেদা আক্তারও।

গত শনিবার নান্দাইল সদর থেকে প্রায় ১৫ কিলোমিটার দক্ষিণে মাদারীনগর গ্রামে গিয়ে জানা যায়, জাইনদের বাড়িটিকে সবাই চেনে মজিদ মাস্টারের বাড়ি হিসেবে। নরসুন্দা নদীর পারঘেঁষা ওই বাড়ির আরেকটি পরিচিতি রয়েছে, তা হলো বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট আবদুল হামিদের ছোট ভাই আবদুল হাইয়ের শ্বশুরবাড়ি এটি। আবদুল হাইয়ের সঙ্গে বিয়ে হয় ওই বাড়ির মৃত আবু বকর সিদ্দিকীর মেয়ের অর্থাৎ জাইনের ফুফু নাহিদ পারভীন মনির। স্বামীর মৃত্যুর পর মনি প্রেসিডেন্ট আবদুল হামিদের ব্যক্তিগত সহকারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। পাঁচ ভাই ও তিন বোনের মধ্যে জাইনের বাবা সবার বড়।

বর্তমানে গ্রামের বাড়িতে জাইনের বাবা-ফুফুরা কেউ বসবাস না করলেও বাবার চাচাতো ভাইয়েরা বসবাস করেন। তাঁদের একজন রতন সিদ্দিকী। তিনি জানান, জাইনের বাবা টেলিফোন করে ছেলের জো বাইডেন প্রশাসনে গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ পাওয়ার খবর জানিয়েছেন। পদটি কী, তা না বুঝলেও তাঁরা এটা বুঝতে পেরেছেন, বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষমতাশালী দেশের প্রেসিডেন্টের প্রশাসনে দায়িত্ব পাওয়া অনেক বড় গর্বের, অনেক সম্মানের।

জাইন সিদ্দিকীর আরেক চাচা বাক্কী মিয়া জানান, চার বছর আগে জাইনকে নিয়ে গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে এসেছিলেন মোস্তাক আহম্মেদ সিদ্দিকী। তাঁরা বাড়িতে এক দিন ছিলেন। পুরো গ্রাম ঘুরে বেড়িয়েছেন। এরপর কিশোরগঞ্জ যান আরেক আত্মীয়ের বাড়িতে বেড়াতে।

জাইনের তিন চাচি বিমলা, লুৎফুন্নাহার ও হেলেনা খাতুন জানান, শেষবার বাবার সঙ্গে জাইন যখন বাড়িতে আসেন, আধাপাকা টিনশেড ঘরে রাত যাপন করেছেন সাদাসিধাভাবে। তখন নিজেরাই (চাচি) রান্না করে তাঁদের খাইয়েছেন। খেয়েছেন টাকি মাছের ভর্তা, লাউ শাক, ছোট মাছ, দেশি মুরগি ও মাষকলাইয়ের ডাল। এ ছাড়া নানা ধরনের পিঠাপুলিও খেয়েছেন। বাড়ির পাশের নরসুন্দা নদীতে চড়েছেন নৌকায়। এর আগেও আরো দুইবার বাবা, মা ও দাদির সঙ্গে গ্রামের বাড়ি বেড়াতে আসেন জাইন।

বাড়িটির সামনে রয়েছে একটি মাদরাসা। মাদরাসাটি জাইনের চাচা মাহবুব সিদ্দিকীর নামে। প্রতিষ্ঠা করেছেন দাদা আবু বক্কর সিদ্দিকী। এই মাদরাসার প্রধান মো. আল আমিন জানান, জাইন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের ডেপুটি চিফ অব স্টাফের সিনিয়র অ্যাডভাইজার হয়েছেন, এই খবর তাঁর বাবা টেলিফোনে জানানোর পর গত শুক্রবার জুমার নামাজের পর মসজিদে মিলাদ পড়িয়ে মুসল্লিসহ গ্রামের মানুষকে মিষ্টিমুখ করানো হয়েছে।

জানতে চাইলে জাইনের ফুফু নাহিদ পারভীন মনি বলেন, 'জাইন যুক্তরাষ্ট্রে এত বড় একটি পদে নিয়োগ পাওয়ায় আমরা সবাই খুব আনন্দিত।' মনি জানান, পাঁচ ভাই ও তিন বোনের মধ্যে সবার বড় জাইনের বাবা, থাকেন নিউ ইয়র্কে। তাঁদের এক ভাই মারা গেছেন। অন্যরা কানাডার মন্ট্রিয়লে বসবাস করেন।

জাইনের বাবা মোস্তাক আহম্মেদ সিদ্দিকীকে টেলিফোন করলে বলেন, 'হোয়াইট হাউসের গুরুত্বপূর্ন পদে জাইন নিয়োগ পেয়েছে তার নিজের যোগ্যতায়। এত বড় একটি পদে তার নিয়োগ পাওয়াটা একজন বাংলাদেশি হিসেবে আমাদের যেমন গর্বের, তেমনি ময়মনসিংহের মানুষের, নান্দাইলের মানুষের পাশাপাশি দেশের সব মানুষেরই গর্বের। সবাই তার জন্য দোয়া করবেন, যেন সে তার দায়িত্ব ঠিকমতো পালন করে দেশের সম্মান আরো বাড়াতে পারে।'

জাইন সিদ্দিকীর বেড়ে ওঠা যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্কে। প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি ও ইয়েল ল স্কুল থেকে গ্র্যাজুয়েশন সম্পন্ন করা জাইন বর্তমানে বাইডেন-কমলা ট্রানজিশন টিমে অভ্যন্তরীণ ও অর্থনৈতিক টিমের চিফ অব স্টাফ হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি গত বছর কমলা হ্যারিসের ভাইস প্রেসিডেনশিয়াল বিতর্কের প্রস্তুতি টিমের সদস্য ছিলেন। এর আগে তিনি বেটো ও'রোরকের প্রেসিডেনশিয়াল প্রচারদলের ডেপুটি পলিসি ডিরেক্টর ছিলেন। তিনি সিনেট ক্যাম্পেইন টিমের সিনিয়র পলিসি অ্যাডভাইজার হিসেবেও কাজ করেছেন। মার্কিন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি এলেনা কাগান, ডিসি সার্কিটির আপিল আদালতের বিচারক ডেভিড ট্যাটেল ও ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট ফর দ্য সেন্ট্রাল ডিস্ট্রিক্ট অব ক্যালিফোর্নিয়ার বিচারক ডিন প্রেগের সনের অধীনে ল ক্লার্ক হিসেবেও কাজ করেছেন জাইন।

সৌজন্যে: কালের কণ্ঠ

বাইডেনের শপথ অনুষ্ঠানের নিরাপত্তায় অবরুদ্ধ

(প্রথম পাতার পর)

পরিস্থিতি মোকাবিলায় মিশিগান, পেনসিলভেনিয়া, ভার্জিনিয়া, ওয়াশিংটন, উইসকনসিন ও ক্যালিফোর্নিয়ার রাজধানীতে নামানো হয়েছে ন্যাশনাল গার্ড। টেক্সাসে শনিবার থেকে বুধবার পর্যন্ত সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে রাজ্য ক্যাপিটল ভবন। রাজধানী ওয়াশিংটনের পার্শ্ববর্তী রোনাল্ড রিগ্যান ইন্টারন্যাশনাল ও ডালাস ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টের নিরাপত্তা ঢেলে সাজানো হয়েছে। নিয়মিত বাহিনীর পাশাপাশি মোতায়েন করা হয়েছেবিভিন্ন সংস্থার লোকজন। তল্লাশী চালানো হচ্ছে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বিশেষ ডগ স্কোয়াড ব্যবহার করে। টিএসএ এডমিনিস্ট্রেটর ডেভিড প্যাকোস্কি জানান, গোটাদেশ থেকে ওয়াশিংটন-গামী সকল ফ্লাইটে বাড়ানো হয়েছে ইউএস মার্শালের সংখ্যা । সকল এয়ারলাইনস যেকোন ধরনের অস্ত্র পরিবহন নিষিদ্ধ করেছে। বন্ধ করেছে ইন-ফ্লাইটে সব ধরনের এলকোহল পরিবেশন। এয়ারপোর্টসমূহ এফবিআইয়ের নো-ফ্লাই তালিকায় থাকা অভ্যন্তরীণ সম্ভাব্য সন্ত্রাসীদের যাচাই-বাছাই করে ইস্যু করছে বোডিং পাস। এফবিআইসহ ফেডারল সংস্থার কাছে তথ্য রয়েছে, বোলাগো নামের একটি চরম ডানপন্থি গ্রুপ দ্বিতীয় গৃহযুদ্ধ শুরু করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। তারা রাজধানীতে সশস্ত্র আক্রমণের পরিকল্পনা করছে।

এদিকে, ৬ জানুয়ারির ক্যাপিটল ভবনে হামলার পর গোয়েন্দারা এই অভ্যন্তরীণ সহিংসায় উস্কানিতে রাশিয়া, চীন ও ইরানের সংশ্লিষ্টতা খুঁজে পেয়েছেন। এসব দেশ বিদ্বেষমূলক বার্তা ছড়াতে ট্রাম্পের উগ্রবাদী সমর্থকদের নানাভাবে মদত যোগাচ্ছে বলে একটি যৌথ তদন্তে উঠে এসেছে। এছাড়া ফ্রান্সের একজন কম্পিউটার প্রোগ্রামার ৬ জানুয়ারির ক্যাপিটল হিলে হামলার ঠিক আগে ৫ লাখ ডলার মূল্যের বিটকয়েন ভার্চুয়ালি ট্রান্সফার করেছে আমেরিকার উগ্রবাদী ডানপন্থি গ্রুপের কাছে। এ বিষয়ে এফবিআই তদন্ত অব্যাহত রেখেছে। অনেক এয়ার-লাইনস তাদের ওয়াশিংটনগামী ফ্লাইটে আসন সংখ্যা কমিয়ে দিয়েছে। এমট্রাক ট্রেনে চালানো হচ্ছে তল্লাশী। ওয়াশিংটনে প্রবেশকারী সব বাসও এর বাইরে নয়। বাইডেনের শপথ অনুষ্ঠানের স্থল ক্যাপিটল ভবন এলাকাসহ ন্যাশনাল মল, ওয়াশিংটন মনুমেন্ট, লিঙ্কন মেমোরিয়াল, হোয়াইট হাউজসহ সকল গুরত্বপূর্ণ স্থাপনায় সাত ফুট উঁচু স্টিলের নিরাপত্তা বেষ্টনী দিয়ে তার উপর বসানো হয়েছে ধারালো ফলার মতো বর্ম। সারা নগরী ছেয়ে আছে ন্যাশনাল গার্ড সদস্যে। ওয়াশিংটকে এখন চেনাই মুশকিল। সেনাদের সশস্ত্র টহল ছাড়া আর কিছুই নজরে আসছে না।

নিরাপত্তা চৌকিতে তল্লাশীকালীন শনিবার ওয়াশিংটন ডাউনটাউনে ১৭ রাউন্ড গুলিভর্তি একটি অত্যাধুনিক অস্ত্রসহ ভার্জিনিয়ার বাসিন্দা ওয়েসলি বিলার (৩১)কে গ্রেফতার করা হয়েছে। ক্যাপিটল ভবনের নিকটবর্তী একটি চেক পয়েন্টে থেকে তাকে আটক করা হয়। বিলারের পিকআপ ট্রাক থেকে উদ্ধার করা হয় ৫০৯ রাউন্ড গুলি। ক্যাপিটল পুলিশ তার নিকট থেকে বাইডেনের অভিষেক অনুষ্ঠানের একটি জাল আমন্ত্রণপত্রও উদ্ধার করেছে।


STAR
Photography
NEHER SIDDIQUEE
917-476-6628, 718-371-8334


বাফেলো বাংলা
www.buffalobangla.com


Homeopathy & Herbal
হোমিওপ্যাথিক এন্ড হারবাল
ডাঃ এস.কে.শর্মা
D.H.M.S (B.D) N.M.C (USA) Homeopathic Specialist
আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, আজই একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন। আমাদের এখানে নিম্নে রোগগুলির চিকিৎসা করা হয়।
আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
37-15 73rd Street, Jackson heights, NY 11372.
Cell: 917-285-4804, Ph: 718-898-0939
www.vhvshop.com


পার্কচেস্টারে
অভিজ্ঞ বাংলাদেশি ডাক্তার
আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি
TEL: 917-634-9600
917-634-9601
FAX: 888-776-0872
We Provide EKG, Echocardiogram, TLC Exam, Different blood test and much more
1268 White Plains Road, Bronx, NY 10602
E-mail: nyccommunitymedicalcare@gmail.com
Web: www.nyccommunitymedicalcare.com
372 East 204th Street, Bronx, NY 10467


ALL YOUR NEED REAL ESTATE
BUYING & SELLING.
Tusher Bhuiyan
Century 21
Tri-Boro Terrace Realty
31-08, Astoria Boulevard,
Astoria, New York, NY 11102
Business: (718) 721-2700, Ext. 19
Fax: (718) 721-7033
Cellular: (646) 732-9150
E-Mail: tusherb@aol.com
Each Office is Independently Owned and Operate


ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE
Free Diabetic machine
15% Off
Vitamins, Nutrition & Homeopathic
ASTORIA PHARMACY
Ph: 718-278-3772
JACKSON HEIGHTS PHARMACY
Ph: 718-779-1444
LONG ISLAND CITY CHEMISTS
Ph: 718-392-8049
OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm

হিলসাইডে বাংলাদেশী ডাক্তার

ডাঃ মোঃ কাওসার রশীদ

Tel: 718-457-8323, 718-457-7360

LAW OFFICES

of
ANDREW MOULINOS
(Licensed Attorney)

মজিবুর রহমান

718-545-2600, 917-834-9269

*Bankruptcy, Divorce
*Major Accident Cases
*Business, Incorporation
*Investment
*Estate, Litigation
*Landlord & Tenant Commercial
*Real Estate Closing
*Trade Disputes

যোগাযোগ : মুজিবুর রহমান ৯১৭-৮৩৪-৯২৬৯

23-52 31st. Street. Astoria. NY 11105

জামাইকা ও গ্রীন পয়েন্টে বাংলাদেশী ডেন্টিস্ট



ডা. মাফুজুল হাসান ডি.ডি.এস

DR. MAFUJUL HASAN D.D.S.

জামাইকা অফিস
170-08, Hillside Ave.
Jamaica, NY 11432
Ph: 718-291-2710

গ্রীনপয়েন্ট অফিস
48-41, Green Point Ave.
Sunnyside, NY 11104
Ph: 718-392-2858

KARNAFULLY TAX SERVICES INC

DENTAL



Visa Co
Implant & Veneers

ডাঃ মোহাম্মদ নাঈম
ডাঃ ফেরদৌস হুসনে

Elmhurst Location:
81-46 Baxter Ave.
Elmhurst, NY
Tel: 718-478-1700

ARMAN CHOWDHURY, CPA

- INDIVIDUAL INCOME TAX RETURN
- BUSINESS TAX RETURN
- NON-PROFIT TAX RETURN
- ACCOUNTING & BOOKKEEPING
- RETIREMENT AND INVESTMENT PLANNING
- TAX RESOLUTION SPECIALIST
- ISLAMIC HOME FINANCING

সঠিক ও নির্ভুলভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়

718-475-5686

7 DAYS OPEN



KARNAFULLY TAX SERVICES INC

কর্ণফুলী ইনকাম ট্যাক্স সার্ভিসেস
KARNAFULLY TAX SERVICES INC

We are Licensed by the IRS

CPA & Enrolled Agent

ইনকাম ট্যাক্স

- Individual Tax Returns (All States)
- Self Employed (taxi driver and vendor), Rental Sole Proprietorship
- Small Business
- Corporate Tax Return
- Partnership Tax Return
- Current Year / Prior Years' & Amended Tax Returns
- Individual Tax ID Numbers (ITIN)

Direct Deposit

একাউন্টিং

- Payroll, W-2's, Pay Checks,
- Pay subs, Sales Tax, Quarterly & Year-end filings

NEW BUSINESS SETUP

- Corporation
- Small business (S-corp)
- Partnership
- LLC/SMLLC

ইমিগ্রেশন

- Petition for Alien relatives
- Apply for citizenship or Passport
- Affidavit of Support
- Condition Removal on Green Card
- Reentry Permit
- Adjustment of Status

Representation taxpayers IRS & State tax audit.

আমাদের ফার্মে রয়েছে অভিজ্ঞ
CPA & Enrolled Agent

Special Price for W2 File



Mohammed Hasem, EA, MBA
MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
Admitted to Practice before the IRS
IRS Certifying Acceptance Agent

ENROLLED AGENT

Office Hours:
Monday - Saturday
10:00am - 8pm

Tax Preparation fee pay by Credit card

Ph: 718-205-6040, 718-205-6010, Fax : 718-424-0313

karnafullytax@yahoo.com, www.karnafullytax.com

37-20 74th Street, 2nd Floor, Jackson Heights

বাইডেনের প্রথম দিনই বাতিল হচ্ছে মুসলিম প্রবেশ নিষেধাজ্ঞা

(প্রথম পাতার পর)

এফবিআইয়ের এমন আশঙ্কার পরিপ্রেক্ষিতে যুক্তরাষ্ট্রের সব অঙ্গরাজ্যে সতর্কতা জারি করা হয়েছে। এর মধ্যে গত শুক্রবার রাতে ওয়াশিংটনে আগ্নেয়াস্ত্র এবং অর্ধশতাধিক গুলিসহ এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। আগামী বুধবার যে জায়গায় বাইডেনের শপথ অনুষ্ঠান হবে, তিনি ওই এলাকায় যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। পুলিশ তাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে মামলা করেছে। গ্রেপ্তারের পর ভার্জিনিয়া এলাকার ওয়েসলি বিলার নামের ওই বাসিন্দা আদালতে জানান, তিনি ক্যাপিটলের পার্শ্ববর্তী এলাকায় একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে নিরাপত্তাকর্মী হিসেবে কাজ করেন। ভুল করে তিনি গাড়িতে আগ্নেয়াস্ত্র রেখে দিয়েছিলেন। ওয়াশিংটনের আদালত জামিন দিলেও ওই ব্যক্তিকে ওয়াশিংটনের বাইরে থাকার আদেশ দিয়েছেন।

বাইডেনের চিফ অব স্টাফ হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন রন ক্লেইন। বাইডেনের প্রশাসনে যাঁরা হোয়াইট হাউসের শীর্ষ পদে থাকবেন, সম্প্রতি তাঁদেরকে একটি স্মারকলিপি পাঠিয়েছেন ক্লেইন। সেখানে তিনি লিখেছেন, জো বাইডেন প্রথম কর্মদিবসেই প্রায় এক ডজন নির্বাহী আদেশে সই করবেন। করোনা মহামারি, যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি, জলবায়ু পরিবর্তন ও বর্ণ বৈষম্য বিষয়ে এসব আদেশ দেবেন তিনি। স্মারকলিপিতে ক্লেইন বলেন, 'এই চারটি ইস্যুতে প্রথম কর্মদিবসেই কার্যকরী পদক্ষেপ নেবেন নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট। তিনি এসব বিষয় কেবল সমাধানের চেষ্টা করবেন না, একই সঙ্গে বিশ্ব দরবারে যুক্তরাষ্ট্রের ভাবমূর্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করবেন।'

নির্বাচনী প্রচারের সময় বাইডেন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তিনি বিজয়ী হলে যুক্তরাষ্ট্র আবারও প্যারিস জলবায়ু চুক্তিতে ফিরে যাবে। ক্লেইনের ভাষ্য অনুযায়ী, প্রথম কর্মদিবসেই সেই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করতে যাচ্ছেন বাইডেন।

ক্ষমতায় আসার পরই সাতটি মুসলিম প্রধান দেশের নাগরিকদের যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ বন্ধ করে দেন বর্তমান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। পরে এই তালিকা তিনি আরো দীর্ঘ করেন। বর্তমানে ১৩টি দেশের নাগরিকদের যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের ক্ষেত্রে নানা বিধিনিষেধ রয়েছে। ক্লেইন জানিয়েছেন, দায়িত্বের প্রথম দিনই সাত মুসলিম দেশের নাগরিকদের যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের নিষেধাজ্ঞা বাইডেন বাতিল করে দেবেন।

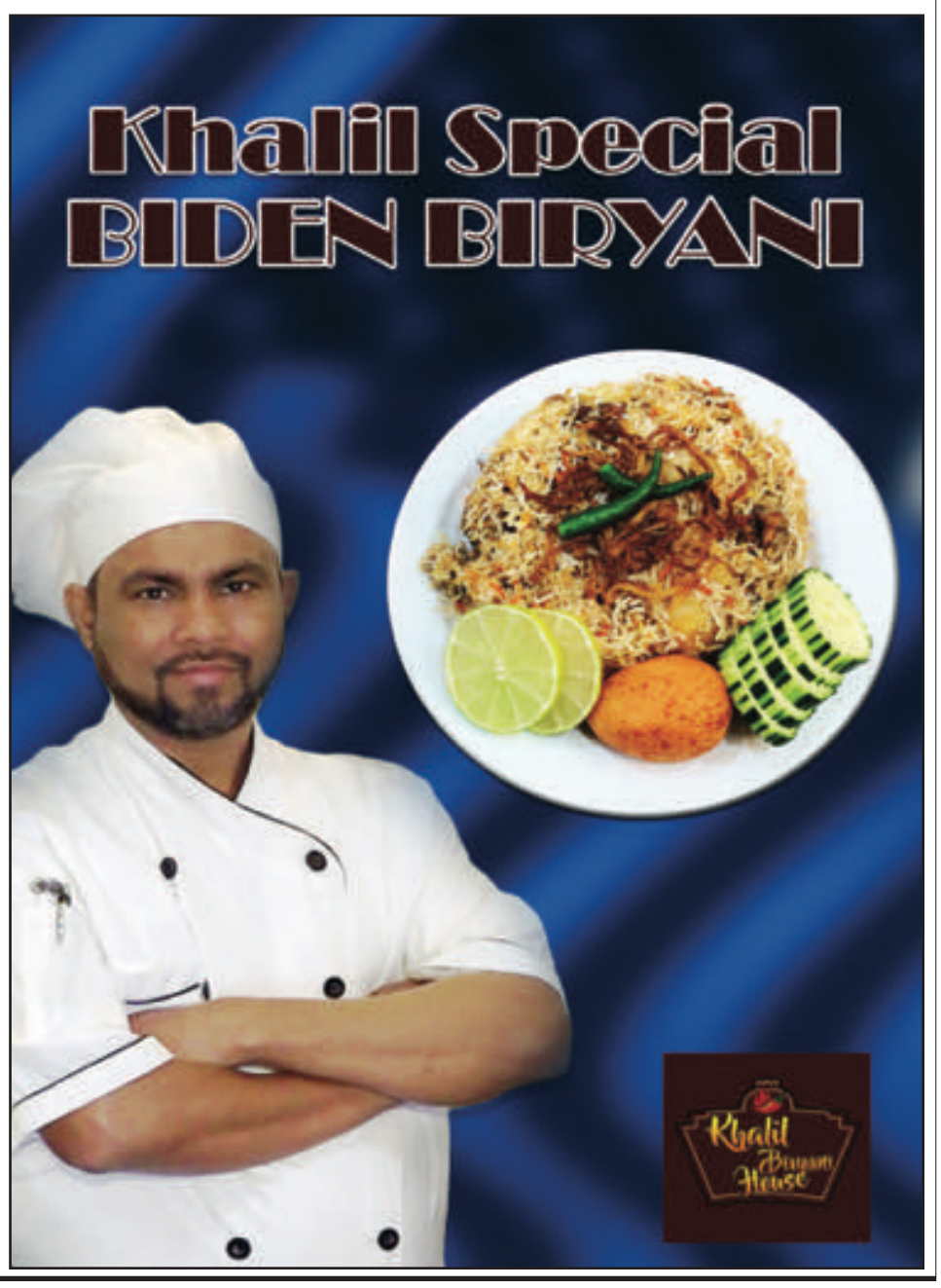
বিশ্লেষকরা বলছেন, দায়িত্ব নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বাইডেনকে অনেকগুলো চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হবে। সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো করোনা মহামারি। করোনায় যুক্তরাষ্ট্রে মৃতের সংখ্যা দ্রুতগতিতে চার লাখের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। দৈনিক শনাক্ত রোগীর সংখ্যা প্রায় দেড় লাখ।

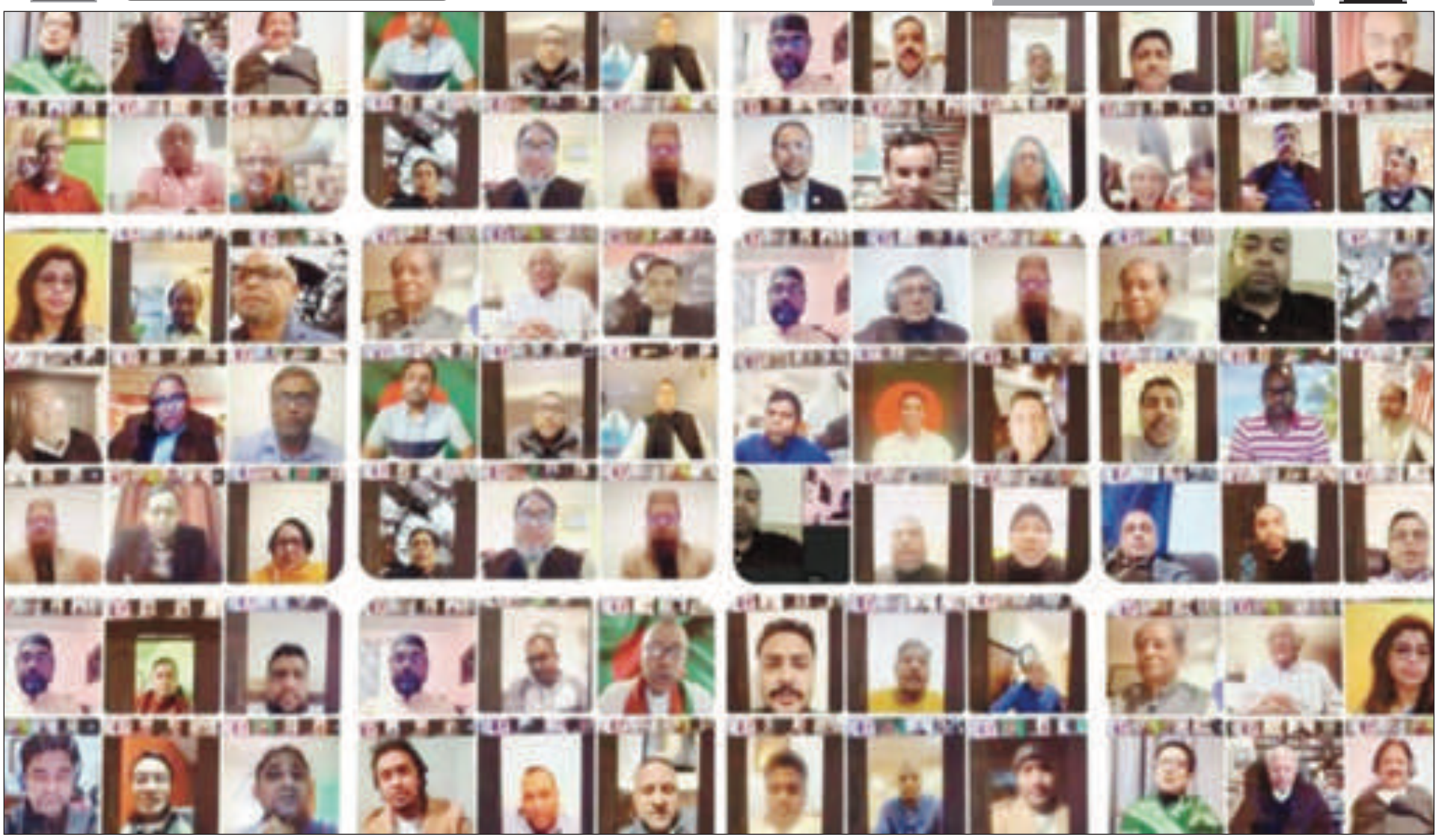
কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা বাইডেনের জন্য আরেকটি বড় চ্যালেঞ্জ। কারণ, মহামারির কারণে যুক্তরাষ্ট্রে বেকার মানুষের সংখ্যা প্রায় এক কোটি বেড়ে গেছে। এ ছাড়া ট্রাম্পের কয়েক কোটি সমর্থক বাইডেনকে নতুন প্রেসিডেন্ট হিসেবে মেনে নিতে রাজি নন। এই বিষয়টিও বাইডেনের জন্য একটা বাড়তি চাপ বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা।











যুক্তরাষ্ট্র আ. লীগের উদ্যোগে

ঐতিহাসিক স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস পালন

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): 'জাতির জনক' স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস পালন উপলক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ ভার্চুয়াল আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল করেছে। দিনটি স্মরণে ১০ জানুয়ারী সন্ধ্যায় আয়োজিত সভায় সভাপতিত্ব করেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সভাপতি ড. সিদ্দিকুর রহমান। সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে বাংলাদেশ থেকে যুক্ত হয়ে বক্তব্য রাখেন জাতীয় সংসদে জনপ্রশাসন মন্ত্রনালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কোষাধ্যক্ষ এইচ এন আশিকুর রহমান এমপি। এছাড়াও বিশেষ অতিথি ছিলেন নিউইয়র্কস্থ বাংলাদেশ কনস্যুলেটে নিযুক্ত কনসাল জেনারেল সাদিয়া ফয়জুননেসা ও রংপুরের মিঠাপুকুর উপজেলা আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি রেহানা আশিকুর রহমান। দলীয় সূত্রে এই তথ্য জানা গেছে। খবর ইউএনএ'র।

যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সামাদ আজাদ ও প্রচার সম্পাদক হাজী এনাম দুলাল মিয়ার যৌথ সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সভায় পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত ও বিশেষ দোয়া পরিচালনা করেন নিউইয়র্কেও বাইতুল ইসলাম জামে মসজিদ ও ইসলামিক সেন্টারের ঈমাম ও খতিব মাওলানা রহমত উল্লাহ।

সভায় স্বাগত বক্তব্যে সভাপতি ড. সিদ্দিকুর রহমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারের উন্নয়ন কর্মকান্ডের কথা তুলে ধরে বলেন, বঙ্গবন্ধু কন্যা বাংলাদেশকে ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করতে অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। সকল ভেদাভেদ ভুলে জাতির জনকের স্বপ্ন সোনার বাংলা গড়তে শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালি করতে সবাইকে এক সাথে কাজ করতে হবে।

সভায় এইচ এন আশিকুর রহমান এমপি তার বক্তব্যে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের কর্মকান্ডের প্রশংসা করেন এবং বাংলাদেশের উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার উপর গুরুত্বারোপ করেন।

সাদিয়া ফয়জুননেসা বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমাদেও স্বাধীনতা-স্বার্বভৌমত্ব দিয়েছেন। তাঁর সুযোগ্য কন্যা জাতিকে সোনার বাংলা উপহার দিতে কাজ করে চলেছেন।

সভায় অতিথিবৃন্দ সহ আরো বক্তব্য রাখেন যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গবন্ধু পরিষদের সভাপতি এবং একুশে প্রদকপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা ড. নুরুন নবী, যুক্তরাষ্ট্র আওয়মী লীগে অন্যতম উদেষ্টা ডা. মাসুদুল হাসান, বেলজিয়াম আওয়ামী লীগের সভাপতি বজলুল রশিদ ভুলু, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি সামছুদ্দীন আজাদ ও ডা. মোহাম্মদ আলী মানিক, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নিজাম চৌধুরী, সাংগঠনিক সম্পাদক দেওয়ান মহিউদ্দিন, কৃষি বিষয়ক সম্পাদক আশরাফুজজামান, মুক্তিযুদ্ধা বিষয়ক সম্পাদক মুজাহিদুল ইসলাম, আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক দেওয়ান বজলু, মহিলা বিষয়ক সম্পাদক শিরিন আক্তার দিবা, প্রবাসী বিষয়ক সম্পাদক মোঃ সোলায়মান আলী, উপ-দপ্তর সম্পাদক আব্দুল মালেক, কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য সাহানারা রহমান, আলী হোসেন গজনবী, খুরশেদ খন্দকার, নিউইয়র্ক স্টেট আওয়ামী লীগের সভাপতি মজিবুর রহমান মিয়া, নিউজার্সী স্টেট আওয়ামী লীগের সভাপতি আজমল আলী, কানেকটিকাট স্টেট আওয়ামী লীগের সভাপতি জেহাদুল হক জিহাদ, পেনসেলভেনিয়া স্টেট আওয়ামী লীগের সভাপতি বীর মুক্তিযুদ্ধা আবু তাহের, নিউ ইংল্যান্ড স্টেট আওয়ামী লীগের সভাপতি ইউসুফ চৌধুরী, ভার্জিনিয়া স্টেট আওয়ামী লীগের সভাপতি আবুল কালাম আজাদ, মিশিগান স্টেট আওয়ামী লীগের সভাপতি ফারুক আহমদ চান, ক্যালোফোনিয়া স্টেট আওয়ামী লীগের সভাপতি শফিকুর রহমান, সাউথ জার্সি মেট্রো আওয়ামী লীগের সভাপতি সামছুল ইসলাম শাহাজান, নিউজার্সী স্টেট আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সাংবাদিক বিশ্বজিৎ দে বাবলু, কানেকটিকাট স্টেট আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হুমায়ুন আহমেদ চৌধুরী, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আরিফুর রহমান, পেনলেভেনিয়া স্টেট আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আবু সাইদ খান, নিউ ইংল্যান্ড স্টেট আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ইকবাল ইউসুফ, মেট্রো ওয়াশিংটন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মাহমুদ নবী বাকি, মিশিগান স্টেট আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আবু মুসা, ক্যালোফোনিয়া স্টেট আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ডা. রবি আলম, অপস্টেট সিটি আওয়ামা লীগের আহবায়ক প্রফেসার মিজানুর রহমান, মিশিগান মহানগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ মোতালিব।

এছাড়াও সভায় অংশ নেন মুক্তিযুদ্ধা আব্দুল মুকিত চৌধুরী, নিউইয়র্ক স্টেট আওয়ামী লীগের সহসভাপতি শেখ আতিকুল ইসলাম ও রফিকুল ইসলাম, বাংলাদেশ আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগের সহ, আন্তর্জাতিক সম্পাদক শাখাওয়াত বিশ্বাস, নিউজার্সী স্টেট আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি রেজাউল করিম চৌধুরী, সাংগঠনিক সম্পাদক সাঈদ উর রহমান, সাদিক রহমান, ভার্জিনিয়া স্টেট আওয়ামী লীগের সহসভাপতি দস্তগীর জাহাঙ্গীর, জর্জিয়া স্টেট আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নুরুল তালুকদার নাহিদ, সাংগঠনিক সম্পাদক হুমায়ুন কবির, শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক স্বীকৃতি বড়ুয়া, প্রচার সম্পাদক ইসমাইল স্বপন, উপপ্রচার সম্পাদক ফিরোজ আলম, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ নেতা জুনেদ এ খান, সাবেক চেয়াম্যান আবুল কাসেম, কফিল চৌধুরী, শ্যামল কান্তি, হারুনুর রশিদ, স্বপন কর্মকার, শাহ সেলিম আহমদ, পেটারসন সিটি আওয়ামী লীগের আহবায়ক শাহেক হোসেন, যুক্তরাষ্ট্র স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাধারণ সম্পাদক সুবল দেব নাথ, সহ সভাপতি এবাদুল হক এবাদ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ গোলাম কিবরিয়া জামান, সাংগঠনিক সম্পাদক কামাল হোসেন রাকিব, প্রচার সম্পাদক সাইফুল আলম, নিউইয়র্ক স্টেট স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি গাজী ওহিদুজ্জামান লিটন ও সাধারণ সম্পাদক আবেদ, সহ সভাপতি সালাউদ্দিন বিপ্লব নিউইয়র্ক মহানগর স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ ছাত্র লীগের সাবেক নেতা হেলাল মিয়া, যুক্তরাষ্ট্র ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি জয়নাল আবদীন জয়, সাবেক সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর এইচ মিয়া, সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সাহিদুল হক রাসেল, ছাত্রলীগ নেতা শাহরিয়ার হোসেন রুবেল, জহিরুল ইসলাম জয়, এ.এম ফয়েজ, মোঃ হুমায়ুন কবির মুক্তিযোদ্ধা যুব কমান্ড কেন্দ্রীয় কমিটির মোঃ শহিদুল ইসলাম, ছদর উদ্দীন আহমেদ, মোঃ জহুরুল ইসলাম, আসাদুজ্জামান আসাদ, মোঃ রফিকুল ইসলাম, মোঃ শাকিল রহমান, নাজিম উদ্দীন প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

বসুরহাটের ব্যতিক্রমী ভোটে জিতলেন কাদের মির্জা

(প্রথম পাতার পর)

সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ, নিজ দলের এমপি-সিনিয়র নেতাদের অবিরাম সমালোচনা আর অনিয়ম-দুর্নীতির বিষয়ে তির্যক কথাবার্তা- ওই পৌর নির্বাচনের প্রতি মানুষকে কৌতূহলী করে তোলে। দেখা গেল, অন্য যে কোনো পৌরসভার চেয়ে শান্তিপূর্ণ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন হয়েছে বসুরহাটে। ক্ষমতাসীন দলের প্রার্থীসহ বিএনপি ও জামায়াত সমর্থিত স্বতন্ত্র প্রার্থীও স্বীকার করে নিয়েছেন ভোট সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য হয়েছে। ব্যতিক্রমী এ নির্বাচনে মেয়র পদে হ্যাটট্রিক বিজয় অর্জন করলেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরের ভাই আবদুল কাদের মির্জা। রিটার্নিং কর্মকর্তা মোহাম্মদ রবিউল আলমের দেওয়া ঘোষণা অনুযায়ী, আবদুল কাদের মির্জা ১০ হাজার ৭৩৮ ভোট পেয়ে বেসরকারিভাবে নির্বাচিত হয়েছেন। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপির কামাল উদ্দিন চৌধুরী পেয়েছেন ১ হাজার ৭৭৮ ভোট আর জামায়াত সমর্থিত স্বতন্ত্র প্রার্থী মোশাররফ হোসাইন ১ হাজার ৪৫১ ভোট। কোনো গোলযোগ ছাড়াই ভোট গ্রহণ হয়। ২১ হাজার ১১৫ ভোটারের এ পৌরসভায় কেন্দ্রে ভোটারের উপস্থিতিও ছিল ব্যাপক।

উৎসবমুখর পরিবেশে প্রথমবারের মতো ইভিএম পদ্ধতিতে ভোটাররা ভোট দেন। সহিংসতা, সংঘাতের সব জল্পনা-কল্পনা পাশ কাটিয়ে শান্তিপূর্ণ নির্বাচন হওয়ায় সব দলের প্রার্থী খুশি। এর আগে কাদের মির্জা একের পর এক পথসভায় দলীয় কয়েকজন সংসদ সদস্যের বিরুদ্ধে তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ তোলেন। ভাইকেও ছেড়ে কথা বলেননি তিনি। দলের অন্য সিনিয়র নেতাদের উদ্দেশেও বাক্যবাণ ছুড়ে দেন। সংসদ নির্বাচন নিয়ে তাঁর বক্তব্য জাতীয় রাজনীতিতে বিরোধী দলগুলো অনিয়মের নজির হিসেবে তুলে ধরলে জাতীয় অঙ্গনেও আলোচনায় আসেন তিনি। গতকাল অনুষ্ঠিত এ নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর তিনি বলেন, 'অপরাজনীতি'র বিরুদ্ধে তিনি আগের মতোই কথা বলে যাবেন।

ফল ঘোষণার পর সমর্থকদের নিয়ে বসুরহাট রূপালী চত্বরে তাৎক্ষণিক বিজয় সমাবেশ করে সবাইকে ধন্যবাদ জানানোর পাশাপাশি সে প্রসঙ্গেও কথা বলেন কাদের মির্জা। তিনি বলেন, আজকের এ বিজয় অন্যায়-অবিচার-জুলুমের বিরুদ্ধে ন্যায় প্রতিষ্ঠার বিজয়। বাঙালি জাতির স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শের বিজয়, এ বিজয় জননেত্রী শেখ হাসিনার উন্নয়নের বিজয়। এ বিজয় জননেতা ওবায়দুল কাদেরের উন্নয়নের বিজয়। তিনি বলেন, আমি আমৃত্যু অন্যায়, অবিচার, অপরাজনীতির বিরুদ্ধে কথা বলে যাব। যেসব ওয়াদা আপনাদের সঙ্গে করেছি জীবনের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে হলেও তা পূরণ করব।

বক্তব্যে তিনি স্থানীয় প্রশাসন, নির্বাচন কমিশন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সব বাহিনী, গণমাধ্যমকর্মী, দলীয় নেতা-কর্মী, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীসহ সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান। এ সময় তিনি সারা দেশে দলের ত্যাগী নেতা-কর্মীদের প্রতি বিজয়কে উৎসর্গের ঘোষণা দেন। বলেন, আমি আমৃতু অন্যায়, অবিচার, অপরাজনীতির বিরুদ্ধে কথা বলে যাব। যেসব ওয়াদা আপনাদের সঙ্গে করেছি জীবনের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে হলেও তা পূরণ করব।

এ নির্বাচনে জয় পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দলের নেতা-কর্মীরা স্লোগান দিয়ে তাঁকে বরণ করে নেন। জবাবে আবদুল কাদের মির্জা তাদের সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানান। এ সময় কিছু কর্মীর নাম উল্লেখ করে তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান তিনি।

এর আগে সকাল ৮টায় শুরু হয়ে শান্তিপূর্ণভাবে ভোট গ্রহণ চলে বিকাল ৪টা পর্যন্ত। ভোটার উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। বিশেষ করে নারী ভোটারের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে জমে ওঠে এবারের বসুরহাটের পৌর নির্বাচন।

নির্বাচনের শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখতে মাঠে ছিলেন পুলিশ, র‍্যাব, বিজিবি ও আনসারের ৪০০ সদস্য, র‍্যাবের তিনটি টিম, বিজিবির চার প্লাটুন, পুলিশের মোবাইল টিম নয়টি, স্ট্রাইকিং টিম দুটি, নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নয়জন ও জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট একজন। এ নির্বাচনে প্রধান দুই দলের প্রার্থীসহ মেয়র প্রার্থী তিন, সাধারণ কাউন্সিলর প্রার্থী ২৫ ও সংরক্ষিত (নারী) কাউন্সিলর প্রার্থী সাতজন। ১৯৯০ সালে প্রতিষ্ঠিত বসুরহাট পৌরসভায় মোট ভোটার ২১ হাজার ১১৫ জন। এর মধ্যে নারী ১০ হাজার ৪৯, পুরুষ ১০ হাজার ৬২১ জন।



ওয়াশিংটনে দূতাবাসে রাষ্ট্রদূত

(শেষের পাতার পর)

বাংলাদেশ দূতাবাসে যোগদান করেছেন। এসময় দূতাবাসের কর্মকর্তা এবং কর্মচারীবৃন্দ তাকে ফুলের তোড়া দিয়ে অভ্যর্থনা জানান। তিনি ১৬তম রাষ্ট্রদূত হিসেবে মোহাম্মদ জিয়াউদ্দিন-এর স্থলাভিষিক্ত হলেন।

জানা যায়, দূতাবাসে আগমনের পর রাষ্ট্রদূত 'জাতির জনক' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আবক্ষমূর্তিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। পরে তিনি বঙ্গবন্ধু অডিটরিয়ামে রাষ্ট্রদূত দূতাবাসের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সঙ্গে সাধারণ সভায় বক্তব্য রাখেন।

রাষ্ট্রদূত ইসলাম সকলকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে বাংলাদেশের স্বার্থ রক্ষায় সর্বোচ্চ অবদান রাখার আহবান জানান। তিনি কর্মকর্তাদের সাথে পৃথক সভা করেন এবং বিভিন্ন বিষয় নিয়ে মতবিনিময় করেন। রাষ্ট্রদূত কনস্যুলার সেবার অধিকতর উন্নয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং অর্থনৈতিক কার্যক্রম বৃদ্ধির উপরও বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেন। রাষ্ট্রদূত ইসলাম নতুন দায়িত্ব গ্রহণের জন্য গত ৮ জানুয়ারী ওয়াশিংটনে এসে ৬ দিনের কেয়ারেন্টিনে ছিলেন।

এলোমেলো ভাবনা

(শেষের পাতার পর)

অনুষ্ঠানের কি অবস্থা?ট্রাম্পের বিদায়ই বা কেমোন হবে?

-এত প্রশ্ন?

এ আর এমোন কি? প্রশ্নতো থাকতেই পারে, কি বলো?

- হ্যাঁ হ্যাঁ তা পারে। আলবৎ পারে। বাইডেনের শপথ অনুষ্ঠান হবে যথাসময়ে। আর তোমার মহান প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের বিদায় হবে বেদনার। ঠিক আছে?

হুম। আমি জনতে চাচ্ছি কি ঘটে চলেছে পেছনে? শুনলাম জুলিয়ানীর ফিস আটকে গেছে গ্যাড়াকলে!

-ট্রাম্প মহাশয় দারুন ক্ষেপে আছেন মিঃ জুলিয়ানীর উপর! এখন নাকি কথা বলাও বন্ধ। হোয়াইট হাউস জুলিয়ানীর ফোন কল ব্লক কওে দিয়েছে। তিনি নাকি সব নষ্টের মূল।

তা একদম সঠিক সিদ্ধান্ত। শতভাগ সঠিক। আশা দিয়ে দিয়ে বেচারা কে ফতুর করে ছেড়েছেন! প্রতিদিন ২০ হাজার ডলার! চিন্তা করা যায়।

কিন্তু শুনেছি ট্রাম্প পরিত্যাগ করলেও তিনি আঁটার মতো লেগে আছেন। সঙ্গ ত্যাগে রাজি নয়।

- হবে হয়তো। আসল স্বার্থ উদ্ধার হয়নি যে!

সেট আবার কি?

- আরে বাবা। সেটা বুঝলেনা? পারডন। মানে সকল অপকর্মের দায় থেকে মুক্তি।

আচ্ছা তাই বলো। তাই ব্যাটা পিছু ছাড়তে চাইছেনা। একদম জোঁকের মতো লেগে আছে। আচ্ছা তিনি কি নিজেকে পারডন করেছেন? করতে পারেন?

- তাঁর অনেক শুভাকাঙ্খী এই কাজে বিরত থাকতে নিষেধ করেছেন শুনেছি! এটা আখেরে কাজ নাও দিতে পারে।

তিনি কি পরামর্শ মেনে নেবেন। আচ্ছা, তিনি কবে ছাড়ছেন সাদাবাড়ী, মানে হোয়াইট হাউস।

- শুনেছি বুধবার সকালে। বাইডেনের শপথ গ্রহণের আগে আগে।

তার মানে তিনি হোয়াইট হাউসের সময় সবটাই এনজয় করতে চান।

- ক্ষতি কি। আরো চার বছরতো থাকা হলোনা। তবে মনকে সান্তনা দিতে পারবেন এই ভেবে যে চেষ্টার কোন কসুর করেন নি। মামলা হামলা সব করে দেখেছেন। কপাল খারাপ, কাজে আসেনি কূটচাল!

তা কোথায় যাবেন? ফ্লোরিডায়?

- আপাতত গন্তব্য পামবিচ।

পত্রিকায় দেখেছিলাম কি জানি নাম? হ্যাঁ মার এ লাগো ক্লাব। ওখানের বাসিন্দারা তাঁকে প্রতিবেশী হিসাবে মেনে নিতে রাজি নয়! আয়রল্যান্ডও তাঁকে গ্রহন করতে চাইলো না! ভীষন দুঃখ হয় তাঁর জন্য! তবে তাঁর নতুন প্রেসিডেন্ট বাইডেনকে অভিনন্দন জানিয়ে নির্বাচন মেনে নেয়া হতো সবচেয়ে উত্তম সিদ্ধান্ত। উচিত ছিল বাইডেনর অভিষেক অনুষ্ঠানে হাজির থাকা। কিন্তু তিনি যে ট্রাম্প! নাছোড় এবং নাদিম। এই প্রবাদটা তাঁর বেলায় যথার্থ খনতো একরাশ অপমান আর লজ্জা সাথে করে বিদায় নিতে হচ্ছে। আচ্ছা, তাঁর ইমপিচের কি হবে এখন?

- ইমপিচ আর্টিকেল সিনেটে উঠার অপেক্ষায়। সিনেটে এটি পাশ হলে অনেক কিছুই ঘটতে পারে। প্রেসিডেন্টের অনেক প্রিভিলেজ হারাতে পারেন। এমন কি কাঠগড়ার মুখোমুখিও হতে পারেন। অবশ্য সেটা সময় বলবে।

তিনি যে ট্রাম্প ইজমের (ট্রাম্পতত্ত্ব) বীজ রেখে গেলেন সেটার কি হবে? এটাইতো এখন সবচেয়ে বেশী সমস্যার কারণ হয়ে দেখা দিয়েছে!

- এটা এখন আমেরিকার জন্য আসলেই চ্যালেঞ্জিং বিষয়। বাইডেন তো সব সময় ঐক্যবদ্ধ ইউনাইটেড আমেরিকার জন্য আবেদন রাখছেন সকলের প্রতি। কেবল এক ব্যাক্তি বা এক দলের আহবানে কি কাজ হব? এজন্য রিপাবলিকানদের দেশের স্বার্থে আরো উদার নৈতিক মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসা উচিত। আর তা অবশ্যই এখনই, কোন সময় নষ্ট না করে।

কিন্তু রিপাবলিকান পার্টির মাত্র ১ জন কংগ্রেসের সদস্য এই ইমপিচমেন্টে পার্টির বিরুদ্ধে ভোট দিলেন। বাকি ১৯৭ জন আইন প্রণেতা প্রেসিডেন্ট বা পার্টির অনুগত। আমি বলছি এরাই কি পার্টিও মধ্যে বিবেকবান! সবখানেই এক চিত্র। কি তৃতীয় বিশ্ব বা ফাষ্ট ওয়ার্ল্ড। আসলে সবাই অন্ধ, দলকানা!

কি বলো ?

- তাতো শতভাগ সত্য। সব জায়গায় এই রাজনীতির সংকীর্ণতা বিরাজমান ! তাপরও এই কঠিন সময়ে দশজন রিপাবলিকান সদস্যেও ভূমিকা ঐতিহাসিক। গণতন্ত্রের বিরাট বিজয় বলতে পারো। এখন সিনেটে কি হয় ইমপিচ প্রস্তাবের ভাগ্যে, কি ঘটে তা দেখতে সারা বিশ্বের মানুষ অপেক্ষা করছে।

আচ্ছা, শুনলাম প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প তাঁর বিদায়ের একটি ফেয়ার ওয়েল অনুষ্ঠানের আয়োজন করছেন তিনি নিজেই উদ্যোগী হয়ে।

- এমোন খবর আমিও দেখেছি। তিনি ম্যারিল্যন্ড জয়েন্ট এয়ারফোর্স বেস এন্ডোসে একটি অনুষ্ঠান করবেন। যেখানে লাল গালিচা অথাৎ রেড কার্পেট বিছানো হবে। সামরিক বাহিনীর সদস্যরা কুচ-কাওয়াজ করবে। এই প্যারেডের অভিবাদন গ্রহন করবেন প্রেসিডেন্ট। জানানো হবে ২১ গান স্যালুট।

বিউগলে বেজে উঠবে বিদায়ের করুণ সুর। ফাইটার জেল এয়ারফোর্স ওয়ানকে এস্কট করে নিয়ে যাবে ইত্যাদি।

এরকমতো আগে শুনিনি।বিদায়ী কোন প্রেসিডেন্ট এমন অনুষ্ঠান করেছেন বলে।

- শুনোনি মানে কি ? ধরো এখন শুনলে। আর তিনি তো অন্য কেউ নন। তিনি তিনিই। ডোনাল্ট ট্রাম্প!

আর ফাষ্টলেডি ? তাঁর কোন খবর দেখছি না।

- মানে ? তিনি বহাল তবিয়তে, সহি সালামত আছেন।

যাক শুনে প্রীত হলাম।

- শোন, ডেটলাইন জানুয়ারী ২০। এন্ড্রু এয়ারফোর্স বেস। ফেয়ার ওয়েল শুরু হয় হয়। রুডি জুলিয়ানী হন্ত দন্ত হয়ে পৌঁছালেন। কিন্তু বিধি বাম তাঁকে প্রবেশ ফটকে আটকে দিল নিরাপত্তা রক্ষী। কি আর করা ভেতরে ঢুকতে না পেরে বসে পড়লেন। তখন তাঁর একটা চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে মাথায়। প্রেসিডেন্ট কি যাবার আগে পারডনটা সাইন করে গেছেন?

ডলার না হয় গেলো! কিন্ত যদি... আর ভাবতে পারলেন না। দুই হাত মাথায় চেপে বসে পড়লেন।

কতক্ষন এভাবে ছিলেন নিজেই বলতে পারেন না। হঠাৎ সিকিউরিটি গার্ডের ধাক্কায় সম্বিৎ ফিরে পেলেন। ততক্ষনে ট্রাম্প উড়াল দিয়েছেন। গার্ড জিজ্ঞেস করলো কি হলো বাড়ী যাবেন না ? কি হয়েছে ? তিনি বললেন ভাই আমার আম ছালা দুটোই গেছে! (চলবে)

গুনাহ ত্যাগ করতে সহায়ক ১০ উপদেশ

(শেষের পাতার পর)

মনে এই বিশ্বাস সদা জাগ্রত রাখা যে মহান আল্লাহ তোমাকে দেখছেন এবং তোমার গোপনীয় বিষয়গুলোও তিনি অবগত। সুতরাং যখনই তুমি তোমার পরিবার-পরিজন থেকে গোপনে থাক না কেন, আল্লাহ তাআলা থেকে তুমি গোপনে থাকতে পারবে না। আল্লাহ তোমার অবস্থা দেখেন।

২ . দুনিয়াতে পাপের পরিণাম কী হবে এবং তোমার অন্তর, তোমার পরিবার ও রিজিকের ওপর কী প্রভাব পড়বে- তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা। গুনাহ অন্তরকে কঠোর করে দেয়, পেরেশানি ডেকে আনে এবং রিজিক হ্রাস করে করে দেয়।

৩. মৃত্যুর সময় ও মৃত্যুর পর কবরে গুনাহের কারণে কী কী ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে- সে ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করা। কেননা তোমার গুনাহ তোমার নিকৃষ্ট পরিসমাপ্তি হতে পারে অথবা কবরে তোমার আজাবের কারণ হতে পারে।

৪. অসৎ সঙ্গ থেকে দূরত্ব বজায় রাখা, যা পাপকে স্মরণ করিয়ে দেয় এবং তাতে উৎসাহী হয়।

৫. আল্লাহর কাছে দোয়া করা, যাতে তিনি গুনাহ থেকে বাঁচিয়ে রাখেন এবং এর প্রভাব থেকে মুক্ত থাকার ব্যাপারে সাহায্য করেন।

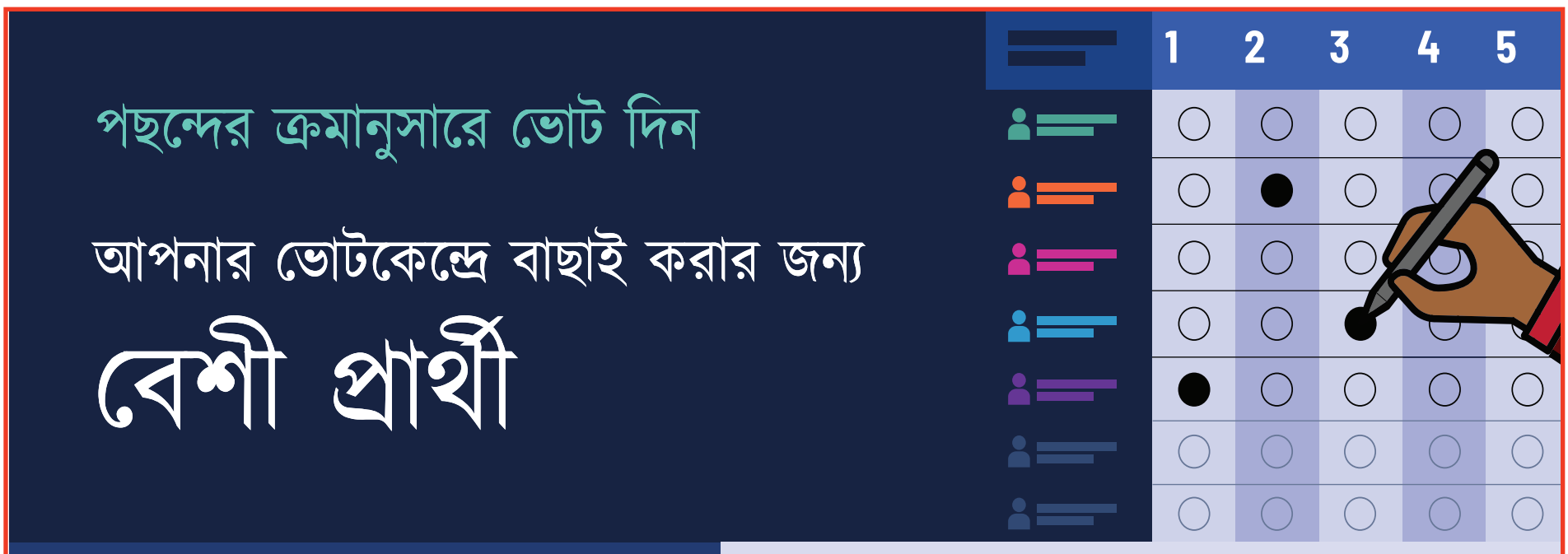
৬. অবসর সময়কে দ্বিন ও দুনিয়ার উপকার ও কল্যাণমূলক কাজে ভরে দেওয়া। কেননা অবসরতা হলো পদস্খলন ও গুনাহের দরজা।

৭. আগের মনীষীরা কিভাবে গুনাহ ত্যাগ করার ক্ষেত্রে সফল হয়েছেন- সেই সব ঘটনাবলি নিয়ে ভাবো।

৮. অন্তর ছেয়ে যায় এবং আল্লাহর ভয় বাড়িয়ে দেয়- এমন সব উপদেশাবলি (ওয়াজ, বয়ান ইত্যাদি) শ্রবণ করা।

৯. জান্নাতের নেয়ামতরাজির ব্যাপারে আলোচনা করা। কেননা সেসব নিয়ামত মুত্তাকিদের জন্য, যারা নিষিদ্ধ বস্তু পরিহার করেছে।

১০. জেনে রেখো, অবশ্যই আল্লাহ তাআলা জাহান্নামকে সৃষ্টি করেছেন এবং সেটিকে বানিয়েছেন মুখ ফিরিয়ে নেওয়া ব্যক্তিদের জন্য। আর হয়তো তুমি গুনাহে অনড় থাকার কারণে জাহান্নামের অধিবাসী হতে পার।



পছন্দের ক্রমানুসারে ভোট দিন

আপনার ভোটকেন্দ্রে বাছাই করার জন্য

বেশী প্রার্থী

২০২১ সালে, নিউ ইয়র্ক শহরের সকল প্রাথমিক এবং বিশেষ নির্বাচনগুলোতে পছন্দের ক্রমানুসারে ভোট দেয়ার প্রক্রিয়া ব্যবহার করা হবে

আগামীতে অনুষ্ঠিতব্য বিশেষ নির্বাচন

▶ ২ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ – কুইন্স সিটি কাউন্সিল ডিসট্রিক্ট

অগ্রিম ভোট – ২৩ জানুয়ারি – ৩১ জানুয়ারি

পছন্দের ক্রমানুসারে ভোটদানের প্রক্রিয়া

আপনি পছন্দের ক্রমানুসারে **সর্বাধিক ৫ জন প্রার্থীকে** ভোট দিতে পারবেন।

▶ আপনার প্রথম পছন্দের প্রার্থীকে বাছাই করুন এবং ভোট দেয়ার জন্য ১ম পছন্দ লেখা কলামে তাঁর নামের পাশের বৃত্তটি ভরাট করুন

▶ আপনার পছন্দের দ্বিতীয় প্রার্থী থাকলে, ভোট দিতে ২য় পছন্দ লেখা কলামে তাঁর নামের পাশের বৃত্তটি ভরাট করুন

▶ এই ভাবে আপনি সর্বাধিক ৫ জন প্রার্থীকে পছন্দের ক্রমানুসারে ভোট দিতে পারবেন

- আপনি চাইলে কেবল মাত্র একজন প্রার্থীকে ভোট দিয়ে বাকী কলামগুলো খালি রাখতে পারবেন
- আপনি প্রতিটি কলামে কেবলমাত্র একজন প্রার্থীকে ভোট দিতে পারবেন
- আপনি একজন প্রার্থীকে একবারের বেশী ভোট দিতে পারবেন না

আপনার ভোট কেন্দ্র, অগ্রিম ভোটদানের সময়সূচী এবং পছন্দের ক্রমানুসারে ভোট দেওয়া সম্পর্কে জানতে আমাদের ওয়েব সাইট **VOTE.NYC** দেখুন অথবা **1-866-VOTE-NYC** নম্বরে কল করুন।

NYC RANKED CHOICE VOTING

VOTE NYC

Board of Elections City of New York



সাহিত্য সাময়িকী

যুতসই শব্দের খোঁজে

বিমল গুহ

ডিকশনারি খুঁজতে গিয়ে কাল
একটাও যুতসই শব্দ চোখে পড়লো না
পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা খুলে দেখি সর্বত্র ধূসর বর্ণের আস্তরণ
বাঁকা-লেংড়া-পোড়খাওয়া শব্দরাজি স্তরে স্তরে রয়েছে সাজানো
কোনো কোনো শব্দ বেশ চাতুর্য শিখেছে
ব্যবহারে-অপব্যবহারে চরিত্র হারিয়ে
বসে আছে মেকিরূপ নিয়ে
কোনো শব্দ খুব বেশি জড়ানো পেঁচানো,
কোনো শব্দ ফাঁপা প্রকৃত অর্থ হারিয়ে ভাঁড় সেজে আছে!

দু-চারটি জেদী শব্দের দেখা মেলে ডিকশনারির শেষের পাতায়
তারা চায় হার্দ্য খোলামেলা পরিসর
চায় নিরপেক্ষ বাক্যে স্বচ্ছ যুত-ব্যবহার
চায় হারানো গৌরব নিয়ে দাঁড়াতে আবার;
কোনো শব্দ মেদবহুল অসম খাবারে রুচি তার
তাই যত্রতত্র যুক্ত হয় আমন্ত্রণহীন
অর্থহীন ঝঙ্কারে দিতে চায় দিগন্ত কাঁপিয়ে
উচ্চারণ মাত্রই!
কবিতার নামে হ্রেষা রবগুলি যদি উহ্য থাকতো এবার
প্রকৃত শব্দপুঞ্জ জ্বলে উঠতো হাতের আঙুলে
আসন্ন প্রত্যুষে যে-রকম ছায়াবৃক্ষ ভেদ করে জ্বলেওঠে আলো!

অপব্যবহৃত শব্দগুলি উঠে দাঁড়াচ্ছে এখন;
তরুণ প্রজন্মের কবিকূল
এসব খুঁজে নিতে ভীষণ তৎপর,
দেখো– অপব্যবহৃত শব্দগুলি প্রতিবাদী হয়ে উঠছে দ্রুত
এরাই একদিন সমাজ বদলের নিশানা দেখাবে আমাদের
সেদিন এ শব্দগুলি স্থান পাবে
নবমুদ্রিত ডিকশনারির পাতায় পাতায়
যুতসই শব্দের খোঁজে নতুন প্রজন্ম তৎপর!

কতকাল মুগ্ধ হইনা আমি

মনিজা রহমান

যেন সেই কতকাল মুগ্ধ হইনা আমি!
মুগ্ধতা জমেনা কোন নৈ:শব্দ্যের ধারাপাতে,
পাতার গায়ে ক্লোরোফিলের মত সবুজ মুগ্ধতা
কিংবা ক্ষীরের বাটিতে পাতলা সরের মত
আমি ভুলে গেছি শেষ কবে মুগ্ধ হয়েছিলাম!
আকাশে তাকিয়ে অকারণে দেখেছি চলমান মেঘ;
ঝরে পড়া তুষারের গায়ে লিখে রেখেছিলাম নাম
মন্ত্রের মুগ্ধতায় সীমিত করেছি গন্ডি।
অস্থির দিনরাত ছুঁড়ে দিয়ে অজ্ঞাত কূলশীলকে-
গৈরিক বেশে হেঁটে গেছি জলের কিনার দিয়ে।

কোন সে সাহসী কবি

মুজতাহিদ ফারুকী

নগরী মুখর ছিল, তবু অন্ধকার শপাং শপাং অদৃশ্য চাবুক
গলায় পরানো ফাঁস, কশার উল্লাস
গ্রাস করে আর্ত গোঙা স্বর
মানুষেরা নির্বিকার রপ্ত করে মূর্তিমান গাছের স্বভাব;
দরদী আঙুলে ছুঁতে কে পারে ঢেউয়ের মন, বনের কোরাস
কে পারে শোনাতে গাঢ় পাতার বাঁশিতে অন্তঃস্বলা জলের নিঃশ্বাস
কোন সে সাহসী কবি কায়াহীন আরণ্যক ছন্দ মূর্ছনায়
স্বরলিপি করেন রচনা ফেনায়িত সাগরের গুপ্ত বেদনার?
দানবের তান্ডবে অবয়বহীন কোনও স্বপ্নের বজ্রচেরা কণা
রক্তকণিকায় কাটা সুতার বুননে জুড়ে দিতে পারে গণদেবতার চোখে
কে আছে এমন কারিগর, কার প্রেমে জগদ্দল নিরেট পাথর
প্রাণ পাবে, কালরাত শেষে ফের ঘুম ভেঙে দাঁড়াবে মানুষ!

অরণ্যবাস

মাসুম আহমদ

আমার ভিতরে একটা রঙধনু বাস করে
এই কথাটা যখন রাষ্ট্র হলো,
তখন সব মাযহাব
আমার বিরুদ্ধে চলে গেলো।

অত:পর আমাকে দু'হাত দিয়ে মুখ ঢেকে
দরজার বাহিরে যেতে হয়।
আমি আঙুলের ফাঁক দিয়ে দেখি
আগুনের সাথে খেলা করতে করতে
জেগে উঠছে উইন্টারের প্রথম স্নোম্যান,
নির্জন কোন গ্রাম দৌড়াতে দৌড়াতে
শহরের দিকে ছুটে আসছে,
আমার ভিতরের রঙধনুটা
কথা বলছে মেঘেদের সাথে।

তারপরেও,
ব্যস্ত নির্ঘুম কোন একটা শহরে
মানুষ যে একা থাকতে পারে,
এটা কাউকেই বিশ্বাস করানো গেলো না।
তাই আমিও কাউকে আর বলতে গেলাম না -
আমি পিথাগোরাসের সূত্র হয়ে
আরেকবার জন্মগ্রহণ করেছিলাম,
আমার একটা পুরাতন ইচ্ছা
ইজিপশিয়ান পিরামিডে বন্দী হয়ে আছে,
এবং এই পৃথিবীটা খুবই ক্ষুধার্ত!

অবাধ্য আক্রোশ

আতাউর রহমান মিলাদ

হয়তো দিগম্বর ছিলেনা স্বেচ্ছায়
কেচ্ছা কাহিনী গড়ে উঠেছে গল্পের অধিক
হয়তো সময় বিবস্ত্র করেছে, তোমাকে
কিংবা মানুষ বিবস্ত্র করেছে সময়কে
আসলে দৃষ্টিভঙ্গিই সব
কি দেখছো, কিভাবে দেখছো
কতটা দূরে-কতটা কাছে

মনের জানালা খুলে দিলে বুঝা যায়
মনটাই জানালা
আকাশভরা রঙিন হরফ
পর্দার আড়ালে আদিম প্রাচীর পর্দা,
মোহগ্রস্ত মানুষের মনের গোপন ঘোমটা

জলভরা কলসকে উল্টো করে দেখেছি
সেখানেও ঢেউ আছে, নিস্তরঙ্গ
জমাট জলের
বুঝে নিতে হয় আকারে ইঙ্গিতে, অনুভবে

মাথার ভেতর তরতাজা দুপুর
আঙুল বুনে তপ্ত রোদের কোরাস

পুকুর খননের প্রস্তুতি চলছে, পথের বাঁকে
কুৎসিৎ ও সৌন্দর্যের
হাসি ও হাহাকার হারিয়ে যাচ্ছে
সেলাই করা মৌসুমী জলের ভাঁজে

গহ্বর

মৃণালিনী মৃণাল

অমাবস্যার অন্ধকার ঠেলে প্রাচীন গহ্বর
মজুরের রক্তে, নতুন আলোর বীজ বপণ।
ঘামে ভেজা কৃষকের দিন গুনে যায় অঙ্কুরোদগম;
মাটি চিরে বেরিয়ে আসবে সম্ভাব্যময় আশার ফসল।

রক্ত- মাংস বর্জিত অসংখ্য চারা কঙ্কাল
ধীরে ধীরে স্তূপীকৃত পাহাড় গড়ে তোলে
মাটি থেকে অবশিষ্ট মাংসপিন্ড খুবলে নেয় ধারালো নখ।

রক্ত মাখা খড়ের আঁটির চাল
প্রাগৈতিহাসিক কালের গুহার ছায়ায় জীবাশ্ম
নানা দেব- দেবী মূর্তির বিশেষ রূপ ওঠে ফোটে।

দৃষ্টি এবং তীর

দ্বীপ সরকার

তীর ছুঁড়লেই তাকে বলা যায়না তীরন্দাজ
মাঝে মধ্যে দিক ভুল হয়
তারচে' আমার দিকে একটিবার চোখ নিক্ষেপ করে দ্যাখো
ঝরে পড়ছি তোমাতে,
তোমার দিকে ক্রমশঃ টলে যাচ্ছি ঢলে যাচ্ছি
তীর কেবলই বধকরণ ক্রিয়াকে বলা যায়
অথচ কারো কারো দৃষ্টি
গহীন থেকে টানে আর টানে







বৃহৎ পরিসরে খলিল বিরিয়ানী

(শেষের পাতার পর)

পরিচালনা করেন বাংলা বাজার জামে মসজিদের ইমাম ও খতিব মাওলানা আবুল কালাম ইয়াহিয়া।

প্রতিষ্ঠানটির স্বত্তাধিকারী মো: খলিলুর রহমান মাহফিলে আগত অতিথীদের স্বাগত জানান। এসময় কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত থেকে শুভ কামনা জানান। পরে কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ ফিতা কেটে প্রতিষ্ঠানটির উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন মাওলানা শহীদুল্লাহ।

অনুষ্ঠানে খলিলুর রহমান জানান, গ্রাহকদের চাহিদার কথা বিবেচনা করে বৃহৎ পরিসরে খলিল বিরিয়ানী হাউজ উদ্বোধন করার কথা ছিলো গত ১৬ ডিসেম্বর। কিন্তু সিটি প্রশাসন ইনডোর ডাইনিং বন্ধ ঘোষণা করায় তা যথাসময়ে করা সম্ভব হয়নি। তিনি জানান, নতুন ঠিকানার সামনে আউটডোরে গ্রাহকদের বসার ব্যবস্থা রয়েছে। সীমিত আকারে হলেও এই প্যানডামিকের সময়ে গ্রাহকদের যথাসাধ্য সেবা দেয়ার প্রত্যাশার কথা জানান তিনি।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মাঝে বক্তব্য রাখেন বাংলা বাজার বিজনেস এসোসিয়েশনের সভাপতি জাকি চৌধুরী, এডভোকেট এন মজুমদার, বেলাল ইসলাম, এ ইসলাম মামুন, কামরুজ্জামান বাবু, স্বপন তালুকদার, মোজাফফর হোসেন প্রমুখ কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ। তারা সকলেই প্রতিষ্ঠানের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করেন।

এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সিরাজুল ইসলাম খান, মনজুর চৌধুরী জগলু, সুমন চৌধুরী, আবুল কালাম আজাদ, আবু জাফর, সাইদুর রহমান লিংকন, শারমিন তানিয়া, মাকসুদা আহমেদ সহ কমিউনিটির নেতৃবৃন্দ।

এদিকে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের অভিষেক উপলক্ষে খলিল বিরিয়ানীর সকল খাবারে মূল্যহ্রাস ঘোষণা করা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের ৪৬তম প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিসের অভিষেক অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে ২০ জানুয়ারী বুধবার সারাদিন খলিল বিরিয়ানীর সকল খাদ্য সাগ্রীতে ২০% মূল্য হ্রাস ঘোষণা করেছে কর্তৃপক্ষ। চাইনিজ খাবার এবং মিস্টি সামগ্রীও এই মূল্যহ্রাসের অর্ন্তভুক্ত থাকবে। এই সুযোগ গ্রহণ করার জন্য প্রবাসী বাংলাদেশীদের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী মো: খলিলুর রহমান।

ট্রাম্পের কাছে সামরিক

(প্রথম পাতার পর)

কাগজপত্রের ছবি তুলেছেন। সেটি দেখে সোশ্যাল মিডিয়ায় আলোচনা চলছে। প্রশ্ন উঠছে যাওয়ার সময় কি সামরিক শাসন জারির প্রস্তাব নিয়ে যাচ্ছিলেন ওই ব্যবসায়ী? সব বড় বড় মার্কিন সংবাদপত্রে আজ এই খবরটি বেশ ফলাও করে প্রকাশিত হয়েছে। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সঙ্গে দেখা করতে যাওয়া এই ব্যবসায়ীর নাম মাইকেল লিন্ডেল। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের মাই পিল্লো বলে একটি কম্পানির প্রধান নির্বাহী। এটি মূলত বিছানা ও বালিশ বিক্রির একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। শুক্রবার, ১৫ জানুয়ারী, মাইকেল লিন্ডেল হোয়াইট হাউসে যান প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। তিনি যখন ওয়েস্ট উইং এর দিকে যাচ্ছেন তখন তার ছবি ধরা পড়ে ওয়াশিংটন পোস্টের স্টাফ ফটোগ্রাফার জ্যাবিন বটসফোর্ডের ক্যামেরায়। ছবিতে মিস্টার লিন্ডেলের হাতে ধরা কাগজপত্রে যেসব কথাবার্তা লেখা, তার পাঠ উদ্ধার করে অনেকে আঁতকে উঠেছেন। টুইটারে অনেকে এমন মন্তব্য করেছেন যে, লিন্ডেলের হাত ধরা নোট পড়ে মনে হচ্ছে তিনি যেন যুক্তরাষ্ট্রে সামরিক শাসন জারির প্রস্তাব করতে যাচ্ছেন।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের ক্ষমতা শেষ হয়ে যাচ্ছে চারদিন পরেই, তার জায়গায় ২০ জানুয়ারি নতুন প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নেবেন জো বাইডেন। ট্রাম্প এখনো সমানে দাবি করে যাচ্ছেন যে তিনিই নির্বাচনে জিতেছেন এবং কারচুপির মাধ্যমে জো বাইডেনকে জয়ী দেখানো হচ্ছে।

গত ৬ জানুয়ারি তার ডাকে যে হাজার হাজার সমর্থক ওয়াশিংটন ডিসিতে এক সমাবেশে যোগ দিয়েছিলেন, সেখান থেকে ক্যাপিটল ভবনে সহিংস হামলার পর ট্রাম্প এখন বেশ বেকায়দায় আছেন। তাকে এরই মধ্যে কংগ্রেস দ্বিতীয়বারের মতো ইমপিচ (অভিশংসন) করেছে।

বাইডেন প্রশাসনে দুই মুসলিম

(প্রথম পাতার পর)

কাগজপত্রের ছবি তুলেছেন। সেটি দেখে সোশ্যাল মিডিয়ায় আলোচনা চলছে। প্রশ্ন উঠছে যাওয়ার সময় কি সামরিক শাসন জারির প্রস্তাব নিয়ে যাচ্ছিলেন ওই ব্যবসায়ী? সব বড় বড় মার্কিন সংবাদপত্রে আজ এই খবরটি বেশ ফলাও করে প্রকাশিত হয়েছে। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সঙ্গে দেখা করতে যাওয়া এই ব্যবসায়ীর নাম মাইকেল লিন্ডেল। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের মাই পিল্লো বলে একটি কম্পানির প্রধান নির্বাহী। এটি মূলত বিছানা ও বালিশ বিক্রির একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। শুক্রবার, ১৫ জানুয়ারী, মাইকেল লিন্ডেল হোয়াইট হাউসে যান প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। তিনি যখন ওয়েস্ট উইং এর দিকে যাচ্ছেন তখন তার ছবি ধরা পড়ে ওয়াশিংটন পোস্টের স্টাফ ফটোগ্রাফার জ্যাবিন বটসফোর্ডের ক্যামেরায়। ছবিতে মিস্টার লিন্ডেলের হাতে ধরা কাগজপত্রে যেসব কথাবার্তা লেখা, তার পাঠ উদ্ধার করে অনেকে আঁতকে উঠেছেন। টুইটারে অনেকে এমন মন্তব্য করেছেন যে, লিন্ডেলের হাত ধরা নোট পড়ে মনে হচ্ছে তিনি যেন যুক্তরাষ্ট্রে সামরিক শাসন জারির প্রস্তাব করতে যাচ্ছেন।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের ক্ষমতা শেষ হয়ে যাচ্ছে চারদিন পরেই, তার জায়গায় ২০ জানুয়ারি নতুন প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নেবেন জো বাইডেন। ট্রাম্প এখনো সমানে দাবি করে যাচ্ছেন যে তিনিই নির্বাচনে জিতেছেন এবং কারচুপির মাধ্যমে জো বাইডেনকে জয়ী দেখানো হচ্ছে।

গত ৬ জানুয়ারি তার ডাকে যে হাজার হাজার সমর্থক ওয়াশিংটন ডিসিতে এক সমাবেশে যোগ দিয়েছিলেন, সেখান থেকে ক্যাপিটল ভবনে সহিংস হামলার পর ট্রাম্প এখন বেশ বেকায়দায় আছেন। তাকে এরই মধ্যে কংগ্রেস দ্বিতীয়বারের মতো ইমপিচ (অভিশংসন) করেছে।

বিখ্যাত হতে ধর্ষণের মিথ্যা

(শেষের পাতার পর)

অভিযোগ করেছিলেন হামিজা মুখতার। লাহোরে সংবাদ সম্মেলন ডেকে এই নারী অভিযোগ করেন, বাবর আজম তাকে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, ধর্ষণ করেছেন। এমনকি গর্ভে সন্তান আসায় তাকে গর্ভপাতেও বাধ্য করেন পাকিস্তান অধিনায়ক। পরে নাকি বাবর তাকে মেরে ফেলার হুমকিও দিয়েছেন। ভয়াবহ এই অভিযোগ করলেও অবশেষে নিজেকে বাবরের স্কুলের সহপাঠী পরিচয় দেওয়া এই নারী তুলে নিয়েছেন তার সব অভিযোগ।

পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যম গত ১৫ জানুয়ারী জানিয়েছে, বাবরের বিরুদ্ধে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ তুলে নিয়ে হামিজা মুখতার জানিয়েছেন, পাকিস্তান অধিনায়কের সঙ্গে অতীতে তার কোনো সম্পর্ক ছিল না, এখনো নেই। পাকিস্তানের সংবাদকর্মী সাজ সাদিক ঐদিন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম টুইটারে এ নিয়ে একটি ভিডিও পোস্ট করেন। সেখানে দেখা যায়, হামিজা মুখতার আইনজীবীর সামনে এক চুক্তিনামায় সই করছেন। পরে আইনজীবী তা পড়ে শোনান। সেই আইনজীবী সংবাদমাধ্যমকে জানান, 'কিছু বন্ধুর উসকানিতে' বাবরের বিরুদ্ধে এমন গুরুতর অভিযোগ করেছিলেন হামিজা মুখতার।

তার পক্ষ থেকে অভিযোগ তুলে নেওয়ার বিবৃতি পড়ে শোনান সেই আইনজীবী, 'কোনো চাপ ছাড়াই আমি এই বিবৃতি দিচ্ছি। কিছু বন্ধু আমাকে বলেছিল বাবরের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করো, বিখ্যাত হয়ে যাবে। এরপর আমি এমন কোনো অভিযোগ করলে, আমার বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।'

এর আগে গত ১৪ জানুয়ারী বৃহস্পতিবার হামিজার অভিযোগ শুনানির পর অতিরিক্ত বিচারক মোহাম্মদ নাঈদ নাসিরাবাদ পুলিশকে বাবরের বিরুদ্ধে মামলা দাখিলের নির্দেশ দেন। গত ডিসেম্বরে পাকিস্তান অধিনায়কের বিরুদ্ধে আদালতে কয়েকটি অভিযোগ করেন হামিজা।

বাবর নাকি তাকে 'ভালোবাসার ফাঁদে ফেলে নির্যাতন' করেছিলেন। বাবর ক্রিকেটে উঠে আসার কষ্ট করার সময় তাকে নাকি 'আর্থিকভাবেও সাহায্য করেছিলেন' এই নারী।

এদিকে বাবরের আইনজীবী বলেছিলেন, হামিজা মুখতার তার মক্কেলকে ব্যাকমেল করছেন এবং অভিযোগ তুলে নেওয়ার জন্য ৪৫ লাখ রুপি দাবি করেছেন। পরে সেখান থেকে নেমে ১০ লাখ রুপি এবং শেষ পর্যন্ত ২ লাখ রুপিও দাবি করেছিলেন এই নারী।

বাবরের আইনজীবী আরও দাবি করেছিলেন, ২০১৬ সালেও একবার বাবরকে ব্ল্যাকমেল করেছিলেন হামিজা মুখতার। চোটের কারণে নিউজিল্যান্ড সফরে কোনো ম্যাচ খেলতে পারেননি বাবর।

এই সপ্তাহে অনুশীলন শুরু করেছেন তিনি। এখন তার সামনে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ঘরের মাঠে সিরিজ। আগামী ২৬ জানুয়ারী করাচিতে গড়াবে প্রথম টেস্ট। দুটি টেস্ট ছাড়াও তিনটি টি-টোয়েন্টি খেলবে দক্ষিণ আফ্রিকা। বাবর নিউজিল্যান্ডে থাকতে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ তুলেছিলেন হামিজা মুখতার। এ অভিযোগ নিয়ে বাবরের কাছ থেকে এখনো কোনো মন্তব্য পাওয়া যায়নি। সে সময় অভিযোগকারী এই নারী দাবি করেছিলেন, তাকে হুমকি দিতে তার গাড়ির কাছে গোলাগুলি করা হয়েছে! নিজেকে বাবরের সহপাঠী দাবি করে এই নারী বলেছিলেন, ক্রিকেট ক্যারিয়ার তুঙ্গে ওঠার আগে নাকি তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিল বাবরের।

বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে অবৈধ শারীরিক সম্পর্ক গড়া, গর্ভপাত ও বাবরের কাছ থেকে নিগৃহীত হওয়ার ঘটনায় পুলিশের কাছে নাকি আগেই অভিযোগ করেছিলেন তিনি। পুলিশ নাকি তার অভিযোগ গ্রহণ করেনি। কিন্তু এখন অভিযোগ তুলে নিয়ে সব জটলা পরিষ্কার করলেন তিনি নিজেই।

করোনায় আরো দুই বাংলাদেশীর মৃত্যু

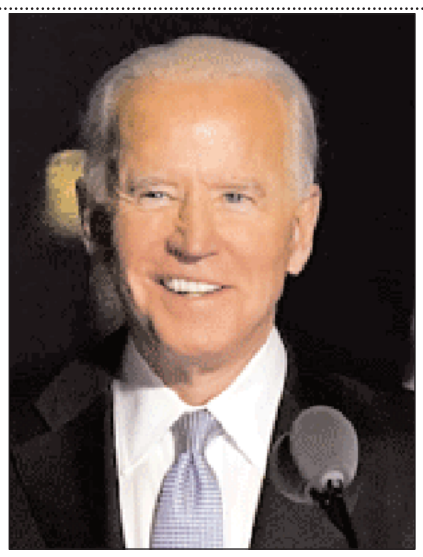
(শেষের পাতার পর)

বাংলাদেশীর মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে।

নিউইয়র্কে বাংলাদেশী কম্যুনিটির পরিচিত মুখ, জামাইকার হিলসাইড এভিনিউর আহমেদ ব্রোকারেজ এর কর্নধার কৃষিবিদ জসিম উদ্দিন আহমেদ (৭০) করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেছেন। (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন)। চিকিৎসাধীন অবস্থায় গত ১৪ জানুয়ারী বৃহস্পতিবার বেলা আড়াইটার দিকে তিনি কুইন্স জেনারেল হাসপাতালে শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন।

এছাড়াও কুইন্সের জামাইকার বিশিষ্ট রিয়েল ইষ্টেট ব্যবসায়ী মাসুদ রানা মহামারী করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। গত ১৫ জানুয়ারী তিনি মৃত্যুবরণ করেন বলে জানিয়েছেন কমিউনিটি নেতা খান শওকত।





যুক্তরাষ্ট্রের ৪৬তম নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের শপথ অনুষ্ঠান ঘিরে ক্যাপিটাল ভবন সহ রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসি-তে ন্যাশনাল গার্ড ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের নিশ্চিদ্র নিরাপত্তার কয়েকটি দৃশ্য। ২০ জানুয়ারী বুধবার মহামারী করোনা ভাইরাসের কারণে ভার্চ্যুয়াল অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তিনি জো বাইডেন শপথ নেবেন।



















Immigrant Elder Home Care LLC

হোম কেয়ার



ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করুন

$২১ প্রতি ঘন্টা

নিউইয়র্ক স্টেটের হেলথ ডিপার্টমেন্টের সিডিপেপ/হোম কেয়ার প্রোগ্রামের মাধ্যমে আপনি ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা শ্বশুড়-শ্বাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের সেবা দিয়ে প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন।

কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।

আজই যোগাযোগ করুন:

গিয়াস আহমেদ, চেয়ারম্যান / সিইও /৯১৭-৭৪৪-৭৩০৮

Corporate Office	Long Island Office	Bronx Office	Ozone Park Office	Buffalo Office
37-45 74st, 2nd Fl	1 Blacksmith Lane	2148 Starling Ave	173 B Forbell Street	842 Walden Avenue
Jackson Heights, NY 11372	Old Hill, NY 11731	Bronx, NY 10462	Brooklyn, NY 11208	Buffalo, NY 14211
917-744-7308, 718-457-8613	718-466-5543	917-744-7308, 718-457-8613	Tell: 917-744-7308	Tel: 347-837-1162

পথচলায় হাবিব ওয়াহিদকে আরও সাবধান হতে হবে

এফ আই দীপু: বাংলাদেশের জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী ও সংগীত পরিচালক হাবিব ওয়াহিদ। দেশের সংগীতে তিনি ভিন্নরকম একটি ধারার জন্ম দিয়েছেন। সেই ধারাটি বেশ জনপ্রিয়তাও পেয়েছে। গানে তার নিজস্বতা আছে এবং সেটি বছরের পর বছর ধরেও রেখেছেন। বলা যায়, গান নিয়ে সব সময় তিনি বেশ প্রশংসিত; কিন্তু ব্যক্তিজীবনে এসে গানের মতো সফলতা পাননি এ সংগীত তারকা। বিশেষ করে তার প্রেম এবং বিয়ে নিয়ে বরাবর বিতর্ক লেগেই থাকে। যদিও সেসব বিতর্কের বিষয়ে কখনই মুখ খোলেননি হাবিব। নিজের মতো করেই ব্যক্তিজীবনকে উপভোগ করেছেন। তবুও তারকা তথ্য দিতে হবে, যাতে বলে কথা, গানের সেখানে কোনো পাশাপাশি তার গরমিল না ব্যক্তিজীবন থাকে। নাহলে নিয়ে ও এতে ভক্তদের সম্পর্কের আগ্রহ জটিলতা থাকাটাই তৈরি হয়। স্বাভাবিক। যেহেতু বিশ্বব্যাপী হাবিব এর সেটাই হয়। আগে ও তাই হাবিবও বিয়ে এবং ব্যক্তিজীবন সংসার নিয়ে নিয়ে সমালোচ- জটিলতার মুখে নার বাইরে থাকতে পড়েছেন, তাই পারেননি। বিষয়টি নিয়ে তার



হাবিবকে নিয়ে এত কথা বলার কারণ, ১২ জানুয়ারি তিনি বিয়ে করেছেন বলে জানা গেছে। বিষয়টি নিজের ফেসবুক ওয়ালে শেয়ার করেছেন এ সংগীত তারকা। বিয়ে করেছেন, করতেই পারেন। এমনকি তার এটি 'তৃতীয় বিয়ে' সেটি নিয়ে অনেকে টিপ্পনি কাটলেও বিয়ে করা দোষের কিছু নয়। কিন্তু এ বিয়ে নিয়ে যখন বিভিন্ন বিভ্রান্তিমূলক তথ্য গণমাধ্যমে শেয়ার করা হয় সেটাই বরং দোষের। তখন সমালোচনাটা একটু বেশি হয়। এই যেমন- হাবিব বিয়ে করেছেন, অথচ তার বাবা সংগীতশিল্পী ফেরদৌস ওয়াহিদ জানেনই না! সংবাদকর্মীদের প্রশ্ন শুনে তিনি উল্টো প্রশ্ন করেন, 'বিয়ে করেছে নাকি?' ঠিক তখনই এ বিয়ে নিয়ে প্রশ্ন তৈরি হয়। আবার এটিও ঠিক, বাবাকে না জানিয়েই বিয়ে করতে পারেন ছেলে।

পারিবারিক সমঝোতা বা সামাজিকতা বাদ দিলে এটিও দোষের নয়। তবুও 'কিন্তু' থেকে যায়। গণমাধ্যমে হাবিব বলেছেন, বিয়ে করেছেন তিন মাস আগে। পথ চলতে গিয়ে হুট করেই তাদের মধ্যে পরিচয় হয়। অথচ বিয়ের পাত্রী অর্থাৎ হাবিবের নতুন বউ উঠতি মডেল আফসানা চৌধুরী শিফা নতুন বছরের শুরুতেই তার ঘনিষ্ঠ কয়েকজন গণমাধ্যম কর্মীকে বলেছেন, নতুন বছরেই তিনি বিয়ে করেছেন। এমনকি তাদের মধ্যে গত ৭/৮ মাস ধরেই প্রেম চলছে। বিয়ের আগে ফোন করে সেই ঘনিষ্ঠ গণমাধ্যমকর্মীদের দোয়াও চেয়েছেন।

ঠিক এখানেই বিভ্রান্তিটা তৈরি হয়। প্রশ্ন জাগে স্বামী-স্ত্রীর কমিটমেন্ট নিয়েও। কারণ গণমাধ্যমে তথ্য দিলে দু'জনে ভেবেচিন্তেই

ব্যক্তিজীবনকেও ভক্তরা অনুসরণ করেন। সুতরাং সেখানে স্বেচ্ছাচারিতার কোনো সুযোগ নেই।



ভালোবাসা ও সহানুভূতি ছড়িয়ে পড়ুক

-আঁখি আলমগীর

বিনোদন ডেস্ক: জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী আঁখি আলমগীর। দীর্ঘ সময় ধরে গান করে চলছেন। এখনও সমান ব্যস্ত তিনি। আর দেশ-বিদেশের স্টেজ শোতে তো বছরজুড়েই ব্যস্ত সময় পার করেন তিনি। যদিও করোনা মহামারীর পর থেকে সংগীতের আগের অবস্থা আর নেই। স্টেজ শো টানা কয়েক মাস বন্ধ ছিলো। এখনও শো আয়োজন হচ্ছে খুব কম। এদিকে আঁখি আলমগীর বেশ সচেতন থেকেই স্টেজ শো করছেন।

সব মিলিয়ে কেমন চলছে দিনকাল? আঁখি বলেন, আছি মোটামুটি। আসলে পৃথিবীর অবস্থাই তো ভালো না। সব এখনও অস্বাভাবিক। তারপরও ভালো থাকার চেষ্টা করছি। সাবধানে থাকছি যতটুকু পারা যায়। স্টেজ শো এর কি অবস্থা? আপনি কি করছেন শো? আঁখি উত্তরে বলেন, কোন কিছুর অবস্থা ভালো নেই। স্টেজ শো এর অবস্থাও তেমন। শো হচ্ছে খুব কম। এটাই স্বাভাবিক এই সময়ে। তারপরও আমি শো করছি টুকটাক করে। যে শোতে মনে হচ্ছে যথেষ্ট নিরাপত্তা রয়েছে, তেমন শোই করার চেষ্টা করি। সবশেষ গতকাল রাতে শো করলাম চাঁদপুরে। অসাধারণ শো হয়েছে। শ্রোতারা যেমন উপভোগ করেছে, আমিও করেছি। এদিকে নতুন বছর শুরু হয়েছে। এ বছর নিয়ে প্রত্যাশা কি? আঁখি বলেন, সবাই ভালো থাকুক সেটাই চাওয়া। গত বছরটি করোনার কারণে একদমই ভালো যায়নি কারো। এ বছর করোনা মহামারী দূর হোক সেটাই চাই। সব আগের মতো স্বাভাবিক হোক। আগের মতো হোক পৃথিবী। আবার গানের জোয়ার শুরু হোক। আঁখি যোগ করে বলেন, মানুষ আরো মানবিক হোক ভালোবাসা ও সহানুভূতি ছড়িয়ে পড়ুক। নেতিবাচক চিন্তা বন্ধ হোক। সবাই ইতিবাচক চিন্তা করি। নতুন গানের কি খবর? আঁখি বলেন, সম্প্রতি সরকারি অনুদানের ও আশির্বাদ চলচ্চিত্রে গান গেয়েছি। বেশ সুন্দর একটি গান হয়েছে। বেশ কিছু ছবির গান করার কথা রয়েছে সামনে। আর নিজের মৌলিক গানও এ বছর প্রকাশের চিন্তা আছে ভিডিওসহ।



ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব শুরু

বিনোদন ডেস্ক: 'উনবিংশ ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব-২০২১' বুধবার (৬ জানুয়ারী) থেকে শুরু হয়েছে। 'নান্দনিক চলচ্চিত্র, মননশীল দর্শক, আলোকিত সমাজ' স্লোগান নিয়ে শুরু হচ্ছে এবারের আসর। মুজিব জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে এবারের আসরটি উৎসর্গ করা হয়েছে 'জাতির পিতা' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি। এবারের উৎসবে মোট ৭৩টি দেশের ২২৬টি চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হবে। রাজধানীর কেন্দ্রীয় গণগ্রন্থাগারের শওকত ওসমান স্মৃতি মিলনায়তন, জাতীয় জাদুঘরের কবি সুফিয়া কামাল ও প্রধান মিলনায়তন, শিল্পকলা একাডেমির চিত্রশালা ও নৃত্যশালা মিলনায়তন এবং শিল্পকলার নন্দন মঞ্চে চলচ্চিত্রগুলো প্রদর্শিত হবে। এ উপলক্ষে ৪ জানুয়ারী সোমবার ঢাকা ক্লাবে আয়োজিত হয় এক সংবাদ সম্মেলন। সেখানে উপস্থিত ছিলেন উৎসবের চেয়ারম্যান কায়সার কামাল, পরিচালক আহমেদ মুজতবা জামাল, তত্ত্বাবধানকারী ম. হামিদ, উৎসব উপদেষ্টা রফিকুজ্জামান, উৎসবের তিন জুরি চলচ্চিত্র সমালোচক মঈনুদ্দীন খালেদ, অভিনেত্রী রোকেয়া প্রাচী ও অভিনেতা ফেরদৌস আহমেদ। সম্মেলনে বলা হয়, উৎসবের অংশ হিসেবে আগামী ১৭-১৮ জানুয়ারী চলচ্চিত্রে নারীর ভূমিকা বিষয়ক 'সপ্তম ঢাকা আন্তর্জাতিক উইমেন ফিল্ম মেকারস্ কনফারেন্স'- অনুষ্ঠিত হবে। ৯ দিনব্যাপী এই উৎসবে বাংলাদেশসহ ৭৩ দেশের ২২৭টি চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হবে। এর মধ্যে পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রের সংখ্যা ১০৭টি, স্বল্পদৈর্ঘ্য ও 'স্বাধীন' চলচ্চিত্রের সংখ্যা ১২০টি। উৎসবে বাংলাদেশের চলচ্চিত্র থাকছে ৪১টি, যার মধ্যে ৩৩টি স্বল্পদৈর্ঘ্য ও স্বাধীন এবং আটটি পূর্ণদৈর্ঘ্য।

এই কনফারেন্সটি প্রতিদিন সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত চলবে। এ ছাড়া ১৯ জানুয়ারী দিনব্যাপী একই ভেন্যুতে আয়োজন করা হয়েছে দেশীয় চলচ্চিত্রের সঙ্গে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রকারদের ভাবনার মিথস্ক্রিয়ামূলক অনুষ্ঠান 'ওয়েস্ট মিটস ইস্ট'। সত্যজিৎ রায়ের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে একটি বিশেষ সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছে ২০ জানুয়ারী বিকাল ৪টায়। এই সেমিনারে আসাদুজ্জামান নূর এমপি, বিচারপতি রিফাত আহমেদ, আন্তর্জাতিক খ্যাতিমান অভিনেত্রী শর্মিলা ঠাকুর, ধৃতমান চ্যাটার্জিসহ আলোচিত ব্যক্তিত্বরা অংশগ্রহণ করবেন।

আবারো ক্ষেপলেন জয়া বচ্চন

বিনোদন ডেস্ক: আবারো পাপারাৎজি দেখে ক্ষেপলেন জয়া বচ্চন। সম্প্রতি, জয়া বচ্চন গিয়েছিলেন ডেন্টাল ক্লিনিকে। তিনি গাড়ি থেকে নামতেই ঝলসে ওঠে ক্যামেরা। ব্যাশ ওমনি জয়া গেলেন ক্ষেপে। তাকে বলতে শোনা গেল, আপনারা এখানেও পৌঁছে গেছেন? কী করে বুঝলেন? বর্ষীয়ান অভিনেত্রীর কথায় ক্ষমা চেয়ে নেন পাপ-ারাৎজি। তাদের বলতে শোনা গেল, জয়ার গাড়ি দেখে তারা চিনতে পেরেছিলেন। ছবি তোলার অপরাধে পাপারাৎজির সঙ্গে খারাপ ব্যবহারের বদনাম জয়া বচ্চনের নতুন নয়। অনেকেই পিছনে কটাক্ষ করে বলেন, বদমেজাজী জয়া। পাপারাৎজিরা ছবি তুললে জয়া কেন রেগে যান? এর আগে এবিষয়ে



শ্বেতা বচ্চন নন্দা জানিয়েছিলেন, তার মা আসলে ক্লাস্ট্রোফোবিক। অর্থাৎ তার মায়ের চারপাশে যখন অনেক লোকজন ভিড় করেন, তখন ওনার আলাদাই অনুভূতি হয়। তাকে জিজ্ঞাসা না করে ছবি তুললে তিনি ভীষণ বিরক্ত হন। কারণ, তিনি পুরনোপন্থী। ওই শিক্ষাতেই শিক্ষিত।

কি হচ্ছে নাটকে?

বিনোদন ডেস্ক: একটা সময় দর্শকরা ড্রয়িং রুমে বসেই পরিবার নিয়ে টিভি নাটক দেখতো। কিন্তু সময়ের পরিক্রমায় ও প্রযুক্তির উৎকর্ষ সাধনে এটি এখন ড্রয়িং রুমে সীমাবদ্ধ নেই। ইউটিউবসহ বিভিন্ন অ্যাপে এখন নাটক দেখছে দর্শকরা। কিন্তু আজকাল কি হচ্ছে নাটকে? এমন প্রশ্ন প্রায়ই শোনা যায় দর্শকের কাছে। বিভিন্ন নাটকের ইউটিউব কমেন্ট বক্সেও দর্শকরা নানা ধরনের প্রতিক্রিয়া জানান। দেশীয় নাটকের কুরুচিপূর্ণ নাম, অশ্লীল দৃশ্য ও সংলাপ এখন যেন ট্রেন্ড হয়ে দাঁড়িয়েছে! একটা সময় 'সকাল সন্ধ্যা', 'অয়ময়', 'রূপনগর', 'শুকতারা', 'কোথাও কেউ নেই', 'আজ রবিবার', 'আমাদের নুরুল হুদা', 'রঙের মানুষ', 'দ্বিতীয়জন' এমন সুন্দর সুন্দর নামের নাটক তৈরি হতো। কিন্তু এখন কুরুচিপূর্ণ টাইটেলের নাটকে ভরপুর চ্যানেল থেকে শুরু করে ইউটিউব। সাম্প্রতিক কিছু নাটকের নাম শুনলেই চোখ কপালে উঠবার কথা! এগুলোও নাটকের নাম? এসব নামের মধ্যে রয়েছে- 'প্লেবয়', 'ফাউ গার্ল' 'গার্লফ্রেন্ডের চাপ' 'এক্সটা বয়ফ্রেন্ড', 'দুদু মিয়া', 'বাবু খাইছো' 'বউ তো নয় যেন সিসি ক্যামেরা', 'খাটো জামাই', 'চুরি করা গার্লফ্রেন্ড', 'ডেঙ্গু নাসির', 'বাবার ফান্দে ছেলে কান্দে', 'কলাগাছ চ্যাম্পিয়ন', 'বেড সিন', 'সেন্ড মি নুডস', 'মফিজের লাইফ স্টাইল' প্রভৃতি।



নাটকগুলোর এমন নাম শুনে রীতিমতো বিস্ময় ও বিরক্তি প্রকাশ করেছেন নাট্যজনেরা। এ সময়ের কয়েকজন পরিচালকও এ ধরনের নামের বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। অনেকে নাটকের এমন উদ্ভট ও অরুচিকর নামকরণকে পরিচালকদের সৃজনশীলতা ও শিক্ষার অভাবকে দায়ী করছেন। এ ছাড়া অনেক জনপ্রিয় তারকার নাটকেও দেখা যায় অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি। বিভিন্ন ধরনের অশ্লীল ও সু-ড়সুড়ি দৃশ্য দিয়ে দর্শককে আকৃষ্ট করার প্রতিযোগিতা চলছে এই সময়ের অনেক নাট্য নির্মাতার মধ্যে। এদিকে বেশি ভিউয়ের লক্ষ্যে এসব নাটকে অশ্লীল সংলাপও জুড়ে দেয়া হচ্ছে। সাম্প্রতিক সময়ের জনপ্রিয় ধারাবাহিক 'ব্যাচেলর পয়েন্ট'র একটি সংলাপ এমন- 'নেহাল কি যাবার আগে তোরে কিছু করি গেছেনি/দেখা গেল যাওয়ার আগে বাজায় দি থুই গেছে। সংলাপটি অভিনেতা 'কাবিলা' খ্যাত পলাশকে দেখা যায় অভিনেত্রী সাবিলা নূরকে বলতে। 'লিস্ট' শিরোনামের একটি সিরিয়ালে অভিনেতা তৌসিফ মাহবুবের মুখে শোনা যায় 'ভাই সেই রকম মাল' শীর্ষক সংলাপ। মডেল-অভিনেত্রী নায়লা নাঈমকে উদ্দেশ্য করে নাটকে সংলাপটি ব্যবহার করা হয়। অনেকেই বলেন নাটকে অশ্লীলতা শুরু 'আবাসিক হোটেল' শিরোনামের একটি নাটকের মধ্য দিয়ে। এটি ২০১৭ সালে ইউটিউবে আসে। তারপর থেকে নাটকে অশ্লীলতা বাড়তে শুরু করে। সাম্প্রতিক সময়ে 'ব্যাচেলর ট্রিপ', 'মিশন বরিশাল', 'শোবার ঘর', 'টক ঝাল মিষ্টি', 'লিভিং একসাথে', 'দুদুমিয়া'সহ বেশকিছু নাটকে মাত্রাতিরিক্ত অশ্লীল সংলাপ ও দৃশ্য দেখা যায়। ইউটিউবে বেশি ভিউয়ের জন্যই আজকাল নির্মাতারা এমন নাটক নির্মাণ করছেন বলেও নাট্যবোদ্ধাদের মত। বিষয়টি নিয়ে বরেণ্য অভিনেতা ও নির্মাতা আবুল হায়াত বলেন, এসব নিয়ে আর কতো বলবো। কিছু মানুষের কারণে আজ আমাদের এমন নাটক দেখতে হচ্ছে। নাটকের সৌন্দর্য নষ্ট করছে তারা। আমাদের নাটকের নিজস্ব ভাষা আছে। সংস্কৃতির সঙ্গে মিল রেখেই আমাদের নাটক নির্মাণ হতো। কিন্তু এখন এসবের কোনো হিসাবনিকাশ নেই। যে যার মতো নির্মাণ করছে। জনপ্রিয় অভিনেতা ও নির্মাতা সালাউদ্দিন লাভলু বলেন, আগে যারা নাটক রচনা ও নির্মাণ করতো তাদের অবস্থান এবং এখনকার নির্মাতা ও রচন-াকারীদের অবস্থান এক নয়। এখন অনেকের শিল্পের প্রতি দায়বদ্ধতা নেয়। যদি তাদের মধ্যে শিল্প যোগ্যতা থাকতো তাহলে নাটকে এমন সংলাপ ব্যবহার করতো না। এমন উদ্ভট নামও ব্যবহার করতো না। ২০১৫ সালের পর থেকে আমাদের নাটকে ধস নামতে শুরু করে। সেটি এখন বেড়েই যাচ্ছে।

বুবলিকে আর চাচ্ছেন না শাকিব খান!

বিনোদন ডেস্ক: দীর্ঘদিন অন্তরালে থাকার পর প্রকাশ্যে এলেন সংবাদপাঠিকা থেকে হুট করে চিত্রন-ায়িকা বনে যাওয়া শবনম বুবলি। অভিনয় বিষয়ে শর্ট কোর্স করতে যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার পর গত নভেম্বরে ঢাকায় ফিরেন তিনি। তবে দেশে ফেরার পর জানা গেলো শাকিব খান আর তাকে চাচ্ছেন না।



বর্তমানে ঢাকাই সিনেমায় জনপ্রিয়তার শীর্ষে রয়েছেন শাকিব খান। ২০১৬ সালে এই নায়কের সঙ্গে জুটি বেঁধে পর্দায় হাজির হন শবনম বুবলি। এরপর এই নায়কের সঙ্গে একাধারে অর্ধডজনের বেশি সিনেমা করে রাত-ারাতি নায়িকা হয়ে ওঠেন। এদিকে গুঞ্জন উঠেছে, আর নতুন কোনো সিনেমায় শাকিব খানের বিপরীতে দেখা যাবে না বুবলিকে! মূলত শাকিব খানই আর বুবলিকে চাইছেন না! বিষয়টি নিশ্চিত করে বিশ্বস্ত একটি সূত্র গণমাধ্যমকে জানান, শাকিব খানের সিনেমায় বুবলিকে নিতে শাকিব খান নিজেই আপত্তি জানিয়েছেন। যদিও এ বিষয়ে শাকিব খানের কোনো মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

শাকিব খান-বুবলিকে নিয়ে বিভিন্ন সময় মুখরোচক গুঞ্জন উঠেছে। গত দুই বছর ধরে এ জুটির ভাঙনের গুঞ্জন উড়ছে। এরই মধ্যে বেশ কয়েকটি সিনেমায় শাকিব খানের বিপরীতে অন্য নায়িকাকে দেখা গিয়েছে। অন্যদিকে বুবলিও অন্য নায়কের বিপরীতে অভিনয় শুরু করেছেন। তাছাড়া সম্প্রতি অন্য নায়কের বিপরীতে বুবলিকে নিয়ে সিনেমা নির্মাণের প্রস্তুতি নিয়েছেন একাধিক নির্মাতা।

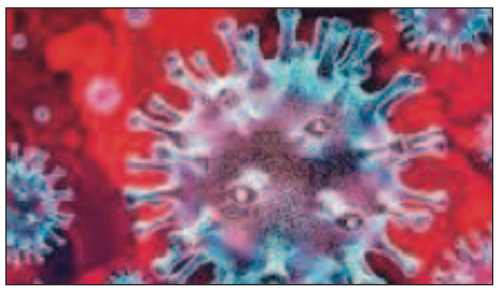
আড়াল ভেঙে বুবলিও জানান দিয়েছেন অন্য নায়কের বিপরীতে অভিনয় করতে তিনিও প্রস্তুত। শাকিব খানের হাতে বেশ কয়েকটি সিনেমার কাজ রয়েছে। যার কোনোটিতেই বুবলি নেই। এসব সিনেমায় অন্য নায়িকাদের দেখা যাবে। সূত্রটি আরো জানান, শাকিব খান নতুন ও বর্তমান সময়ের নায়িকাদের নিয়ে কাজ করতে আগ্রহী। আপাতত বুবলিকে নিচ্ছেন না। কিন্তু কেন তাকে নিচ্ছেন না সে বিষয়ে পরিষ্কার করেননি শাকিব। এছাড়া চিত্রনায়িকা বুবলি শাকিব খানের ওপরই আস্থা রেখে কাজ করে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ সেই ভরসার বন্ধনে কিছুটা চিড় ধরেছে, যার জন্য বুবলি অন্য নায়কের বিপরীতে অভিনয় শুরু করেন বলে গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে।

সাপ্তাহিক ২৫ বছরে
বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika

বড় দেরী হয়ে গেল, ক্ষমা কর প্রভু

জসিম উদ্দীন

পৃথিবীতে যুগ থেকে যুগ শতাব্দী থেকে শতাব্দী হাজার বছর মহামারি এসেছে এবং আসবে, বদলে দিয়ে গেছে জীবন চলার পথ। মানবজাতি কে সঠিক পথে আনার জন্য সৃষ্টি কর্তার পাওয়ার গেইম হল মহামারি। জীব বৈচিত্র ধারা কে থমকে দিয়ে নতুন পথ প্রদর্শক হল মহামারি। মানব জাতিকে সঠিক পথে লাগাম টেনে ফিরিয়ে আনা হল মহামারির লক্ষ্য। মহামারির কোন সীমানা নেই, ছুটে চলে আপন গতিতে, ছোট একটি অদেখা ভাইরাস উল্টা পাল্টা করে দিতে পারে সভ্যতার উচ্চ শিখর। করোনা ভাইরাস কাঁপাচ্ছে ভুখন্ড যেন এক নীল খেলা। পুঁজিবাদ ধ্বংস নামছে, শোষন আর বঞ্চনার কষাগাতে জর্জরিত প্রতিটি মানুষ একাকার হয়ে গেছে। ধনিক শ্রেনী আজ হাহাকার করে কাঁদছে রক্ষা কর সম্পদ সব বিলিয়ে দিয়ে প্রাণে বাঁচতে চায়। বিশ্বায়ন শ্রেনী বিন্যাস যখন ব্যাপক ফারাক সৃষ্টি হয়, ধনিক শ্রেনির হাতে পৃথীবির অর্থ-সম্পদ চলে যায় ধনিক শ্রেনীর হাতে তখন-ই সমান্তরাল করতে সৃষ্টকর্তা মহামারি নামক দানব দুনিয়ায় পাঠায় শয়তান রূপে খেলবে সমান্তরাল করে দিবে অর্থ সম্পদ। অদেখা দানব দৈনিক শ্রেনী কে আক্রমণ করবে এবং বেশী মানুষ মারা যাবে দৈনিক শ্রেনী কারন শোষিত গরিব শ্রেনীতে আক্রমণ কম হবে, তাদের শরীরে শত শত ভাইরাস এমনিতে বসবাস করে নিম্ন মানের খাবার খাওয়ার জন্য, তাই ভাইরাস কখনও আর এক ভাইরাস কে আক্রম করে না, তাই বেশীর ভাগ গরিব মানুষ বেঁচে যাবে এই করোনা ভাইরাস থেকে। দুনিয়ায় চলে আসবে একটি ভূকম্পিত ধ্বংস স্তুপের উপর একটি সমাজ ব্যবস্থা। অসহায় হবে পৃথীবির সেরা সম্পদ শালী বিল গেটস এবং আমাজন এর জেব ভূজেস। খোজে ফিরবে এক জীবন্ত কথা বলার নিশ্বাস। হ্যালো কেমন আছো পৃথীবির মানুষ তোমরা আবার জেগে উঠ। চলো এক সাথে থাকি ভেদাভেদ



থাকবে না। চলো সমানে সমানে ভাগাভাগি করি সকল সম্পদ। তখন ইশ্বর ডেকে বলবে অনেক দেরী হয়ে গেছে মানব। একত্ববাদ হল শক্তি, আমি শক্তিশালী এবং এক এবং শক্তিধর আমি ধ্বংস করিতে পারি, সৃষ্টি করিতে পারি। আমার কোন শরীক নেই। লা শারিক। সৃষ্টকর্তা বলে তোমার সকল মিজাইল সকল পারমানবিক অস্ত্র অচল। আমার পারমানবিক অস্ত্র হল অদেখা ভাইরাস। জীব অনু অস্ত্র। ভূখন্ডল এপার থেকে ওপার সেকেন্ড মিনিটে উড়ে যেতে পারি। সাবধান মানব জাতি ফিরে তাকাও তোমার পূর্বসরীদের দিকে। মহামারি যেন এক মহাপলয়। ভালবাসা হাতছানি যেন আবার একত্রিত হবে মানবকুল।

দুই হাজার দুই বছর পূর্বে তার্কিশ এসট্যোলোজাররা গনণা করে বলে ছিলেন ২০২০ সালে চিনের ওহান প্রদেশ থেকে এই করোনা ভাইরাস পৃথিবীতে দানব রূপে মানবকুলকে আঘাত করবে এবং মহামারি থেকে কোটি মানুষ মারা যাবে হয়তবা মৃত্যুর সংখ্যা সঠিক হয় নাই তবে বিশ্ব মানব জাতি যে মহা পরিবর্তনের দিকে এগিয়ে যাচছে তা প্রতিয়মান। এই অদেখা শত্রুর বিরুদ্ধে দুনিয়ার শক্তিধর দেশ আমেরিকা আজ ধরাশায়ী কুলকিনারা পাচ্ছেন না। আমি এস্টোলজি বিজ্ঞান-কে বিশ্বাস করতাম না তবে আজ এই প্রজেকশন আমাকে বিশ্বাসের স্থান করে দিয়েছে। আমেরিকান লেখক ডিন কুন্ডুস তার বই "দ্য আইস অফ ড্যারকনেস" বইতে তুর্কীর উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন ফিকশান ওহান থেকে মানব কর্তৃক করেনা ভাইরাসের মিশন মানব কুল ধ্বংসের কাহিনী। সেরূপ কথা যখন সত্য হল, তা হলে মেনে নিতে হবে এই বাইলোজিক্যাল অস্ত্র মানুষের গবেষণার ফসল। সভ্যতা আজ বিপর্যয়ের মূখামূখি। এই ধরাতে মানুষ নামের জীব যদি বিলীন হয়ে যায়, তবে আরো কি উচ্চ বুদ্ধিমত্তার অন্য জীব সৃষ্ট কর্তা প্রেরণ করবেন? মহাকাল থেকে মহামারি এসেছে তবে এই করোনা এসেছে একটি ভিন্নরূপে। দুই পরাশক্তির ফারাক একটু দীর্ঘ করতে। চীন এবং আমেরিকার অর্থনৈতিক যুদ্ধ এক ধাপ এগিয়ে ভুমন্ডল কে বসবাসের যোগ্যতা থেকে অগ্নি স্কুলিঙ্গ পরিনত করবে। অসহায় হয়ে তাকিয়ে থাকবে গরীব জনগোষ্ঠী। এই প্যানডামিক হয়ত কখনও যাবে না তবে এই করোনা নিয়ে মানব জাতি পথ চলবে থেমে থাকবে না জীবন এবং জীবিকার সংগ্রাম। জয় পরাজয় কোনটা হয়ত হবে না। সবই সৃষ্ট কর্তার ক্ষমতার খেলা। কথা হল, হেড ডাউন। মাথা নথ কর। মানব জাতি বল ভুল করেছি ভগবান, শুধরে নেব। **বড় দেরী হয়ে গেল, ক্ষমা কর প্রভু।**

লেখক: গবেষক ও রাজনীতিক, যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী।











INSURANCE
New/ Renewal

- AUTO, HOME, BUSINESS, BLACK CAR, GREEN CAB
- FOOD-FRUITS VENDOR, LIABILITY
- COMMERCIAL VAN, STORE LIABILITY
- CONSTRUCTION, WORKERS COMP. & DISABILITY.



BEST PRICE AND SATISFACTION GUARANTEED

TDS Insurance Brokerage Corp.

Tel : 718-483-9310, Fax : 718-483-9311

BROOKLYN OFFICE

118 Beverley Rd. Brooklyn, NY 11218

ইন্টারপোলের অ্যালার্টে ৭৮

(প্রথম পাতার পর)

সম্প্রতি গ্রেফতার করা হয়েছে। গত বছর লিবিয়ায় ২৬ বাংলাদেশী হত্যাকাণ্ডের পর মানবপাচারকারীদের ধরতে ইন্টারপোলের সহযোগিতা চায় বাংলাদেশ। তাদের মধ্যে এখন পর্যন্ত ছয়জনকে গ্রেফতারে রেড অ্যালার্ট জারি করেছে পুলিশের আন্তর্জাতিক এই সংস্থা। এর মধ্যে দু'জন গ্রেফতার হয়েছে।

বাংলাদেশের যে দুই পলাতক মানবপাচারকারী গ্রেফতার হয়েছেন তারা হলেন: মাদারীপুরের শাহাদাত হোসেন এবং কিশোরগঞ্জের জাফর ইকবাল। এই মানবপাচার চক্রের মোট ছয় জনের বিরুদ্ধে নোটিশ জারি আছে। শাহাদাত হোসেনকে বিমানবন্দর থেকে সিআইডি গ্রেফতার করেছে। আর জাফর ইকবালকে গ্রেফতার করা হয়েছে ইতালিতে।

বাংলাদেশ পুলিশ জানিয়েছে, গত বছরের মে মাসে লিবিয়ার মিজদাহ শহরে মানবপাচারকারীরা গুলি করে ২৬ জন বাংলাদেশিকে হত্যা করে, সেই মামলায় শাহাদাত ও জাফর আসামি। আরও চার আসামি হলেন বাংলাদেশি মিন্টু মিয়া, স্বপন, নজরুল ইসলাম মোল্লা ও তানজিরুল। তাদের ধরিয়ে দিতে গত নভেম্বরে ইন্টারপোল রেড অ্যালার্ট জারি করে।

ইন্টারপোলের লাল তালিকায় এখন ৭৮ বাংলাদেশির নাম ও পরিচয় আছে। তাদের মধ্যে গ্রেফতারকৃত ওই দু'জন মানবপাচারকারীও আছেন। তালিকায় যাদের নাম আছে তাদের অপরাধের ধরণও বলা আছে। আছে ঠিকানা, বয়স ও ছবি।

৭৮ জনের মধ্যে বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলায় দণ্ডপ্রাপ্ত পলাতকদের নামও আছে। আছে যুদ্ধাপরাধ মামলায় দণ্ডপ্রাপ্ত পলাতকদের নাম। বঙ্গবন্ধুর খুনী নূর চৌধুরী, খন্দকার আব্দুর রশীদ, নাজমুল আনসার, শরিফুল হক ডালিম, আহমেদ শরিফুল হোসেন, মোসলেম উদ্দিন, রাশেদ চৌধুরীর নাম আছে। যুদ্ধাপরাধের মামলায় দন্ডপ্রাপ্ত পলাতকদের মধ্যে আবদুল জব্বার ইঞ্জিনিয়ার ও মাওলানা আবুল কালাম আজাদ আছে তালিকাতে।

২১ আগস্টের গ্রেনেড হামলা মামলায় পলাতক মাও-লানা তাজউদ্দিন, সাবেক সংসদ সদস্য গোলাম ফারুক অভি ও বিএনপি নেতা হারিস চৌধুরীর নাম ও ছবিও আছে এই তালিকায়।

মানব পাচারকারী, হত্যা মামলায় দণ্ডপ্রাপ্ত পলাতক আসামিসহ বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশে শীর্ষ সন্ত্রাসী যারা পলাতক তাদের নামেও রেড নোটিশ জারি করা হয়েছে।

২৩ জনের মৃত্যু: করোনা টিকা নীতিতে পরিবর্তন

(প্রথম পাতার পর)

একটি কাকতালীয় ঘটনা হতে পারে। তবে আমরা নিশ্চিত নই। তিনি আরো বলেছেন, এই মৃত্যু ও ভ্যাকসিনের মধ্যে নিশ্চিত কোনো সম্পৃক্ততা নেই।

এক বিবৃতিতে নরওয়েজিয়ান মেডিসিন এজেন্সি বলছে, মারা যাওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে ১৩ জনের ময়নাতদন্ত করা হয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, এমআরএনএ ভ্যাকসিনগুলোর সাধারণ পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া যেমন জ্বর, বমি বমি ভাব ও ডায়রিয়ার কারণে তাদের মৃত্যু হয়ে থাকতে পারে।

স্টেনার ম্যাডসেন বলেছেন, এই সাধারণ প্রতিক্রিয়াগুলো বয়স্ক ব্যক্তিদের জন্য প্রতিকূল হতে পারে। তবে সুস্থ সবল ব্যক্তিদের জন্য এটি বিপজ্জনক নয়। ভ্যাকসিনের প্রতিক্রিয়া হওয়া অস্বাভাবিক নয়। আমরা এ নিয়ে শঙ্কিত বা চিন্তিত নই। কারণ এগুলো খুব বিরল ঘটনা। এগুলো অত্যন্ত গুরুতর রোগীদের শরীরে ঘটে।

নরওয়েতে ২৩ জনের মৃত্যুর ঘটনার পর দুর্বল বয়স্কদের টিকা দেওয়ার বিষয়ে আরও বিশদ পরামর্শসহ করোনার টিকাদান নীতি আপডেট করেছে নরওয়েজিয়ান সরকার এবং নরওয়েজিয়ান ইনস্টিটিউট অব পাবলিক হেলথ। চিকিৎসকরা এখন থেকে রোগীদের করোনা ভ্যাকসিন দেওয়ার ক্ষেত্রে এর ঝুঁকি এবং খুব দুর্বল রোগীদের ভ্যাকসিনের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াগুলো মূল্যায়ন করবেন।

নরওয়ে গত কয়েক সপ্তাহে ৩০ হাজারেরও বেশি মানুষকে করোনার টিকা দিয়েছে। দেশটির হেলথ রেগুলেটর বলেছে, নার্সিংহোম ও দীর্ঘমেয়াদী সেবা দেয় এমন প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রতি সপ্তাহে গড়ে চারশ জন মারা যান। নরওয়েজিয়ান মেডিসিন এজেন্সি বলছে, নরওয়েতে বয়স্ক ব্যক্তি এবং নার্সিংহোমে থাকা গুরুতর রোগে আক্রান্ত প্রবীণদের টিকা দিচ্ছি। কাজেই আশা করা হচ্ছে, টিকা দেওয়া হচ্ছে এমন সময়টির কাছাকাছি সময়ে মৃত্যুর ঘটনা ঘটতে পারে। টিকা দেওয়ার প্রথম কয়েক দিনের মধ্যে ঘটে যাওয়া সমস্ত মৃত্যুর ঘটনা সতর্কতার সঙ্গে মূল্যায়ন করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার ১৪ জানুয়ারি পর্যন্ত সন্দেহজনক মৃত্যুর ২৩টি রিপোর্ট নরওয়ের এডিআর স্বাস্থ্য রেজিস্ট্রিতে জমা দেওয়া হয়েছে। সন্দেহজনক প্রতিকূল প্রতিক্রিয়ার বেশ কয়েকটি রিপোর্ট প্রতিদিনেই পাওয়া যাচ্ছে। এগুলো ক্রমাগত মূল্যায়ন করা হচ্ছে।

ব্লুমবার্গের কাছে এক বিবৃতিতে ফাইজার জানিয়েছে, সংস্থাটি দেশটির হেলথ রেগুলেটরের সঙ্গে কাজ করছে। এ পর্যন্ত ঘটনাগুলো ঘটেছে তা 'উদ্বেগজনক নয়'। এই ঘটনাগুলো তাদের প্রত্যাশার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ



ডাঃ আতাউল ওসমানি
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
৭১৮-৬৩৬-০১০০

ডাঃ ফেরদৌস খন্দকার
এম.ডি, এফএসিপি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Brooklyn
20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
(Betw. Bedford & Nostrand Ave)
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

Jackson Heights
70-17 37th Avenue
(Betw. 70 & 71st Street)
East Side of BQ Express Way
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

উইকেন্ড মাক্তাব ও আফটার স্কুল

ফুলটাইম হিফজুল কোরআন ক্লাস

সামার ক্লাস

Al-Mansoor Cultural Center

মানব সভ্যতা কোন পথে!

(শেষের পাতার পর)

এই শতকে এসে তা কি মুখ থুবড়ে পড়ছে! পঞ্চাশ ষাট সত্তুর আশি- এমনকি নব্বই দশকেও দেশে দেশে গনতন্ত্র মানবতার মূল্যবোধকে উর্দ্ধে তুলে ধরা হতো। অর্থনৈতিকভাবে উন্নত দেশগুলো স্বৈরাচারের পরিবর্তে গণতন্ত্রকে রাষ্ট্র পরিচালনার মডেল হিসাবে বেছে নিয়েছিল। তৃতীয় বিশ্বের অনুন্নত কিছু দেশেও সে ঢেউ এসে লাগে। কিন্তু দুই দশকের ঘটনা পরম্পরায় দেখা যাচ্ছে গোটা বিশ্বেই সে মূল্যবোধ যেন ক্রম অপসৃয়মান। শান্তি সম্প্রীতি সহনশীলতা, গণতন্ত্র মানবিকতা নীতি-নৈতিকতার স্থান দখল করছে হিংসা বিদ্বেষ, চরমপন্থা স্বেচ্ছাচারিতা স্বৈরাচার। সমাজতন্ত্র নাম দিয়ে রাশিয়া এক শ' বছর আগেই এক ধরনের স্বৈরাচারী ব্যবস্থা কায়েম করেছিল। শেষ পর্যন্ত সে ব্যবস্থা টেকে নাই। এখনও চীন উত্তর কোরিয়াসহ কয়েকটি দেশে তা বহাল। আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে, খোদ বাড়ীর পাশে বার্মায় সামরিক স্বৈরাচার, মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোয় রাজতন্ত্র শেখতন্ত্র নামে মধ্যযুগীয় শাষন। গণতন্ত্রের পীঠস্থান বলে খ্যাত ইংল্যান্ড, ইওরোপের বিভিন্ন দেশ, বিশ্বের সর্ববৃহৎ গণতান্ত্রিক দেশ ভারত এমনকি প্রায় আড়াই শ' বছরের পুরনো আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রেও আজ চরমপন্থার উদ্ভব! উগ্র জাতীয়তাবাদ একটা জাতীকে ধ্বংশের কোন অতলে নিয়ে যায় হিটলার তা দেখিয়ে দিয়ে গেছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এ থেকে শিক্ষা নিয়ে গোটা ইওরোপ যে নতুন পথে হাঁটতে শুরু করেছিল মাঝেমাঝে তারাও হোচট খাচ্ছে! দেশে দেশে উগ্র জাতীয়তাবাদ অসহিষ্ণুতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। ইংল্যান্ড ইওরোপীয় ইউনিয়ন থেকে বের হয়ে এসেছে। স্পেনের এক অংশ স্বাধীনতার দাবীতে সোচ্চার। এখানে ওখানে মানবতা উদারনৈতিকতার পরিবর্তে রক্ষণশীলতা এবং গোড়ামির প্রাদুর্ভাব। এশিয়ার বিভিন্ন দেশে চরমপন্থার উত্থান। বাংলাদেশ ভারত পাকিস্তানে ধর্মভিত্তিক জাতীয়তার শক্ত ভিত গড়ে ওঠা, বার্মায় জাতিগত নিপীড়নের রাষ্ট্রীয় নীতি, উত্তর কোরিয়ার যুদ্ধসাজ, মধ্যপ্রাচ্যে অস্থিতিশীলতা, সর্বশেষ যুক্তরাষ্ট্রে ট্রাম্পকে শিখন্ডি হিসেবে দাঁড় করিয়ে উগ্র জাতীয়তাবাদের যে উন্মেষ- এসব আলামত খুব একটা ভাল কিছুর ইঙ্গিতবাহী নয়। গত শতক পর্যন্ত দেশে দেশে গণতন্ত্র মানবিকতা নীতি-নৈতিকতার যে চর্চা চালু ছিল দুই দশকে অনেক দেশই সেখান থেকে সড়ে এসেছে। তৃতীয় বিশ্ব বা অনুন্নত দেশগুলোয় একবার যে ক্ষমতায় বর্সছে সেখান থেকে আর নামছে না। স্বৈরাচার কায়েম করছে। আফ্রিকার দেশগুলোয় বরাবরই অস্ত্র যার মুল্লুক তার, মধ্যপ্রাচ্যে মধ্যযুগীয় শাষন এবং সমাজব্যবস্থা, সমাজতন্ত্রের নাম দিয়ে চীনসহ কিছু দেশে 'গোষ্ঠী স্বৈরাচার'- গোটা বিশ্ব থেকেই যেন শুভবুদ্ধি ন্যায় নীতি-নৈতিকতা শান্তি সম্প্রীতি মানবিকতা ক্রম অপসৃয়মান। জয়জয়কার চরমপন্থা উগ্রতা গোড়ামি অসহিষ্ণুতার!

যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন নিয়ে সম্প্রতিকালে যে ঘটনাগুলো ঘটে গেল নানা জনে নানাভাবে তা বিশ্লেষনের চেষ্টা করছেন। আমি দেখছি, এই বাড়াবাড়ি উচ্ছৃঙ্খলতা শুধুমাত্র ব্যক্তি ট্রাম্পের প্রতি সমর্থন বা সহমর্মীতার জন্য নয়, এ হচ্ছে 'হোয়াইট সুপ্রিমেসী' বা 'আমেরিকা ইজ ফর হোয়াইটস' ক্যাম্পেইনের আড়ালে উগ্র জাতী-য়তাবাদের বহি:প্রকাশ। দীর্ঘদিন ধরেই সুপ্ত এ জাতিবোধ ট্রাম্পের প্রশ্রয় বা পৃষ্ঠপোষকতায় চার বছরে পোক্ত হয়েছে। ট্রাম্প এখানে শিখন্ডিমাত্র। উগ্র জাতীয়তাবাদী বা রেসিস্টদের একজন জাতীয়ভিত্তিক নেতা দরকার ছিল, ট্রাম্পকে তারা সে আসনে বসিয়েছে। ট্রাম্প এখন প্রায় অর্দ্ধেক আমেরিকানের অবিসম্বাদিত নেতা। তার সামান্য ইঙ্গিতে যারা সংসদ ভবন আক্রমন করতে পারে, স্পিকার এবং ভাইস প্রেসিডেন্টকে হত্যার পরিকল্পনা করতে পারে তারা কতটা কট্টর এবং জঙ্গী বলার অপেক্ষা রাখে না। এফবিআইয়ের আশংকা ২০ তারিখে এই অপশক্তি সারা দেশেই জঙ্গী হামলা চালাতে পারে।

ভারতে যেমন ধর্মীয় উগ্রবাদের উত্থানে প্রতিবেশী দেশগুলো শংকিত তেমনি আমেরিকায় বর্ণবাদ এবং উগ্র জাতীয়তাবাদের উত্থান গোটা বিশ্বের শান্তি-সম্প্রীতি ও গণতন্ত্রকামী মানুষের জন্য উদ্বেগের বিষয়। এতে করে দেশে দেশে উগ্রতা চরমপন্থা জঙ্গীবাদ এবং স্বৈরাচাররা উৎসাহিত হবে। জন্ম নেবে আত্মকেন্দ্রিকতা, দৃস্টিভঙ্গির সংকীর্ণতার। আর এভাবে চললে সভ্যতার অর্জনগুলো ধীরে ধীরে হারিয়ে যাবে। ভুতগ্রস্থের মত মানব জাতি হাঁটতে থাকবে পেছন দিকে!

'গ্লোবাল হিরো অ্যাওয়ার্ড' পেলেন তাজিন

(শেষের পাতার পর)

বাংলাদেশ'-এর প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী হিসেবে সামাজিক উন্নয়ন খাতে অসামান্য অবদান এবং অঙ্গীকারের জন্য তাজিনকে এ বছর 'গ্লোবাল হিরো' পুরস্কার প্রদান করা হয়।

হিউম্যান সেন্টারড ডিজাইন প্র্যাকটিশনার হিসেবে প্রায় ২০ বছর ধরে কর্মরত তাজিন শাদিদ মাইক্রোসফট সদর দফতরে সিনিয়র ডিজাইন স্ট্র্যাটেজিস্ট পদে ১০ বছর কাজ করেছেন। ২০১৫ সালে তিনি মাইক্রোসফট থেকে বিদায় নিয়ে নিজ দেশে চলে আসেন এবং স্পৃহা বাংলাদেশের কাজে সার্বক্ষণিক নিযুক্ত হন। তিনি বর্তমানে 'স্পৃহা বাংলাদেশ' পরিচালনা করছেন, যা বাংলাদেশের নিম্নবিত্ত পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্যসেবা এবং কর্মসংস্থানের দক্ষতা অর্জনের প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন। স্পৃহা স্বনির্ভর সামাজিক উদ্যোগও তৈরি করছে, যা উন্নততর মানবিক প্রয়োজন মেটাতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে।

উদ্ভাবনের সংস্কৃতি দ্বারা অনুপ্রাণিত তাজিন সবার জন্য সীমাহীন সুযোগ লালনকারী বিশ্ব গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছেন। কোভিড-১৯ মোকাবিলায় 'আমার ল্যাব', 'নিওফার্মার্স', 'স্পাইডার ডিজিটাল', 'চলো সবাই' ও 'দ্রুত সেবা'সহ আরো বেশ কয়েকটি প্রযুক্তিভিত্তিক স্টার্টআপসের সহ-প্রতিষ্ঠাতা তাজিন। তিনি বলেন, ২০২৫ সালের মধ্যে আমরা ১০ লাখ লোকের জীবনে মৌলিক পরিবর্তন আনতে চাই।

২০১১ সালে এই পুরস্কারটি প্রবর্তন করে 'গ্লোবাল ওয়াশিংটন'। এরপর থেকে প্রতিবছর উন্নয়নশীল দেশগুলোতে জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখার স্বীকৃতিস্বরূপ ওয়াশিংটন অঙ্গরাজ্যে বিশ্ব উন্নয়ন সম্প্রদায়ের মধ্যে থাকা ব্যক্তিদের এই আজীবন সম্মাননা দেওয়া হয়। এ বছর তাজিন শাদিদ পুরস্কার লাভ করেছেন। এর আগে নয় জন এই পুরস্কার পেয়েছেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন- বিল অ্যান্ড মেলিন্ডা গেটস ফাউন্ডেশনের সহ-সভাপতি বিল গেটস সিনিয়র; মাইক্রোসফট-এর সাবেক সিনিয়র পরিচালক আখতার বাদশা, ঘানার অ্যাশেসি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি প্যাট্রিক আউয়াহ এবং দ্য ওয়ার্ল্ড জাস্টিস প্রকল্পের প্রতিষ্ঠাতা বিল নিউকোম।

নিউইয়র্কে গোপনীয়তায়

(শেষের পাতার পর)

এদিকে নিউইয়র্কে শুরুতেই করোনা ভ্যাকসিনের সংকট দেখা দেয়ায় জনমনে অস্বস্তি বিরাজ করছে। তবে সহসাই ভ্যাকসিন সংকট কেটে যাবে বলে সংশ্লিষ্টরা আশা ব্যক্ত করেছেন। জানা গেছে, যুক্তরাষ্ট্রে গত ১৪ ডিসেম্বর থেকে ২৩ ডিসেম্বরের মধ্যে ১৯ লাখ মানুষকে এই টিকা দেয়া হয়েছে এবং টিকা গ্রহণের পর অন্তত ২১ জন মারা গেছেন বলে যুক্তরাষ্ট্র প্রশাসন জানিয়েছে। নতুন বছরের প্রথম দুই সপ্তাহেই যুক্তরাষ্ট্রে করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়ে ৩৮ হাজারের বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে। আগামী তিন সপ্তাহে দেশে করোনায় আরও ৯২ হাজার মানুষের মৃত্যু হতে পারে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে সিডিসি।

নিউইয়র্কে গত ২৪ ঘন্টায়ও সংক্রমণের হার ছিল ছয় শতাংশের নীচে। রাজ্য গভর্নর এন্ড্রু কুমো জানিয়েছেন, ২ লাখ ৪৬ হাজার ৫০৭ জনকে পরীক্ষা করে ১৩ হাজার ৮৪২ জনের দেহে পাওয়া গেছে ভাইরাস। এতে সংক্রমণের হার ৫ দশমিক ৬১ শতাংশ। আগেরদিন সংক্রমণ ছিল ৫ দশমিক ৬১ শতাংশ। আগেরদিন ১৫৭ জনের প্রাণহানি হলেও এদিন প্রাণহানি বেড়েছে ১৫ জন। রাজ্যে হাসপাতালে রোগী ভর্তি ১১৭ জন কমে বর্তমানে ভর্তি আছেন ৮ হাজার ৭৭১ জন। এদিকে, রোববার গোটা যুক্তরাষ্ট্রে কমেছে করোনায় প্রাণহানি ও সংক্রমণ। গেল সপ্তাহে প্রতিদিন তিন থেকে চার হাজার প্রাণহানি হলেও এদিন ২ হাজারের কম প্রাণহানি হয়েছে। এদিন ১ হাজার নয়শ জনের মৃত্যুর খবর দিয়েছে ওয়ান্ডোমিট-ারস। এসময় আক্রান্ত হয়েছেন ১ লাখ ৭০ হাজার।

অপরদিকে নিউইয়র্কে ঘরে ঘরে করোনা সংক্রমনের খবর পাওয়া যাচ্ছে। কমিউনিটির পরিচিত মুখ, সাবেক এমপি ও সাপ্তাহিক ঠিকানা'র সম্পাদক মন্ডলীর সভাপতি ও ভাপ্রাপ্ত সম্পাদক এম এম শাহীন করোনায় আক্রন্ত হয়ে নিজ বাসায় আসোলেশনে রয়েছেন। এছাড়াও কমিউনি-টির অনেকেই করোনায় আক্রান্ত হচ্ছেন। ধারনা করা হচ্ছে নিউইয়র্কের অনেক এলাকার ঘরে ঘরে কেউ না কেউ করোনায় সংক্রমিত হয়েছেন। বিশেষ করে করোনা আক্রান্তদের মধ্যে অনেকেই নিজের আক্রান্তের খবর গোপন রেখে প্রকাশ্যে চলাফেরায় সংক্রমণ বাড়ছে বলে বিশেষজ্ঞমহল অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

শনিবার টাইম টেলিভিশন-এর জনপ্রিয় 'টাইম এক্সুসিভ' অনুষ্ঠানে যোগ দেয়া বিশেষজ্ঞ প্যানেলিষ্ট সদস্যরা বলেছেন, করোনা পরিস্থিতি এখনো স্বাভাবিক হয়নি। সহসাই স্বাভাবিক হওয়ার সুযোগও নেই। ফলে সোস্যাল ডিসটেন্স মানা সহ মাস্ক ব্যবহার, নিয়মিত হাত ধোয়া অত্যন্ত জরুরী। এই মূহুর্তে এর কোন বিকল্প নেই। তারা বলেন, কমিউনিটির সামাজিক আর পারিবারিক অনুষ্ঠান আর গ্রেসারীগুলো থেকেই মূলত: লোকজন করোনা ভাইরাস বেশী সংক্রমিত হচ্ছে। তারা নেহায়েত জরুরী প্রয়োজন ছাড়া কারো বাসায় যাতায়াত না করাই উত্তম বলে মন্তব্য করেছেন। তারা বলেন, অনেকেই করোনায় আক্রন্ত হয়ে বাজার করতে গ্রোসারীতে যাচ্ছেন, আত্মীয়-স্বজনদেও বাসায় যাচ্ছেন, সভা-সমাবেশ করছেন, পারিবারিক অনুষ্ঠান করছেন আর এতে সংক্রমণের সংখ্যা বাড়ছে।

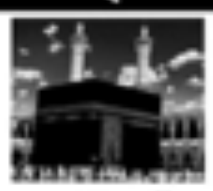
কমিউনিটির পরিচিত মুখ, মৌলভীবাজার-২ (কুলাউড়া) আসনের সাবেক সংসদ সদস্য, বিকল্পধারা বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় নেতা ও ঠিকানার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক এম এম শাহীন গত ১৫ জানুয়ারী শুক্রবার তার শরীরে করোনা পজেটিভ ধরা পড়ে। তিনি বর্তমানে নিউইয়র্কে নিজ বাসায় হোম কোয়ারেন্টিনে রয়েছেন। এম এম শাহীন গত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নৌকা প্রতীক নিয়ে নির্বাচনে অংশ নেন। নির্বাচনে পরাজিত হওয়ার পর যুক্তরাষ্ট্র আসার পর করোনার মহামারির কারণে নিউইয়কেই অবস্থান করছেন। সুস্থ্যতায় এম এম শাহীন নিজে সহ তাঁর পরিবারের সদস্য, আত্মীয়-স্বজনরা সকল প্রবাসী ও দেশবাসীর কাছে দোয়া চেয়েছেন।

মেট্রো ওয়াশিংটন আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবকলীগের সাধারণ সম্পাদক খিজির আহমেদ টিটু চৌধুরী ও নিউইয়র্ক সিটির ব্রঙ্কস ব্যুরো যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক মুহিবুর রহমান কোভিড ১৯ পজিটিভ হয়ে বাসায় আইসোলেশনে আছেন বলে জানা গেছে। তারা দ্রুত সুস্থতার জন্য সবার দোয়া কামনা করেছেন।

Sale ! Sale!! বিশেষ মূল্যহ্রাস Sale ! Sale!!
এয়ার লাইন্সের অভিজ্ঞ প্রাক্তন কর্মচারিদের ব্যবস্থাপনায় নিউইয়র্কের বাঙ্গালী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস-এ অবস্থিত
ইউনাইটেড ট্রাভেলস ইনক
Umra Hajj-এর টিকেট ও Vissa-এর জন্য যোগাযোগ করুন
ভ্রমন জগতে একটি বিশ্বস্ত নাম
UNITED TRAVELS INC.
37-22 73rd Street, Suit#1C, Jackson Heights, NY- 11372. Tel: 718-899-7799, 718-899-7796, Fax: 347-612-4030
নিউইয়র্কের বাইরের স্টেট থেকেও সহজে টিকিট পেতে হলে যোগাযোগ করুন
After office Please Con Abdul Latif Bhuiyan Cell: 646-

Biman, Emirate, Etihad Kuwait, Qatar & Saudia সহ বিশ্বের সকল সকল এয়ার লাইন্সের টিকেট বিক্রয় হয়।
বিরাট মূল্যহ্রাস

নিউইয়র্কের সবচেয়ে পুরনো এবং বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট
Concorde Travels
কনকর্ড ট্রাভেল
২৬ বছর থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত
আসন সংখ্যা সীমিত
আজই আপনার আসন সংরক্ষণ করুণ



সউদিয়াতে উমরার জন্য বিশেষ সেল চলছে
সবচেয়ে কমদামে ঢাকা-নিউইয়র্ক আসার টিকেট সেল করা হয়
Emirates السعودية SAUDIA ETIHAD TURKISH AIRLINES QATAR
37-47 73rd St, Suite # 211 (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372
Tel : 212-563-2800, 347-448-6175, Cell : 917-355-7374 | Email : concordtravel@aol.com

দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সফল এটর্নী

Accident Cases, Medical Malpractice & Legal Malpractice



Sheikh Salim
Attorney at Law

এটর্নী আপনার বাসায় যাবেন, ইভিনিং এবং উইকএন্ডে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

- কনস্ট্রাকশন দুর্ঘটনা
- ক্যাফেন্ড বা মই থেকে পড়ে দুর্ঘটনা
- লেড বিষ সম্বন্ধীয়
- বার্থ রিলেটেড ইনজুরি
- ভুল চিকিৎসা
- মটর গাড়ি দুর্ঘটনা
- কাজের সময় দুর্ঘটনা
- পিছলে পড়া, হোঁচট খাওয়া
- ত্রুটিপূর্ণ পণ্য ক্রয়
- অ্যাসবেস্টস থেকে ক্ষতি
- মিসিয়ম প্লেহ বা ওয়ার্কাইস না পাওয়া
- যে কোন ধরনের ইনজিরেশন কেস

এছাড়াও ১০০% নিশ্চয়তা সহকারে এসাইলাম কেস পরিচালনা করি

Sheikh Geroulakis & Ladyzhensky, PLLC

Attorneys at Law
225 Broadway, Suite 630, Manhattan, NY 10007
Phone: 212-564-1619 / 347-873-5428

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ত এজেন্টের সহায়তা নিন

আমাদের সেবা সমূহঃ

- বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- লোন মোডিফিকেশনে (Loan Modification) উ সহায়তা
- ফরক্লোজারে (Foreclosure) উ সহায়তা
- আরইও (REO) বা ব্যাংকের বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- ট্যাক্সলিনের-এর (Taxlien) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- শর্ট সেলের (Short Sale) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- বাণিজ্যিক, আবাসিক বা মিক্স ইউজ (Mix Use) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ততার সাথে ১৬ বছর ধরে কাস্টমারদেরকে সহায়তা করছি।



81-15 Queens Blvd, Elmhurst, NY 11373
Cell: 917-586-2172, Phone: 718-899-7000, Email: mishamsu@gmail.com

---

Jumbo Travel, Inc.

Your agent for Air, Cruise, Tour, Vacation, Hajj & Umrah Package



WINTER টিকেটের আকর্ষণীয় মূল্য হ্রাস

সবচেয়ে কম মূল্যে গ্যারান্টিযুক্ত রিটার্ণ টিকেটের জন্য আজই যোগাযোগ করুন

Ali A. Chowdhury
Managing Director

Tell: 718-267-9651
Cell: 917-478-7131
Fax: 718-267-1922

30-10 35th Street
Astoria, NY 11103
jumbotravelusa@aol.com

Tax & Immigration Services

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary



Mohammad Pier
Lic. Realestate Asso. Broker
EA, IRS, RTRP & Notary Public
Cell: 917-678-8532

Income Tax
Income Tax Service & Direct Deposit
Quick Refund & Electronic Filing

Immigration Services
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

Real Estate
For Buying & Selling Houses
Mortgage Services

IRS e file
e-file

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES
37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

মেঘনা ট্রাভেলস

ঝামেলামুক্ত ও সুলভ মূল্যে টিকেটের
একটি বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান

OUR SERVICES
International & Domestic Tickets
Hajj & Umrah Special Package
Visa Processing
Money Transfer

APPROVED IATA

KUWAIT AIRWAYS
ETIHAD
BRITISH AIRWAYS
Emirates



ওমরা ও হজ্জের যাবতীয়
ব্যবস্থা করে থাকি

We Accept
VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS DISCOVER

৩৭-৬৬ ৭৪ স্ট্রীট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
ফোন: ৭১৮-৪৭৮-১৯২০,
৭১৮-৯৩০-১৪৯৪, ৭১৮-৪৭৮-১৮৩০
e-mail: meghnacorp@gmail.com



এস্টোরিয়ার প্রাণকেন্দ্রে বাংলাদেশী ফার্মেসী

আমিন ফার্মেসী

সর্বদা ১০% Off

আমরা মেডিকেইড (বেনিফিট), সিবিএস এন্ড
কেয়ারমার্ক, মেডিকেয়ার, বি এবং ডি, সহ
সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করি।

MONSUR CHOWDHURY
Pharm D.R.Ph.
Supervising Pharmacist

29-03, 36th Ave, Astoria, NY 11106
Tel: (718) 786-6611
Fax: (718) 786-6613

ট্যাক্স রির্টান নিয়ে ঝামেলা এড়াতে চান?

তাহলে আজই অভিজ্ঞ সিপিএ প্রতিষ্ঠানের পরামর্শ নিন
আমরা আপনাদের সর্বোচ্চ সেবায় নিয়োজিত



EAKUB A KHAN CPA PC

Certified public accountant in Queens, New York
7535 31st Ave #206a, East Elmhurst, NY 11370

Hours:

Open - Closes 6PM

Phone: (718)424-6300

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দয়ায় সাফল্যের ২৩ বছর উদযাপন করছে

Empire Accounting & Tax Co.



আপনাদের সুবিধার্থে আমরা এখন উডসাইডে

(জ্যাকসন হাইটসের পরিবর্তে)

- আমরা ইনকাম ট্যাক্স স্পেশালিস্ট বিশেষজ্ঞ। ইতিমধ্যেই আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদের হাজার হাজার ডলার সাশ্রয় করেছি ইনকাম স্পেশালিস্টের মাধ্যমে।
- আইআরএস, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট এবং নিউইয়র্ক সিটি সেলস ট্যাক্স কর্তৃক ইস্যুকৃত জটিলতম নোটিশের আজীবন সন্তোষজনক সমাধান
- পূর্ণ অডিটসহ প্রতিটি পূর্ণাঙ্গ ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ন সংশোধন
- পরিবারের ইমিগ্রান্ট ভিসার জন্য প্রতিটি ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ন ও এফিডেবিট অব সাপোর্ট সংশোধন সহায়তা
- আমরা স্বল্পমেয়াদী অফিস খোলা রাখি।

ইমিগ্রেশনের যে কোনো ফরম পূরণে সহায়তা দিয়ে থাকি

- সিটিজেনশীপ
- অ্যাসাইলি পিটিশন
- NVC Case এপ্রুভাল
- গ্রীনকার্ড এডজাস্টমেন্ট
- এফিডেবিট অব সাপোর্ট
- এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন / গ্রীনকার্ড রেনুয়াল
- Advanced Parole / Reentry Permit ইত্যাদি

37-03 61st Street, Woodside, NY 11377
Phone: 718-784-4158, Fax: 718-784-2678
Mon-Friday 9am-7pm, Saturday 10-3pm

President: Mohammed Rezaul Karim

M.Com. (Accounting), M.S.Ed.
35 years Experienced Tax Professional with IRS and 50 States
Permanent Certified Teacher by NYS Education Dept.

শিল্পী কাদেরী কিবরিয়া



267-249-7687,
610-352-7123

বাংলা পত্রিকা পড়তে ভিজিট করুন
banglapartikausa.com



যত দ্রুত সম্ভব ক্রেডিট লাইন রিপেয়ার করুন

আমরা দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের মাধ্যমে গ্যারান্টি সহকারে ক্রেডিট রিপেয়ার করি।

বাড়ি, গাড়ি কেনা থেকে নিজেকে কেন বঞ্চিত করছেন?

ক্রেডিট লাইনে যে কোন ঝামেলাই আমরা রিমুভ করি।

Southeast USA Group Inc.

74-09 37th Avenue, Suit # 206, Jackson Heights, NY 11372
Phone: 718-639-6207, 917-566-1612 Fax: 718-412-3249

নন ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান

B1 / B2 ভিসায় আমেরিকায় আগমনের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য ফ্রি পরামর্শ এবং সোশাল সিকিউরিটী কার্ড, ওয়ার্ক পারমিট, ব্যাংক একাউন্ট, সিটি আইডি, ইন্টারনেট ও ফোন ইন্সটলেশন সহ যাবতীয় সহায়তা করা হয়।

- L1A / E2
- ASYLUM
- RE-ENTRY PERMIT
- AFFIDAVIT OF SUPPORT
- REMOVE CONCILIATION TO GREEN CARD

"আমেরিকায় অবস্থানরত ইমন কাগজ-পত্রহীনদের যে কোন আইনী ঝামেলায় মাধ্যমে সিদ্ধান্তে আপনারই বাংলা কথনী"

যোগাযোগ ঃ
917-982-5682
Email: radoinmahamood@yahoo.com

Hillside Accounting Services Inc.
Tax, Accounting, Immigration & Multi Services

Tax
Accounting
Immigration



•লিমা পরিষ্কার ও লিমা কিটে সিটিজেনশীপ
*Tax Amendment/ITIN
•লকল এ কার ইন্টারন্ট পল কমে জিলমান

Shafi Chowdhury
Consultant

161-13 Hillside Ave 2nd Floor Jamaica, NY 11432
Cell: 646-483-6500, Tele/Fax: 917-775-7357
e-mail: hillsideaccounting@gmail.com
F to 169 St, Station than close to Agnur Pharmacy

As Seen On TV

SPRING IS HERE: ARE YOU WORKING IN CONSTRUCTION?



Perry D. Silver

Office: 212.661.8400

DEBT SOLUTIONS
BANKRUPTCY

- আমরা গ্যারান্টি সহকারে আপনার কার্ড বিল কমিয়ে দিতে পারি।
- মাত্র ১২ থেকে ৩৬ মাসে আপনি সম্পূর্ণভাবে দেনামুক্ত হতে পারবেন।



BHUIYAN
917-832-7619

BT & T GROUP LLC
37-12, 75th Street, Suite #201, Jackson Heights, NY 11372
Phone: 917-832-7619 | Fax: 718-425-9293

ভড়িৎ বাড়ী বিক্রি করে ফোরক্লোজার বন্ধ করুন এবং ক্রেডিট কার্ড রক্ষা করুন এই বিষয়ে আমরা সততার সাথে সাহায্য করি।

Omni Realty
The Realty People



118-18 101 Avenue
Richmond Hill,
NY 11419

Nurul Huda Harun
Real Estate
Associate Broker

Tel: 718-441-7000
Fax: 516-441-3548
Cell: 917-238-4161

nurul@omnirealty.com

Highland Medical Care, PLLC



Nazmul H. Khan, MD, FACP

Board Certified in Internal Medicine

Address

87-30, 167th St. Jamaica, NY 11432

Phone: 718-262-8991

Fax: 718-262-8992

BRONX OFFICE

JACKSON HEIGHTS OFFICE

718-[illegible]

718-478-[illegible]

- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]

আপনাদের সেবায়



DR. WALI KHAN

D.D.S



DR. M. M. ABDUR ROB D.D.S.

কমাইউড রিজিওনাল বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃত বাঙ্গালি ডেন্টিস্ট বাংলাদেশ আর্মির প্রাক্তন ডেন্টাল সার্জন

আমরা সর্বনিম্ন মূল্যে সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে দাঁত ও মাড়ির সব ধরনের চিকিৎসা করে থাকি।

আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা

QUEENS DENTAL CARE

20-05, 34St. 2Floor, Astoria

(at the corner of 30 AVE. & 34th)

718-204-0672

বিকেল ৫টা থেকে রাত ৯টা, ডোনবার এপয়েন্টমেন্ট নিয়ে যাবে

BRONX OFFICE

780E. Tremont Ave. Bronx

718-731-6176

সকাল ৯:৩০ থেকে বিকেল ৪:৩০, ডোনবার বন্ধ।



WELCOME TO

Your Medical Home

SABOOR WAQUN MEDICAL PC

Caring For Your Health

INAMULHAQUE M SABOOR,MD

Board Certified Internal Medicine

USCIS Designated Civil Surgeon

Office Hours

Available on call 24 hours a day, 7 days a week 365 days a year

---

ড্রাইভিং লাইসেন্সের ১০০% গ্যারান্টি

ড্রাইভিং শিখতে গিয়ে পাশেরনা পাচ্ছেনা যারা বার বার ফেল করছেন তাদেরকে যুক্তিতে খিয়োরি দিয়ে ও প্র্যাকটিক্যালি সহজভাবে শতভাগ নিশ্চয়তা সহকারে শেখানো হয়।



যোগাযোগ:

জাকীর খান

347-279-8327

Vital Accounting Inc.

File your Tax with experienced professional.

- Income tax:
- Individual/ Personal Tax (All states)
- Business Tax (Corporation, Partnership)
- Sales tax (Food Vendor, Corporation)
- Payroll Tax
- Business Incorporation
- Immigration Services



Atikur Rahman

Masters in Economics

MBA (Accounting), MAFM

Tel: 718-820-2212

37-22 73rd Street, 2nd Fl (Suite # 2D), Jackson Heights, NY 11372

Income Taxes & Immigration

আমরা অত্যন্ত সততা ও দক্ষতার সহিত নির্ভুল তথ্যের ভিত্তেতে ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ করে থাকি। অধিক রিফান্ডের লোভে ভুল তথ্য দিয়ে ফেডারেল ও স্টেটের অডিটের ঝামেলায় না গিয়ে সঠিক তথ্যের ভিত্তিতে ট্যাক্স রিটার্ণ করে ঝামেলা মুক্ত থাকুন।



নিউইয়র্কে বাড়ি ক্রয় বিক্রয় আবাসিক ও কমার্শিয়াল, রিয়েল এস্টেট এজেন্ট, নোটারী পাবলিক।

Md. Harunur Rashid (Milon)
MSS.Pol.Science
ITP.CUNY, H&R Block
Cell: 718-341-3927
Email: harunur69@aol.com

RASHID ENTERPRISE
Bangladesh Plaza, 2nd Fl., #206, 37-15,73rd Street, Jacksone Heights, NY 11372
Tel: 718-458-0575, Fax: 347-642-3276

আমাদের নিকট নিম্নলিখিত সেবা পাবেনঃ

ইমিগ্রেশনঃ
ফ্যামিলি পিটিশন ও কে-ভিসা
রিমোভ কন্ডিশন
এফিডেভিট অব সাপোর্ট
বিনা পরীক্ষায় সিটিজেনশীপ
এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন
সিএসএস লুপ্তাক
রিফিউজি, এসাইলম, গ্রীণকার্ড রিনিউ

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
IRS authorised e-file provider

ইনকাম ট্যাক্সঃ
ব্যক্তিগত ও ব্যবসা
ট্যাক্সি ক্যাব ও ফুড ভেন্ডার
পার্টনারশীপ, কর্পোরেশন
পেরোল এন্ড সেলস ট্যাক্স
ব্যবসা সেটআপ
কর্পোরেশন ও এলএলসি গঠন

প্রার্থীদের প্রাথমিক

(শেষের পাতার পর)

আরজু, সহ সভাপতি- মোহসিনুর রহমান খান ও নজরুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক- এ এস এম মাঈন উদ্দীন, সহ সাধারণ সম্পাদক- চৌধুরী এ মামুন, কোষাধ্যক্ষ- মোহাম্মদ মোস্তফা, সহ কোষাধ্যক্ষ- সাইফুল আলম মিয়া, সাংগঠনিক সম্পাদক- সৈয়দ ফিরোজ আলম কাজল, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক- মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন, অফিস সম্পাদক- মোবারক আলী, শিক্ষা, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক- ইয়াকুব আলী, সমাজকল্যাণ সম্পাদক- নূর আবছার স্বপন, কার্যকরী সদস্য- আব্দুল করিম, মোহাম্মদ জিয়াউল হক ও মোহাম্মদ গোলাম মোস্তফা। নির্বাচন কমিশন সূত্র জানায়, আগামী ২২ জানুয়ারী নির্বাচনের চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা করা হবে।

এদিকে কোম্পানীগঞ্জ ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশনের নির্বাচন ঘিরে দীর্ঘ দিন ধরেই প্রবাী কোম্পানীগঞ্জবাসী বিভক্ত হয়ে পড়েছেন। চলছে বিরোধ। এদিকে কোর্টে চলছে মামলা, আরেক দিকে চলছে নির্বাচন। জানা গেছে, সাধারণ সম্পাদক মোশাররফ হোসেন সবুজের নেতৃত্বাধীন অংশটি নির্বাচনে অংশ নেয়নি। পদত্যাগী সভাপতির অংশটি নির্বাচনে সক্রিয় রয়েছেন। এখনো সংগঠনের কার্যালয়ে তালা ভাঙা ও নতুন তালা লাগানোর খেলা চলছে। আরও চলে পুলিশ ডাকাডাকি। বিরোধ নিয়ে অনেক সভা সমাবেশও করা হয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোনো কাজ হয়নি। বিষয়টি নিয়ে যাওয়া হয় কোর্টে। কোর্টে বর্তমানে তিনটি মামলা রয়েছে। একটি মামলার আংশিক রায় হয়েছে। সেই রায়ে নির্বাচনে বাধা নেই বলে উল্লেখ করা হয়। সেই নির্দেশ অনুযায়ীই আগের নির্বাচিত নির্বাচন কমিশন নির্বাচন পরিচালনার পদক্ষেপ নেয়।

প্রধান নির্বাচন কমিশনার আশিষ রঞ্জন ভৌমিকের নেতৃত্বাধীন নির্বাচন কমিশন গত ২৬ ডিসেম্বর মনোনয়নপত্র জমা নেয়। এই মনোনয়নপত্র বিতরণ করা হয়েছিল গত বছর। মনোনয়নপত্র জমা নেয়ার দিন মোশাররফ হোসেন সবুজ গ্রুপও গিয়েছিল কিন্তু তারা মনোনয়নপত্র জমা দেয়নি। নির্বাচনে তফসিলের তিনটি ধারা নিয়ে প্রশ্ন তোলায় তা সম্ভব হয়নি। এক পর্যায়ে কমিশনের কোনো কোনো সদস্য রাজি হলেও আরেক অংশের হস্তক্ষেপ এবং প্রধান নির্বাচন কমিশনারের কারণে তা হয়নি। একপর্যায়ে চরম বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে পুলিশ সবাইকে বের করে দেয়।

অন্যদিকে মোশাররফ হোসেন সবুজ এই প্রক্রিয়া বন্ধে আবারো আদালতের শরণাপন্ন হবেন বলে জানা গেছে।

কানাডায় বিদেশি শিক্ষার্থীদের

(শেষের পাতার পর)

অনুযায়ী, প্রতি বছর প্রায় আড়াই লাখ অভিবাসীপ্রত্যাশী কানাডায় পাড়ি দেন। এ ছাড়া বিদেশি শিক্ষার্থীদের কানাডার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তির জন্য রয়েছে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা। বর্তমানে কানাডায় যে ওয়ার্ক পারমিট কর্মসূচি চালু আছে তার আওতায় আন্তর্জাতিক পোস্ট গ্র্যাজুয়েট শিক্ষার্থীরা শিক্ষা শেষে তিন বছর পর্যন্ত কাজ করার সুযোগ পান। স্থায়ী নাগরিকত্বের পথ হিসেবে কর্মসূচিটিকে দেখা হয়। কানাডার অভিবাসন বিভাগের হিসাব অনুযায়ী, গত বছর যে ৬১ হাজার শিক্ষার্থীর ওয়ার্ক পারমিটের মেয়াদ শেষ হয়েছে, তাদের অর্ধেক এই পথ বেছে নিয়েছেন। ওয়ার্ক পারমিটের মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে অথবা শেষ হওয়ার পর্যায়ে রয়েছে এমন ৫২ হাজার বিদেশি শিক্ষার্থী নতুন নীতিমালার কারণে উপকৃত হবেন।

অভিবাসনবিষয়ক মন্ত্রী মার্কো মেন্ডিসিনো বলেন, যেসব সাবেক পোস্ট গ্র্যাজুয়েট শিক্ষার্থীর ওয়ার্ক পারমিটের মেয়াদ এরই মধ্যে শেষ হয়ে গেছে অথবা শেষ হওয়ার পথে রয়েছে, তারা নতুন করে ওয়ার্ক পারমিটের আবেদন করতে পারবেন। ফলে চাকরি খুঁজে পেতে আরও ১৮ মাস তারা কানাডায় থাকার অনুমতি পাবেন। বিদেশি শিক্ষার্থীদের স্থায়ীভাবে কানাডায় রেখে দেওয়া সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকার। কারণ শ্রমিক স্বল্পতা অভিবাসীদের দিয়েই পূরণ করে থাকে কানাডা। কিন্তু করোনা মহামারীর কারণে কানাডায় শিক্ষার্থীর আগমন অস্বাভাবিক কমে গেছে। এ স্বল্পতা কাটিয়ে উঠতে সম্প্রতি বেশ কয়েকটি নীতির কথা ঘোষণা করেছেন মেন্ডিসিনো। তিনি বলেন, বিদেশি শিক্ষার্থীদের প্রতি আমাদের বার্তাটা পরিষ্কার। আপনারা শুধু এ দেশে পড়াশোনা করুন তা নয়, আমরা চাই আপনারা এ দেশে থেকেও যান।

কানাডার নতুন ওয়ার্ক পারমিট কর্মসূচির আওতায় ২৭ জানুয়ারী থেকে আবেদন গ্রহণ শুরু হবে।

FREE CONSULTATION!!!
I am a tax specialist directly licensed by the IRS



ENROLLED AGENT
Authorized IRS e-file Provider
IRS To Represent Before the Internal Revenue Service

MIR KASHAM
IRS Enrolled Agent, CMA (INT), BBA (Accounting), Baruch CUNY

TAX - ACCOUNTING - NOTARY PUBLIC
IMPUESTOS - CONTABILIDAD - NOTARIO PÚBLICO
ট্যাক্স–একাউন্টিং–নোটারী

Tax Preparation, Tax Planning
& Solving Tax Problems
Business Tax & Accounting
Sales Tax
Payroll & Bookkeeping Services
Typing Services:
Contract Papers
Resumès, Fax, E-mail, Scan etc.



Moon
Multi Services
701 Church Avenue
Brooklyn, NY11218
Tel: 347-533-9030
Cell: 917-501-5750
Fax: 347-533-6703
Email: mirkasham@aol.com



Afzal Hossain MD
Ashwad Afzal MD, FACP
Sanjeev Palta MD, FACC
Board certified in Internal Medicine
87-81 169th street, Jamaica NY 11432
Tel: 718-297-4300, Fax: 718-297-4302
Board certified in Cardiology

We perform tests in the office:

ECG
We treat all heart patients and have tests performed in our office by our experienced Internist and Cardiologist.

- EKG/Electrocardiogram
- Echocardiogram
- Cardiac stress test
- Vascular studies
- Allergy Test
- Nerve Test/Sudoscan
- TB/PPD testing
- Spirometry/Lung Test
- Peak flow
- Test for Heartburn







Blood test done in the office

We provide Vaccines for:
- Hepatitis A
- Hepatitis B
- Influenza
- Meningitis
- Measles
- Mumps
- Pneumococcal
- Rubella
- Tetanus/Tdap
- Varicella

- Physical Exam
- Pre-employment Exam
- Physical for school
- CDL certification
- TLC Certification
- Home Health Aid/HHA Certification

We accept most insurance and have arrangement for treating uninsured patients at low costs.

Office Hours
Mon-Thurs 10am-6pm
Friday 11:30am-6pm
Saturday 10am-3pm

Call us today at 718-297-4300

* সম্পূর্ণ হালাল খাবার
* ক্যাটারিং
* লাঞ্চ ডিনার



Joy

পিকনিকসহ বিভিন্ন উৎসব আয়োজনে জয় রেস্টুরেন্টের বিশেষ ঘোষণা

জয় ক্যাটারিং মেন্যু

প্যাকেজ -১
ড্রাইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
মিক্সড রেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 7.00

প্যাকেজ-২
ড্রাইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
সাদি কাবাব
মিক্সড রেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 8.00

প্যাকেজ-৩
ড্রাইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড রেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$10.00

প্যাকেজ-৪
মটর পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড রেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$11.00

148 E 46th Streets, (Between Lexington & 3rd Avenue), New York, NY 10017
Tel: 212-490- 1277, (212) 490-1278, Fax: (212) 490-1977

32 West 39 Street (Between 5th and 6th Avenue),New York, NY- 10018.
Tel: 646-559-7527

নিউইয়র্কে করোনায় কৃষিবীদ

(৪৬ পাতার পর)

শনিবার (১৬ জানুয়ারী) সকালে লং আইল্যান্ডস্থ ওয়াশিংটন মেমোরিয়ালের মুসলিম কবর স্থানে তার মরদেহ দাফন করা হয়। উত্তর আমেরিকার প্রথম কৃষিবিদ সংগঠন প্রতিষ্ঠার জন্যে ১৯৯২ সালে যে চার বন্ধু প্রথম উদ্যোগ নেন তার মধ্যে জসিম উদ্দিন আহমেদ অন্যতম। পরবর্তীতে বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব এগ্রিকালচারাল সাইনটিষ্টস ইন আমেরিকা গঠিত হওয়ার পর ১৯৯৬-২০০০ সালে তিনি সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন।

শোক প্রকাশ: মরহুম জসিম উদ্দিন আহমেদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা ও শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছেন মরহুমের শিক্ষক, বিশিষ্ট রাজনীতিক কৃষিবিদ ড. সিদ্দিকুর রহমান। এছাড়াও বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন অব ইউএসএ'র সভাপতি কৃষিবিদ আব্দুল্লাহ জাহিদ ও সাধারণ সম্পাদক কৃষিবিদ এবিএম পঠান এবং শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন ইউএসএ ইনক এর সভাপতি কৃষিবিদ সৈয়দ মিজানুর রহমান এবং সাধারণ সম্পাদক কৃষিবিদ শওকত আহমেদ, জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির সভাপতি মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার ও সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আল আমীন রাসেল তার মৃত্যুতে গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করেছেন। এছাড়াও শোক প্রকাশ করেছেন কৃষিবিদ কাওসার আলী, কৃষিবিদ মাহমুদ চৌধুরী মামুন, কৃষিবিদ আব্দুস সবুর, কৃষিবিদ মোহাম্মদ সাদেক, কৃষিবিদ আবুল আজাদ প্রমুখ।

সাংবাদিক মিজানুর রহমানের মরদেহ

(৪৬ পাতার পর)

বোনসহ অসংখ্য আত্মীয়স্বজন ও গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। তার ছোট ভাই ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির (ডিআরইউ) সাধারণ সম্পাদক মশিউর রহমান খান। আরেক ছোট ভাই সিদ্দিকুর রহমান খান একটি অনলাইন পত্রিকার সম্পাদক। মিজানুর রহমান খানের মৃত্যুতে সাংবদিক মহল সহ সুধী মহলে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। মঙ্গলবার রাজধানীর মিরপুরে শহীদ বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে দাফন করা হবে। তার আগে জানাজা অনুষ্ঠিত হবে।

জানা গেছে, মিজানুর রহমান খান গত ২৭ নভেম্বর করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হন। প্রথমে ঢাকার একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা নেন। সমস্যা বাড়লে সেখান থেকে গত ১০ ডিসেম্বর তাকে মহাখালীর ইউ-নিভার্সেল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে তাকে নিবিড় পরিচর্যাকেন্দ্রে রেখে চিকিৎসা করা হয়। শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে গত ৯ জানুয়ারী শনিবার বিকেলে তাকে লাইফ সাপোর্টে নেওয়া হয়। বাংলাদেশ সময় সোমবার সন্ধ্যা ছয়টা পাঁচ মিনিটে তাকে মৃত ঘোষণা করেন দায়িত্বরত চিকিৎসক।

ইউনিভার্সেল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের চিকিৎসক জাহিদ আহমেদ সিদ্দিকী বলেন, সাংবাদিক মিজানুর রহমান খান গত ১০ ডিসেম্বর এই হাসপাতালে ভর্তি হন। তাকে কোভিড-১৯ জোনে রেখে চিকিৎসা দেওয়া হয়। এরপর ১৫ ও ১৬ ডিসেম্বর আবার করোনার নমুনা পরীক্ষা করা হলে নেগেটিভ রিপোর্ট আসে। পরে তাকে সবুজ জোনে নিয়ে চিকিৎসা দেওয়া হয়। এত দিন তাকে অক্সিজেন দিতে হয়েছে। গত ২৮ ডিসেম্বর সিটি স্ক্যান করে দেখা যায়, তাঁর ফুসফুসের ৯৬ শতাংশ সংক্রমিত। তিনি অক্সিজেন সাপোর্টে ছিলেন। ৯ জানুয়ারী তার অক্সিজেনের চাহিদা বাড়তে থাকে। ওই দিন বিকেল পৌনে পাঁচটায় তাকে ভেন্টিলেশন সাপোর্ট (কৃত্রিমভাবে শ্বাসপ্রশ্বাস) দেওয়া হয়। তার রক্তচাপও কমে যায়। এর মধ্যেই সোমবার সোয়া পাঁচটায় হার্ট অ্যাটাক হয়। পরে সন্ধ্যা ৬টা ৫ মিনিটে তাকে মৃত ঘোষণা করা হয়।

সাংবাদিক মিজানুর রহমান খান ১৯৬৭ সালের ৩১ অক্টোবর ঝালকাঠির নলছিটিতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বরিশালের বিএম কলেজ থেকে ১৯৮৮ সালে হি-সাববিজ্ঞানে স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর করেছেন। তিনি সংবিধান ও আইন নিয়ে লেখালেখি করেন। তিনি বিভিন্ন গণমাধ্যমে কাজ করেছেন। দীর্ঘদিন ধরে সাংবাদিকতায় থাকা মিজানুর রহমান খান ১৯৯৯ থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত যুগান্তর-এর বিশেষ সংবাদদাতা ও সহকারী সম্পাদক ছিলেন। এরপর সমকাল-এর উপসম্পাদক হিসেবে যোগ দেন। প্রথম আলোয় যোগ দেন ২০০৫ সালের ১ নভেম্বর। সর্বশেষ তিনি দৈনিক প্রথম আলোর যুগ্ম সম্পাদক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

সাংবাদিকতার পাশাপাশি বাংলাদেশের সংবিধান সংস্কারের সপক্ষে জনমত গঠনে তিনি ভূমিকা পালন করেন। তিনি বইও লিখেছেন। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে 'সংবিধান ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিতর্ক' (১৯৯৫), 'বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংকটের স্বরূপ' (২০০৩), '১৯৭১ আমেরিকার গোপন দলিল, মার্কিন দলিলে মুজিব হত্যাকান্ড'।



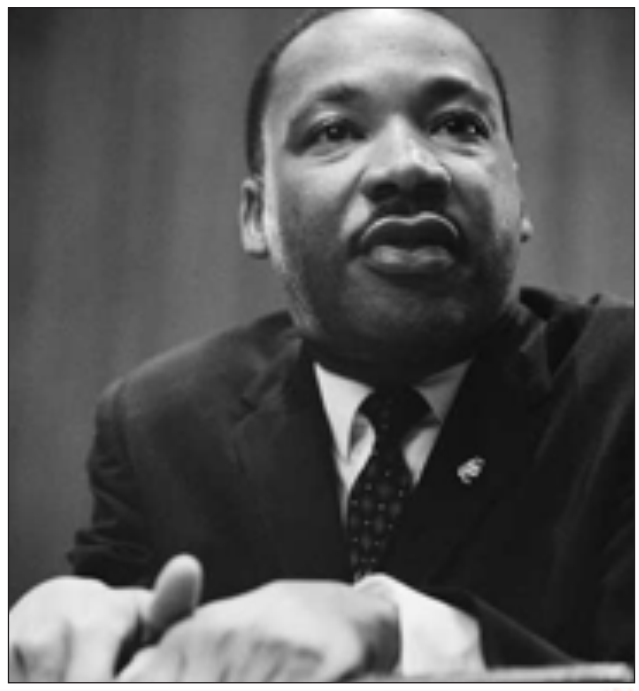




এলাকা অনুযায়ী খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বী চার্চের নাম ও ফোন

উডসাইড-ইউনাইটেড বেঙ্গলী লূথারেন	৯১৭৬০৫৪৫৬৬
উডহ্যাভেন-ক্রাইস্ট বাংলা	৯১৭৬৮৩৩০৫৯
ওজনপার্ক-ফার্স্ট বাংলা	৯১৭২১৬৬৭৫০
করোনা-সহভাগিতা	৯১৭৩৯২৬৭৭৩
করোনা-ইভাঞ্জেলীক্যাল বাংলা	৬৪৬৩৯৯৩৮১২
জ্যাক্সন হাইটস-বাংলা বাইবেল	৩৪৭৭৪৪৫৯৯৩
জ্যাকসন হাইটস-বেথেল ব্যাপ্টিস্ট	৩৪৭৫৭৩৭৫৯৩
ব্রঙ্কস-শেলম ইভাঞ্জেলীক্যাল	৬০৩৮২০০৬৪৯
সানিসাইড-কুইন্স অব এঞ্জেলস	৭১৮৩৯২০০১১
হিলসাইড-ইমাকুলেট কন্সেপশন	৭১৮৭৩৯০৮৮০

আজ মার্টিন লুথার কিং ডে



(শেষের পাতার পর)

আদায়ের জন্যে ড. মারটিন লুথার কিং জুনিয়র আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন। ১৯৬৩ সালে ওয়াশিংটনে তাঁর দেয়া ভাষণ 'উই হ্যাভ এ ড্রিম' আজও আমেরিকানদের হৃদয়ে অমর হয়ে আছে। ১৯৬৪ সালে তিনি শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পান। ঐ একই বছর প্রেসিডেন্ট লিন্ডন জন্সন যুগান্তকারী সিভিল রাইটস বিল সই করেন।

মার্টিন লুথার কিং ডে উপলক্ষে যুক্তরষ্ট্রে বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল অফিস বন্ধ থাকবে বলে সংশ্লিস্ট অফিস সূত্রে জানা গেছে।

এসএনএস একাউন্টিং এন্ড জেনারেল সার্ভিসেস

একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান

একাউন্টিং

ইনকাম ট্যাক্স-ব্যক্তিগত (Individual all States) কর্পোরেশন, পার্টনারশীপ, নন্টক্স প্রফিট ট্যাক্স, সেলস ট্যাক্স, বুককিপিং এন্ড একাউন্টিং এবং আই.আর.এস.-এর সাথে সমস্যা সমাধানে পারদর্শী।

ইমিগ্রেশন

সিটিজেনশীপ পিটিশন, লিগাল/ইনকাম ভাসা পিটিশন, এ্যাফিডেভিট অব সাপোর্ট, বর্থ সার্টিফিকেট এর এফিডেভিট এবং অন্যান্য ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত লিখাদি। ইলেকট্রনিক ফাইলিং করা হয় ২০১৩

* বিজনেস সার্টিফিকেট ও কর্পোরেট রেজিস্ট্রেশন
* নোটারী পাবলিক রেজুমী
* দক্ষতার সাথে রেজুমী ও কভারিং লেটার প্রস্তুত করা হয়
* ট্রান্সলেশন সার্ভিসেস

SNS Authorized IRS e file Provider

Electronic Filling & Direct Deposite for Accurate Faster & Secure Refund



অফিস সময়: সপ্তাহে সাত দিন সকাল ১০ টা থেকে সন্ধ্যা ৮ টা।
আমাদের রয়েছে ১৮ বছরের বেশী বিশ্বস্ততা নির্ভুল ট্যাক্স ফাইলিং এর দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা

EXPERIENCE COUNTS, TRUST, WE SERVE YOU BETTER

যোগাযোগ করুন: এম.এ. কাইয়ুম

৩৫-৪৬ ৩১ স্ট্রিট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক-১১১০৬

ফোন: ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩, ৭১৮-৬৮৫-২০১০ ফ্যাক্স: ৭১৮-৩৬১-৬০৭১

email: snsmaq@aol.com (N এবং W ট্রেনে ৩৬ এভিনিউ সাবওয়ের নিকটে)

Law Firm of Attorney Najmul Alam





এটর্নী নাজমুল আলম, এটর্নী এট ল' ইউ,এস, সুপ্রীম কোর্ট

ম্যানহাটন অফিসঃ (২১২) ৫৮৯-৭২৯৯
(৩৬ ফেডারেল প্লাজার সামনে)
২৯৯ ব্রডওয়ে, সুইট # ১৭০০, নিউইয়র্ক, নিউইয়র্ক ১০০০৭

* Immigration
* Asylum Cases
* Divorce
* Title Insurance
* Real Estate Closing
* Investment Visa E2 EB5
* Deportation Defense
* Criminal Defense Cases
* Citizenship Tests

এপাইলাম, পাবলিক চার্জ, ওয়েভার, সিটিজেনশীপ, মোশন, আপীল সহ সব ধরনের ইমিগ্রেশন কেস।

JUSTICE

Manhattan Office: (212) 599-7299
(In Front of 26 Federal Plaza)
299 Broadway, Suite # 1700, New York, New York 10007

Wasi Choudhury & Associates LLC

SERVICES

আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?

* Represent Taxpayers for I.R.S./ State Audit
* Tax Preparation:
  Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
* Accounting:
  Payroll, Sales Tax, etc.
* Business Licenses
* ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রয়োজনে ফলো করা হয়।

ক্রেডিট কার্ড এ মাসে ৪ পেমেন্ট করে পাবেন

Wasi Choudhury, EA

Admitted to practice before the IRS

সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টি, বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্ক

Member: naea e-file



37-22, 61st St., 1st Fl, Woodside, NY 11377 • Tel: 718-205-3460, 718-440-6712 • Fax: 718-205-3475 • Email: wasichoudhury@yahoo.com

ডা. এটিএম ইউছুফ (স্পপন) এমডি

জ্যাকসন হাইটসে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

বাংলাদেশী অভিজ্ঞ ডাক্তার



স্থান পরিবর্তন

অফিস: ৩৭-২৯, ৭২ স্ট্রিট

১ম তলা, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক

- ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, পরিবার এবং ব্যবসার জন্য [illegible] চেক করানো হয়।
- ভিসিডাসে একজম, সিনাসাইটিস এবং ফ্লু-জাতীয় রোগের জন্য [illegible]
- সুগারের রক্ত পরীক্ষা, ইকোজি, টিবি ও প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- সকল ধরনের ইন্সুরেন্সের [illegible]
- অনুগ্রহ করে আসার আগে ফোন করে আপনার এপয়েন্টমেন্ট ও সময় ঠিক নিন।

অল্প পারিশ্রমিকে অভিজ্ঞ পুরুষ-মহিলা Instructor দ্বারা ড্রাইভিং শিখুন

পপুলার ড্রাইভিং স্কুল

Fully Insured & Licensed by NYS (DMV)



6 Hours DDC Class Good For TLC



বাসা থেকে ফ্রি পিকআপ এন্ড ড্রপ

[illegible] (অ্যাডভান্সড)

সিনিয়রকর্তৃপক্ষীয়ের ড্রাইভিং, পাইলেন্স পেয়ে

কি ধরনের কাগজপত্র বা ডকুমেন্টস লাগবে

তা জানতে যোগাযোগ করুন। ৯১৭-৩০১-২০৬৩

আবুল হাসিব হাওলাদার

প্রোপাইটর

917-301-2063

OPEN 7 DAYS

- ২৬ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন [illegible] ইন্সট্রাক্টরের তত্ত্বাবধানে ড্রাইভিং শিখুন।
- ইন্ডিভিজুয়াল এবং গ্রিপকারিতা ৫, ১০ ও ১৫ লেসনের প্যাকেজ রিল।
- এয়ারপোর্ট [illegible] নিজের আসা যোয়া ফ্রোর টেস্ট এর ব্যবস্থা (পলিসাপেক্ষে)

প্রথমবার ড্রোর টেস্ট দিয়ে যারা পাশ করতে পারেন সেজন্য বিশেষ ব্যবস্থাপনায় স্পেশাল ট্রেনিং প্রদান

- 5 Hours Class Certificate
- Road Lesson Local & H.Way
- Road Test Appointment
- Car for Road Test

যারা পারপার ড্রোর টেস্ট দিয়ে ড্রাইভিং করে টিকা ব্যবিয়েছেন আমাদের কোর্সের আওতাভুক্ত আমাদের কাছে ট্রেনিং প্রদান

আমাদের কাছেই পাবেন [illegible] বাংলায় অনুবাদিত লার্নার্স পারমিট বই

Please Call

718-426-9453, 917-301-2063

Popular Driving School Inc.

72-26 Roosevelt Ave. 2nd fl. Jackson Heights, NY 11372

(Corner of 73 St & Roosevelt Ave) [illegible]

ইনকাম ট্যাক্স

INCOME TAX

ইনকাম ট্যাক্স, ইমিগ্রেশন ও ক্লোজের যাবতীয় জন্য একটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

দীর্ঘ ১৮ বছর ধরে আমরা আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

অতি যত্ন সহকারে আপনাদের নির্ভুল ট্যাক্স রিটার্ন করে দেয়ার দায়িত্ব আমাদেরকে দিন

শুধু ট্যাক্স ফাইলের সময়েই নয় বরং সারা বছর ধরেই আমরা আছি আপনাদের পাশে

NOTARY PUBLIC

প্রাইম ব্রোকারেজ

যোগাযোগ: আবুল কালাম

T: 718-274-1908, F: 718-728-2293

email: primebrokerage34@gmail.com

৩৪-০৩ ৩০ এভিনিউ, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৩

ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশনের কাজে প্রয়োজন বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান,

কারণ আপনার ব্যক্তিগত সকল তথ্যাদি থাকবে প্রতিষ্ঠানটির কাছে।



Apna Express Pharmacy Inc.

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি, ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহন করে থাকি

TEL. 929-208-0602

DISCOUNT COSMETICS, FILM, COLOGNES, PERFUMES, VITAMINS, NON-PRESCRIPTION DRUGS, HOUSEHOLD GOODS, BABY NEEDS

74-12 37AVE, Jackson Heights, NY 11372,

দেড়শতাধিক পরিবারের মাঝে খাদ্য

(শেষের পাতার পর)

ওয়েলফেয়ার সোসাইটি। গত ১৫ জানুয়ারী শুক্রবার বাদ জুমা এস্টোরিয়া থার্টি সিক্স এভিনিউয়ের আল আমিন মসজিদের সামনে খাদ্য দ্রব্য বিতরণ করা হয়। এতে স্পন্সর করেছে কুইন্স টুগেদার।

খাদ্য বিতরণকালে এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সভাপতি সোহেল আহমেদ, সাধারণ সম্পাদক জাবেদ উদ্দীন, কুইন্স টুগেদার পরিচালক জর্নাথন ফার্গাস ছাড়াও বদরুন খান, জুলিয়া ফরমেন, টেফেনি কোবানো, জুলি উওন, ওয়াল আব্দুলাহ, মেগান গিরিন, সোসাইটির উপদেষ্টা এমাদ চৌধুরী, দেওয়ান শাহেদ চৌধুরী, শরিফ লস্কর, এমদাদ রহমান তরফদার, সামসুল ইসলাম, সাইফুল আলম ও মোহাম্মদ মির্জাসহ সংগঠনের অন্যান্য নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। এসময় নিত্য প্রয়োজনীয় চাল, ডাল, তেল, ছানা,পাস্তা, হালাল গ্রোসারি সাম্রী ও মাস্ক বিতরণ করা হয়। ২০২০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটি। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই সংগঠনটি এক দুই সপ্তাহ পর পর অর্থকষ্টে পড়া মানুষকে সহায়তায় খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করে আসছে।

জাবেদ উদ্দীন জানান, করোনাভাইরাস মহামারীর শুরু থেকেই আমরা এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটির পক্ষ থেকে ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করে আসছে। এই কর্মসূচী অব্যহত থাকবে।

নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিল ডিষ্ট্রিক্ট-২৪ এর

(শেষের পাতার পর)

উল্লেখ্য, সিটি কাউন্সিল ডিষ্ট্রিক্ট-২৪ এর বর্তমান কাউন্সিলম্যান রবি লেন্সম্যান পদত্যাগ করায় পদটি শূন্য হয়েছে বলে ঐ আসনে বিশেষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। নির্বাচনে একাধিক বাংলাদেশী বংশোদ্ভুত প্রার্থীর পাশাপাশি আমেরিকান, সাউথ এশিয়ান প্রার্থীর রয়েছেন। ফলে জমে উঠছে এই নির্বাচন। এদিকে নির্বাচন ঘিরে বাংলাদেশী কমিউনিটি সহ অন্যান্য কমিউনিটিতে প্রার্থীদের প্রচারণা শুরু হয়েছে। ঘরে ঘরে চলছে ভোট প্রার্থনা। পাশাপাশি ডাক যোগেও ঘরে ঘরে ভোটারদের কাছে পোষ্টারে ভোট চাওয়া হচ্ছে।

নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিল ডিষ্ট্রিক্ট-২৪ এর বিশেষ নির্বাচনে বাংলাদেশী কমিউনিটি থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ডেমোক্র্যাট দলীয় প্রার্থী যথাক্রমে মুজিব-উর রহমান, ড. দিলীপ নাথ, এটর্নী সোমা সাঈদ ও মৌমিতা আহমেদ। অপরদিকে ভারতীয় কমিউনিটি থেকে কুইন্স ডেমোক্র্যাটিক ডিষ্ট্রিক্ট লিডার নিতা জৈন ও দীপ্তি শর্মা ছাড়াও সাবেক কাউন্সিলম্যান জি জিনারো সহ মাইকেল আল ব্রাউন ও হাওয়ার্ড নাইম্যান প্রার্থী হচ্ছেন। আর রিপাবলিকান পার্টি সমর্থক প্রার্থীদের মধ্যে রয়েছেন এটর্নী লিও জেকবস এবং ফিলিপ গ্রিলো।

বাংলাদেশী-আমেরিকান প্রার্থীদের মধ্যে বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সভাপতি মুজিব-উর রহমান ইতিপূর্বে এই আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অভিজ্ঞতা রয়েছে। অপরদিকে মৌমিতা আহমেদ কুইন্সের ডেমোক্র্যাটিক পার্টির কুইন্স ডিষ্ট্রিক্ট লীডার পদে গত নির্বাচনে অল্প ভোটের ব্যবধানে পরাজিত হন। তার পক্ষে নতুন প্রজন্মের প্রতিনিধিরা ব্যাপকভাবে সমর্থন রয়েছে জানা গেছে।

এদিকে মৌমিতা আহমেদ জানান, তাকে ইউএস কংগ্রেসম্যান রো খান্না সহ মূলধারার একাধিক রাজনীতিক তাকে এনডোর্স করেছেন। তাকে এনডোর্সকারীদের মধ্যে আরো রয়েছেন- নিউইয়র্ক ষ্টেট সিনেটর জুলিয়া সালাজার, ষ্টেট অ্যাসেম্বীম্যান রন কিম, অভিনেত্রী ও অ্যাক্টিভিষ্ট সিনথিয়া নিক্সন, এটর্নী ও অ্যাক্টিভিষ্ট জেফার টেকহুট প্রমুখ। তারা সকলেই আগামী ২ ফেব্রুয়ারী অনুষ্ঠিতব্য সিটি কাউন্সিল ডিষ্ট্রিক্ট-২৪ এর বিশেষ নির্বাচনে মৌমিতা আহমেদকে ভোট দেয়ার জন্য আহ্বান জানান।

যেভাবে করোনার খবর এলো

(শেষের পাতার পর)

পাঁচ দিনের মাথায় পুরো বিশ্বে সেই সংখ্যা ছাড়ালো ২০ লাখ। ওয়ার্ল্ডোমিটারস এ সঙ্কটের শুরু থেকে হালনাগাদ তথ্য নিয়ে নিয়মিত যে টালি প্রকাশ করে আসছে, নিউইয়র্ক সময় শুক্রবার সন্ধ্যা ৮টা পর্যন্ত তাতে মৃত্যুর সংখ্যা ২০ লাখ ১৬ হাজার। এর মধ্যে অর্ধেকের বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে যুক্তরাষ্ট্র,ব্রাজিল, ভারত, মেক্সিকো ও যুক্তরাজ্যে। বিশ্বজুড়ে শনাক্ত রোগীর সংখ্যা দ্রুত এগোচ্ছে ১০ কোটির দুঃখজনক মাইলফলকের দিকে। ইতোমধ্যে তা নয় কোটি ৪৩ লাখ ছাড়িয়ে গেছে। এর অর্ধেক রোগীই শনাক্ত হয়েছে যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, ব্রাজিল, রাশিয়া ও যুক্তরাজ্যে। তবে, এর সবই সরকারি সংখ্যা। বিশ্বের অনেক দেশে এখনও করোনাভাইরাস পরীক্ষার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেই। ফলে আক্রান্ত ও মৃত্যুর অনেক তথ্যই এ হিসাবের বাইরে থেকে গেছে বলে স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের ধারণা। ইউনিভার্সিটি অব ওয়াশিংটনের ইনস্টিটিউট অব হেলথ ম্যাট্রিক্স অ্যান্ড ইভালুয়েশনের পরিচালক ক্রিস্টোফার মা তাদের গবেষণার বরাত দিয়ে বলেছেন, এমনও হতে পারে যে করোনাভাইরাসে প্রকৃত মৃত্যুর এক পঞ্চমাংশই হিসাবের খাতায় আসছে না। এদিকে, বিশ্বজুড়ে মৃতের সংখ্যা ১০ লাখে পৌঁছাতে লেগেছিল নয় মাস। এরপর তা দ্বিগুণ হতে চার মাসও লাগেনি। রয়টার্স লিখেছে, প্রতিদিন এখন গড়ে ১১ হাজার ৯০০ মানুষের প্রাণ কেড়ে নিচ্ছে করোনাভাইরাস; প্রতি ৮ সেকেন্ডে মৃত্যু হচ্ছে একজনের। জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস এক ভিডিও বার্তায় বলেছেন, "আজ আমাদের বিশ্ব এক হৃদয় বিদারক মাইল ফলকে পৌঁছালো। এই প্রতিটি সংখ্যার পেছনে আছে এক একটি নাম, এক একটি মানুষের মুখ। তাদের হাসি মুখ এখন কেবল স্মৃতি। খাবার টেবিলে তাদের আসনটি চিরদিনের জন্য খালি হয়ে গেছে। প্রিয় মানুষটি যে ঘরে থাকত, সেখানে এখন কেবল নিরবতার প্রতিধ্বনি।"

DHAKA CITY APARTMENT
FOR SALE

3 bedrooms, 3 bathrooms,
kitchen, dining, 3 balconies
1200 sq ft (corner plot)
Location: Road #5, Block C,
House #39
Bonasree, Rampura,
Dhaka 1219
Contact No:
718-496-5455
718-838-0972
**Great schools,
mosques, banks nearby**

Law Office of Md Golam Mostofa, Esq.

OUR SERVICES:

- Personal Injury all kinds
- Medical Mal Practice
- Accident in Construction Work and Car Accidents
- Lead Poisoning
- Slip and Fall
- All Civil Matters
- Immigration all kinds & investments
- Real Estate, Business
- Bankruptcy
- Criminal Case
- Landlord-Tenant
- Family Matter-Divorce
- Employment Matter, Etc.





Attorny M. Mostofa, Esq.
LL.B Honors (1st Class) & LL.M (1st Class), Bangladesh,
Advocate, Bangladesh Supreme Court.
LL.B Honors, UK. Barrister-At-Law, London.,
LL.M, USA. Attorney-At-Law, NY
7226 Broadway, 3rd Floor, Jackson Heights, NY 11372, Phone: 718-565-3661

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার
MOHAMMAD M RAHMAN MD



Board Certified in Internal Medicine
Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু , হেপ্স ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সু রেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:
718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:
30-04, 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500

JAMAICA OFFICE:
170-12 Highland Avenue
Jamaica Estates, NY- 11432
www.drmrahman.com

জো বাইডেন কি পারবেন ট্রাম্প যুগের অন্ধকার কাটিয়ে উঠতে



আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী

ছোটবেলায় ছবি দেখেছিলাম একটি ভয়ানক দানবের, নাম কিংকং, নিউইয়র্ক শহরের আকাশচুম্বী ভবনগুলোর একছাদ থেকে আরেক ছাদে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে সব কিছু ভাঙচুর করছে। তার বাহুর মধ্যে এক তরুণী, তাকে ছোট্ট পুতুলের মতো দেখাচ্ছে। প্রাণভয়ে সেই পুতুল কাঁদছে। তাকে রক্ষা করার কেউ নেই।

ছোটবেলায় ছবি দেখেছিলাম একটি ভয়ানক দানবের, নাম কিংকং, নিউইয়র্ক শহরের আকাশচুম্বী ভবনগুলোর একছাদ থেকে আরেক ছাদে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে সব কিছু ভাঙচুর করছে। তার বাহুর মধ্যে এক তরুণী, তাকে ছোট্ট পুতুলের মতো দেখাচ্ছে। প্রাণভয়ে সেই পুতুল কাঁদছে। তাকে রক্ষা করার কেউ নেই।

বন্দুক, রাইফেল, কামান কোনো কিছুই দানবকে কিছু করতে পারছে না। শেষ পর্যন্ত লোহার জাল আনা হলো, বহু কষ্টে সেই জালে তাকে বন্দি করে ছাদ থেকে নামিয়ে আনা হলো। জালবন্দি থাকাকালে কিংকংয়ের সে কী গর্জন! মনে হয় এই বুঝি জাল ছিঁড়ে মাটিতে নেমে এসে ধ্বংসযজ্ঞ শুরু করবে।

বহুকাল পর বুড়ো বয়সে সেই একই কিংকং দানবের ছবি দেখলাম আমেরিকা নামক দেশটিতেই। প্রেসিডেন্ট থাকাকালে হুঙ্কার দানরত ডোনাল্ড ট্রাম্পের ছবি দেখেছি। সে এক ভয়াবহ ছবি। পিকাসো এই ভয়ংকর মুখ পেলে নিঃসন্দেহে ছবি আঁকতেন। এখন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে পরাজিত হওয়ার পর জালবন্দি ট্রাম্পের ছবি দেখছি।

মনে হয় জাল থেকে কিংকং হয়ে তিনি এখনই বেরিয়ে আসবেন। তার বাহুর তলে থাকবে সেই পুতুলের মতো তরুণী-আর্তস্বরে কাঁদছে। মনে হয় গোটা আমেরিকা সেই তরুণীর রূপ ধরে কাঁদছে। নতুন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন, নিজেই একজন অসুখী মানুষ। পারবেন কি এই আমেরিকার দুঃখ দূর করতে?

জো বাইডেনকে দেখলে তার আগের এক ডেমোক্র্যাট প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টারের কথা মনে পড়ে। তিনি অসুখী মানুষ ছিলেন না। তার চীনা বাদামের ব্যবসা আর সুন্দরী স্ত্রী নিয়ে সুখী মানুষ ছিলেন। তিনি আমেরিকাকে মানবতাবাদী করবেন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। পারেননি। আমেরিকার এস্টাবলিশমেন্ট মানবতাবাদী নয়। তিনি দেশটাকে মানবতাবাদী করবেন কী করে? তিনি তার এস্টাবলিশমেন্টের একটা বড় আশা পূর্ণ করেছেন। তিনি ইসরাইলের পরমশত্রু মিসরকে ইহুদি রাষ্ট্রের পরম মিত্র বানিয়েছেন। আরব-ঐক্যে ফাটল ধরিয়েছেন। প্যালিস্টিনিদের স্বাধীন রাষ্ট্রের আশা-আকাংখা গুঁড়িয়ে দিয়ে গেছেন।

জিমি কার্টার যুদ্ধবাদী প্রেসিডেন্ট ছিলেন না। জো বাইডেনও নন। আমেরিকার এস্টাবলিশমেন্ট ও অস্ত্র ব্যবসায়ী কার্টেলগুলোকে খুশি করতে না পারায় জিমি কার্টার মাত্র এক টার্ম প্রেসিডেন্ট পদে থেকে হোয়াইট হাউজ থেকে বিদায় নিয়ে তার চীনা বাদামের ব্যবসায় ফিরে গিয়েছিলেন। জো বাইডেনের ভাগ্যে কী আছে তা বলা মুশকিল। তাকে একহাতে কোভিড-১৯-এর দানবের বিরুদ্ধে, অন্য হাতে ভয়াবহ ট্রাম্পইজমের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে। যুদ্ধে তিনি কতটা জয়ী হবেন সে সম্পর্কে আমেরিকান রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা ততটা আশাবাদী নন।

জো বাইডেন অসুখী, তবে উচ্চাভিলাষী মানুষ। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হবেন এটা তার আজীবনের আকাংখা। ভাগ্য তাকে বারবার আঘাত করেছে। তার সুখ





ও সাফল্যের পথে কাঁটা বিছিয়ে গেছে। ১৯৭২ সালে বাইডেন যখন মাত্র ২৯ বছরের যুবক, সিনেটে সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। তখন তার স্ত্রী নেইলা এবং মেয়ে নাওমী সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যান। তারপর ছেলে বুয়ো মারা যান ক্যান্সারে। তারপর ঘটে আরেকটি বড় দুর্ঘটনা। কেউজ কোডের কাছে নালটাকেটে আটলান্টিকের পাড়ঘেঁষে ছিল তাদের পারিবারিক রিট্রিট। এই রিট্রিটে জো বাইডেনের গোটা পরিবার থ্যাঙ্কস গিভিং ডেতে জড়ো হতেন। গোটা পরিবার একসঙ্গে ছবি তোলেন। সেই পারিবারিক ঐতিহ্যের মতো ঘরটি অকস্মাৎ বাইডেনের চোখের সামনে সমুদ্র গর্ভে বিলীন হয়ে যায়। একটার পর একটা পারিবারিক ট্র্যাজেডিতে বাইডেন ভেঙে পড়েন। তিনি এক সময় আত্মহত্যা করতে চেয়েছিলেন।

জো বাইডেনের রাজনৈতিক জীবনও সরলরেখায় চলেনি। মাত্র ২৯ বছর বয়সে তিনি সিনেটর হয়েছেন বটে, কিন্তু একবার প্রেসিডেন্ট পদে ডেমোক্র্যাট দলের নমিনেশন চেয়ে পাননি। নমিনেশন পেয়েছিলেন বারাক ওবামা, ওবামা তাকে তার ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে গ্রহণ করেন।

এবার তিনি প্রেসিডেন্ট পদে দলের নমিনেশন পান এবং নির্বাচনে জয়ীও হন, কিন্তু তাকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হয়েছে সভ্যতা-ভব্যতাবর্জিত এক সিটিং প্রেসিডেন্টের সঙ্গে। যিনি শুধু কথায় নন, কাজেও হিংস্র। তার রাজনীতি বর্ণবাদী ও ফ্যাসিবাদী। তার সমর্থকরা কংগ্রেস ভবন ক্যাপিটলে হামলা চালাতে দ্বিধা করেনি।

ট্রাম্প অভিশংসনেরও পরোয়া করেন না। এখনো পরাজয় মানেননি। তবে ২০ জানুয়ারী তাকে ক্ষমতা ছাড়তে হবে। এই সময় দেশে দাঙ্গা-হাঙ্গামা হতে পারে এই আশঙ্কায় সামরিক বাহিনী সারা দেশে ব্যাপক সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। বাইডেনের অভিষেক অনুষ্ঠানও হবে অত্যন্ত কঠোর সতর্কতায়। সভা-শোভাযাত্রা আনন্দানুষ্ঠান বাতিল করা হয়েছে।

সবাই এখন স্বীকার করছেন, ট্রাম্পের চার বছরের শাসনকাল ছিল আমেরিকার জন্য এক অন্ধকার যুগ। আমেরিকার গণতন্ত্রের ভাবমূর্তি তিনি সম্পূর্ণ নষ্ট করেছেন। আমেরিকার গণতন্ত্রের ইনস্টিটিউটগুলোকে সম্পূর্ণ ভাঙতে চেয়েছিলেন। গত শতকের ইউরোপীয় ফ্যাসিবাদের কায়দায় আমেরিকায় ফ্যাসিবাদ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছেন।

তার এই চেষ্টা যে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে, তা এখনো কেউ বলতে পারে না। তার ইচ্ছাকৃত অবহেলায় আমেরিকায় করোনা মহামারিতে লাখ লাখ নরনারীর মৃত্যু হয়েছে। আমেরিকা আধুনিক বিজ্ঞানে ওষুধ শিল্পে সবচেয়ে উন্নত দেশ হওয়া সত্ত্বেও ট্রাম্পের ঔদাসীন্য ও অবহেলায় করোনা প্রতিরোধক কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় সারা আমেরিকা এখন এক মৃত্যু উপত্যকা।

প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হয়েই বাইডেন তাই বলেছেন, হোয়াইট হাউজে প্রবেশ করেই তার প্রথম দায়িত্ব হবে মহামারি ঠেকানো এবং দ্বিতীয় চেষ্টা হবে ট্রাম্প আমেরিকার জন্য যে অন্ধকার যুগ সৃষ্টি করে গেছেন, তা থেকে আমেরিকাকে মুক্ত করা। করোনা ঠেকানোর জন্য বাইডেন কোটি কোটি টাকার এক পরিকল্পনা ইতোমধ্যেই গ্রহণ করেছেন।

অন্ধকার ট্রাম্প যুগ থেকে তিনি কীভাবে দ্রুত আমেরিকাকে উদ্ধার করবেন, তার পরিকল্পনাও তিনি আঁটছেন। কিন্তু ভয়ংকর ফ্যাসিবাদের কবল থেকে আমেরিকাকে তিনি পূর্ব গৌরবে কতদিনে ফিরিয়ে নিতে পারবেন অথবা আদৌ পারবেন কিনা সে সম্পর্কে অনেকেই নিশ্চিত নন।

একবার কোনো দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ফাটল ধরলে এবং কোনো ধরনের ফ্যাসিবাদ সেই ফাটলে ঢুকে পড়লে তাকে দূর করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। আমরা বাংলাদেশের দিকে চেয়ে দেখতে পারি। ১৯৭৫ সালের আগে বাংলাদেশে যেটুকু গণতন্ত্র ও কথা বলার স্বাধীনতা ছিল তা আজ নেই বললেই চলে। সমাজ ধর্মীয় কুসংস্কার দ্বারা আচ্ছন্ন।

দুর্নীতি প্রতিপদে। ধর্মের স্থান দখল করেছে ধর্মীয় রাজনীতি অথবা ধর্মের ব্যবসা। নারীদের নিরাপত্তা নেই, বুদ্ধিজীবীরা বিব্রত অথবা বিভ্রান্ড়। এই বাংলা এককালে এমন ছিল না। ২১ বছরের সামরিক ও স্বৈরাচারী শাসনে বাংলাদেশকেও এক অন্ধকার যুগ অতিক্রম করতে হয়েছে।

শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তন করে এই অন্ধকার যুগের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অবতীর্ন হয়েছে। কিন্তু এই লড়াইয়ে এখনো জয়ী হতে পারেনি। দেশটির বৈষয়িক উন্নতি উল্লেখযোগ্য। কিন্তু সামাজিক অবক্ষয় ভয়াবহ। স্বৈরাচারী শাসকরা এই অবস্থা তৈরি করে গেছেন। আওয়ামী লীগ সরকার এই অবক্ষয় ঠেকাতে পারছে না। বরং অবক্ষয় ঠেকাতে গিয়ে নিজেরাও অবক্ষয়ের শিকার হচ্ছেন।

দুর্বল গণতন্ত্র দ্বারা ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা যায় না। তার উদাহরণ গত শতকের ইতালী, জার্মানী, স্পেন, পর্তুগাল। শেখ হাসিনা যতদিন দুর্বল গণতান্ত্রিক পন্থায় দেশে প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীগুলোকে দমন করার চেষ্টা করেছেন, ততদিন পারেননি। অতঃপর কর্তৃত্ববাদী গণতন্ত্রকে অনুসরণের পর তিনি বহু লড়াইয়ে জয়ী হয়েছেন। বাংলাদেশি ট্রাম্পদের ক্ষমতাসীন হতে দেননি।

আমেরিকায় জো বাইডেনকেও তার দেশে উদীয়মান ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে কঠোর থেকে কঠোরতম ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। নইলে তিনি আমেরিকাকে ট্রাম্প যুগের অন্ধকার থেকে উদ্ধার করতে পারবেন না। দেশটিতে বর্ণবাদ ও ফ্যাসিবাদ মাথাচাড়া দিতে পারলে বর্তমান নির্বাচনে পরাজয়ের ক্ষতি পুষিয়ে আগামী নির্বাচনে তারা হোয়াইট হাউজ দখলের চেষ্টা করবে।

হয়তো পারবেও। যদি জো বাইডেন নিজেকে সাবেক প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের মতো একজন শক্ত প্রেসিডেন্ট প্রমাণ করতে না পারেন, জাতির সামনে নিউ ডিলের মতো কোনো প্রণোদনামূলক জাতিগঠন পরিকল্পনা তুলে ধরতে না পারেন, তাহলে তিনি সফল হবেন না।

জো বাইডেন নম্র স্বভাবের ভদ্রলোক। কিন্তু তার সাংগঠনিক শক্তি প্রচুর। ব্যক্তিগত জীবনের বহু ট্র্যাজেডি কাটিয়ে উঠে তিনি অন্ধকারে বিপন্ন আমেরিকার হাল ধরেছেন। তিনি কতটা সফল হবেন তার আভাস আগামী কিছুদিনের মধ্যেই পাওয়া যাবে। কেউ চায় না তিনি জিমি কার্টারের মতো একজন অসফল প্রেসিডেন্ট হয়ে হোয়াইট হাউজ থেকে বিদায় নেন।

লন্ডন, ১৭ জানুয়ারী, রোববার, ২০২১।

করোনাবন্দি দিনগুলি : মৃত্যুর মিছিলে স্বজন, বন্ধু, শুভাকাঙ্খী



নবাব উদ্দিন

প্রতিদিন মৃত্যুর শতকরা হার বাড়ছে হু হু করে। বিলেতে লকডাউন আরো কঠোর হচ্ছে; দিন অতিবাহিত করছি আতংকে। এ এক দুঃসময়। আজ প্রায় ১০ মাস ঘরবন্দি। ফোন ধরতে ভয় পাচ্ছি। পত্র-পত্রিকা আর ফেসবুক খুলেই শুধু করোনা আক্রান্ত ও মৃত্যুর খবর। এখন শেষ রাতে আর ভোরে রিং বাজলে এক ভয় মনের মধ্যে জেগে ওঠে। গত দশ মাসে বিলেতে বাঙালি কমিউনিটির মধ্যে যত মৃত্যু দেখেছি তা গত পাঁচ দশকে দেখিনি। সবই মহান আল্লাহর ইচ্ছা।

করোনা পাল্টে দিচ্ছে আমাদের জীবনযাত্রা। এর ফলে আমাদের জীবন আরো বেশি প্রযুক্তি ও বিজ্ঞাননির্ভর হচ্ছে। এখন অনেক জানাজা, দোয়া মাহফিল, বিয়ে, সমাবেশ এবং অনুষ্ঠানাদি জুম, টিমস ও স্কাইপ নির্ভরশীল। কিন্তু টিভি খুললেই দেখছি মৃত্যুর সংখ্যা প্রতিদিন গড় অনুপাতে বাড়ছে। কী এক আতংক!

এই একটি সাধারণ ভাইরাস আমাদের সবার জীবনকে একবারে থমকে দিয়েছে। পৃথিবীতে এর আগেও মহামারী হয়েছে। এই শীতে আমাদের জীবনকে এই নতুন ভাইরাস আবারও বদলে দিচ্ছে। কী অদ্ভুত এবং অপ্রত্যাশিত আচরণ করে এই ভাইরাস! আমাদের শরীরে যখন কোভিড দেখা দেয় তখন কিন্তু কেবল ফুসফুসই রোগাক্রান্ত হয়না বরং এ ভাইরাস আক্রমণ করে পুরো শরীরের উপর।

পুরো ২০২০ সালটি ছিল করোনা ভাইরাস মহামারীর কারণে বিধ্বংসী এক বছর। সারা বিশ্বের মত বিলেতকে বিপর্যস্ত করেছে এই ভাইরাস। বেড়েছে আক্রান্ত এবং মৃত্যুর সংখ্যা। টিকা আবিষ্কার হয়েছে। অক্সফোর্ডের টিকা ৪ জানুয়ারি থেকে মানবদেহে দেয়া শুরু হয়েছে।

আল্লাহই আমাদের এই ভাইরাস থেকে উদ্ধার ও রক্ষা



করতে পারেন। তাছাড়া আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে বার বার হাত ধোয়া, সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা আর মুখে মাস্ক পরা। প্রত্যেকটি মানুষের কাছে এই ভাইরাসটি বিরাট আতংক হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা যেন এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসর হচ্ছি। আগামী দিনগুলাতে অর্থনীতি কোন পর্যায়ে মোড় নিবে তাও অনিশ্চিত।

২০২০ সাল পৃথিবীর এবং মানব জীবনের ইতিহাসে এক বিষাদময় ঘটনাবহুল বছর। এটি একটি স্মরণীয় সাল হিসেবে ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হবে। বছর জুড়ে মহামারির খবর, যা সাড়া পৃথিবীকে পাল্টে দিয়েছে; মানুষের জন্য বিরাট যন্ত্রণার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

স্মরণীয় ঘটনা বেক্সিট, বৈরুতে বিস্ফোরণ, সারা বিশ্বে জর্জ ফ্লয়েড ও বাক লাইভস ম্যাটারস আন্দোলন, আমেরিকার নির্বাচন এবং বিশ্ব জুড়ে মহামারি ও অন্যান্য ঘটনাবলি।

এই ২০২০ সালে আমরা সবচেয়ে বেশি বিলেতে বাঙালী কমিউনিটির প্রবীণ ও কমিউনিটি ব্যক্তিত্বদের হারিয়েছি, যারা কমিউনিটির আন্দোলন করে আমার জীবন যাত্রা এই প্রবাসে সহজ করে দিয়েছেন এবং এই প্রবাসে সসম্মানে ঠিকে থাকারভিত্তি গড়ে তুলেছিলেন। বস্তুত তারা ছিলেন আমাদের কমিউনিটির প্রাণপুরুষ।

আমাদের বাঙালী কমিউনিটি যেন এখন একটি প্রাণহীন মানবসমাজ। যে কমিউনিটি বছরে ৩৬৫ দিনই জেগে থাকতো বিয়ে, ওয়ালিমা, রাজনৈতিক মিটিং, পাল্টা-পাল্টি সংগঠনের মিটিং, চ্যারেটি মিটিং, মেলা, সম্মেলন, ওয়াজ মাহফিল, তাফসির, আড্ডা, গোপন বৈঠক, দলা-দলি, নৌকা বাইছ, নাটক, বই মেলা ইত্যাদি ইত্যাদিতে, সেই কমিউনিটি এখন নিথর, প্রাণ শক্তিহীন। আমরা যেন এক আতংকের মধ্যে বাস করছি। ফেইসবুক আর ওয়াটস্‌আপ খুললেই শুধু মৃত্যু আর করোনাক্রান্তের খবর। একই সাথে হু হু করে বাড়ছে বিলেতে বেকারত্ব, বাড়ছে আর্থিক সংকট, বাড়ছে পারিবারিক ও মানসিক যন্ত্রণা, বাড়ছে নতুনভাবে বেঁচে থাকার আকুতি।

প্রতিদিন একটি অনিশ্চিত দিন। সকাল শুরু হয় মৃত্যুর সংবাদ আর করোনা আক্রান্তের খবর দিয়ে। বিছানায় যাই একই দুঃখের সংবাদ মনের ভেতরে জমা করে। রবের নাম নিয়ে ঘুমে যাই। জানি না কখন কী হবে। মৃত্যু কখন হবে তা আমরা কেউ জানি না, কিন্তু মনে হয় এ জীবনে যেন এক সেকেন্ডেরও ভরসা নেই। এই বছরে আমার প্রায় ১৪ জনের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবমারা যান। এর মধ্যে আমার তিনজন ঘনিষ্ঠ স্কুল সহপাঠিকে হারিয়েছি। আমরা সবাই একটি কঠিন সময় অতিক্রম করছি।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, আমি এখনও বেঁচে আছি। প্রত্যেকটি মৃত্যু অত্যন্ত কষ্টের কিন্তু ঘনিষ্ঠ স্কুল জীবনের বন্ধু বাবলুর (সায়মন) মৃত্যু মেনে নিতে কষ্ট হচ্ছে। অকালে চলে গেল। চলে গেল গিয়াস ও সালেহ। মনে হচ্ছে এই ভাইরাস এক প্রাণঘাতী রূপ ধারণকরেছে। অনুভব করছি আমরা সবাই কতটা অসহায়।

আমরা একটি কঠিন সময়ের মধ্যে ২০২০ সাল অতিক্রম করেছি; হারিয়েছি অনেক প্রিয়জনকে। ২০২১ সালে আমরা হয়ত আশার আলো দেখতে পাবো। আশা নিয়ে আমরা বেঁচে থাকতে চাই, বেঁচে থাকতে চাই স্বপ্ন নিয়ে। আমরা নিশ্চয়ই সেই স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যাব, ইনশাল্লাহ।

লেখক: সাবেক সম্পাদক, সাপ্তাহিক জনমত এবং চেয়ারম্যান, ইস্টহ্যান্ডস দাতব্য সংস্থা, লন্ডন।

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকায় ১০৯ এভিনিউ এবং ভ্যান উইক বুলেভার্ডে নতুন রেনোভেটেড এক বেডরুম, একটি লিভিং রুম, বাথরুম ও পৃথক কিচেন-এর বাসা ফেব্রুয়ারী মাস থেকে ভাড়া হবে। ২ অথবা ৩ সদস্যের ফ্যামিলি আবশ্যক। যোগাযোগ: ৬৪৬-৫৭৮-১৮৮৬
জা-১৮/২৫

বেসমেন্ট ভাড়া

কুইন্সের ৩৯-২৫ ২৪স্ট্রীট এলআইসি-তে বেসমেন্ট ভাড়া হবে। ভাড়া ১৯০০ ডলার। যোগাযোগ: ৬৪৬-৫৩০-৭২৩৯
জা-১৮/২৫

রেষ্টুরেন্ট সেল

জ্যামাইকার ১৬৮-১৮ জ্যামাইকা এভিনিউর খুব ব্যস্ত এলাকায় ফুললি ইকুইপড টার্ন কি ওপারেশন রেষ্টুরেন্ট বিক্রি করা হবে। যোগাযোগ: ৫১৬-৫২৬-৪৩৩৬
জা-১৮/২৫

রুম ভাড়া

এস্টোরিয়ার ৩৫ এভিনিউতে ২ বেডরুমের অ্যাপার্টমেন্টর একটি রুম সিঙ্গেল ফ্যামিলি অথবা ওয়ান ফিমেলের কাছে ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৮৯৮-৮৩৮৩
জা-১৮-২৫

১ বেডরুম কন্ডোমিনিয়াম ভাড়া

ব্রঙ্কসের পার্কচেস্টার ওভাল সংলগ্ন ইউনিয়ন পোর্ট রোডে বাঙালী গ্রোসারী, মসজিদ এবং ৬ ট্রেন সাবওয়ের কাছে ১ বেড রুমের কন্ডোমিনিয়াম ভাড়া হবে। ভালো ইনকাম এবং ক্রেডিট থাকতে হবে। ভাড়া ১৫০০ ডলার। যোগাযোগ: ৯১৭-২৮৮-১৮৩৫ (সকাল-১০ টা-রাত ৯ টা)

২ বেড রুমের কন্ডোমিনিয়াম ভাড়া

পার্কচেস্টার বাঙালী মার্কেট সংলগ্ন ,খলিল বিরিয়ানীর উল্টোদিকে ২ বেড রুমের একটি কন্ডোমিনিয়াম ভাড়া হবে। ভাড়া ১৮৫০ ডলার। যোগাযোগ: হাবিব রহমান। ফোন: ৩৪৭-২৮০-৭২৬৯

বেসমেন্ট ভাড়া

নিউইয়র্কের ১১২ স্ট্রীট ও ৯৫ এভিনিউ, রিচমন্ড হীলে নতুন কাজ করা ২ বেডরুম, ১ বাথরুম-এর বেসমেন্ট ভাড়া হবে। সাবওয়ে এ, জে ট্রেন এবং কিউ৮ কিউ২৪ ও কিউ৩৭ বাস, মসজিদ কাছে। যোগাযোগ: ১ (৭১৮)-২৯৬-০৩০৬
জা-১১/১৮/২৫

রুম ভাড়া

সুন্দর, ভালো পরিবেশে কর্মজীবি স্বামী/স্ত্রী বা একা প্রয়োজনে ফার্নিচারসহ বড় স্টুডিও রুম (রুমের এক পাশে কিচেন, বাথরুম, ফ্রীজ ও ইন্টারনেট সুবিধাসহ) ভাড়া দেয়া হবে। সি ট্রেনে শেফার্ড এভিনিউর পাশে ৪৩০ এসেক্স ষ্ট্রীট, ব্রুকলীন। যোগাযোগ করুন বা মেসেজ রাখুন। ফোন: ৬৩১-২৩০-০২৩০ অথবা ৭১৮-৩৪৮-৮৪২২
জা-১১/১৮

অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া

জ্যাকসন হাইটসের ৭৮ ষ্ট্রীট এবং ২৪ এভিনিউতে এক বেডরুমের সেমি বেসমেন্ট ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৯১৭-৪৭৮-৭১৩১
ডি-১৪/২১

বাসা ভাড়া

জ্যাম্যাইকায় অত্যন্ত নিরিবিলি পরিবেশে, এক ব্লকের মধ্যে কিউ-৬, কিউ-১১ বাস। জেএফকে এয়ার পোর্টের নিকট রকওয়ে বুলেভার্ড ১২৯ এভিনিউ, ১৫৪ ষ্ট্রিট দোতলায় নতুন রেনোভেটেড তিন বেডরুম, দুইবাথ রুম, বড় লিংভিং রুম, বড় কিচেন, ফ্রি পার্কিং সহ ভাড়া দেওয়া হবে। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে।
যোগাযোগঃ খন্দকার জাকির হোসেন। ফোন: ৩৪৭-৫৩৬-০১০৯, অথবা ৭১৮-৫৫৮-৪৩৪৭
জা-০৪

বাসা ভাড়া

জ্যাাইকার ১৫৩-১১ ১০৭ এভিনিউতে (ই ট্রেন সাবওয়ের কাছে) বিশাল ফাস্ট ফ্লোর, ২ বেডরুম, ২ বাথরুম, কিচেন/ডাইনিং, লিভিং রুম-এর বাসা অতিসত্তর ভাড়া হবে। ভাড়া ১৯৫০ ডলার। যোগাযোগ: সুলতান আহমেদ। ফোন: ৭১৮-৬৮৫-৪৮৬১ অথবা নাহিদা বেগম, **ফোন: ৩৪১-৬২৪-৮৮০০**
জা-০৪/১১

বাসা ভাড়া

১৯৬ স্ট্রীট ও ৮৯ এভিনিউর জ্যামাইকা হলিসে হিলসাইড এভিনিউর পাশে বেসমেন্টে এক বেডরুমের সঙ্গে লিভিং, কিচেনসহ একটি বাসা ভাড়া হবে।
যোগাযোগঃ ৯১৭-৪১২-৭৭৩৯

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার ১৬৪-২০ ৮৬ রোডে এফ ট্রেন সাবওয়ের সন্নিকটে প্রাইভেট হাউসের দ্বিতীয় তলায় ২ বেডরুম, এক লিভিংরুম এক বাথ এবং কিচেনসহ বাসা ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৯২৯-২৯৬-৭০০০
ডি-২১/২৮

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার ১৫৩-১১ ১০৭ এভিনিউ-তে ২ বেডরুম, ২ বাথরুম, কিচেন/ডাইনিং এবং লিভিং রুম (১১০০ স্কয়ার ফুট) ফাস্ট ফ্লোর বাসা এবং ৩ বেডরুম, ২ বাথরুম, কিচেন, লিভিং রুম (১১০০ স্কয়ার ফুট) সেকেন্ড ফ্লোর বাসা এবং বিশাল ২ বেডরুম, কিচেন, লিভিং রুম, বিশাল বাথরুম-এর সেমি বেসমেন্ট বাসা ভাড়া হবে। ই ট্রেন সাবওয়ে থেকে ৮মিনিটের দূরত্ব। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৬২৪-৮৮০০ অথবা ৭১৮-৬৮৫-৪৮৬১
ডি-২১/২৮

বাসা ভাড়া

কুইন্সে একটি প্রাইভেট বাসার ৩ বেড, ২ বাথ, লিভিং, কিচেন, ডাইনিং ও বেলকলি সহ ফাস্ট ফ্লোরের বাসা ভাড়া হবে। প্রাইভেট এনট্রেন্স, একটি গাড়ী পার্কিং-এর সুবিধা, সেন্ট জনস ইউনিভার্সিটি, কুইন্স কলেজ, সাবওয়ে/বাস ষ্টেশন, গ্রোসারী, এলিমেন্টারী হাই স্কুলের দূরত্ব ওয়াকিং ডিসটেন্স। ভাড়া ২৭০০ ডলার। যোগাযেগ: ৭১৮-৬৫৭-৩৭০৯
ডি-২১/২৮

অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া

সানিসাইডের ৫০-৩৯ ৪৫ স্ট্রীট, নিউইয়র্ক-১১৩৭৭ ঠিকানায় এক বেডরুমের নতুন রেনোভেটেড অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া হবে। যোগাযোগ: রফি অহমেদ।
ফোন: ৩৪৭-৯৭২-৩৮৪৯ অথবা ৩৪৭-৩৩৫-৮০৫৪
ডি-২১/২৮

ফারনিশড বেডরুম ভাড়া

জ্যামাইকা এষ্টেট, এফ ট্রেন সংলগ্ন তিন তলা এপার্টমেন্টের সম্পূর্ণ ফারনিশড এক বেডরুম-বাথরুম (শেয়ার কিচেন-লিভিং) স্বামী-স্ত্রী অথবা একজন অধুমপায়ী স্টুডেন্টের কাছে ভাড়া হবে। অবশ্যই রেফারেন্স লাগবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৮২৯-৩৫৪৯.
ডি-২১/২৮

সেমি বেসমেন্ট ভাড়া

ইস্ট এলমহার্স্টের ৯৪ স্ট্রীটে দুই বেডরুম, ওয়ান বাথরুম, কিচেন-ডাইনি রুম সহ একটি সেমি বেসমেন্ট বাসা ভাড়া হবে। ইউটিলিটি সংযুক্ত। যোগাযোগ: ৯১৭-৯৩৫-১৭৯০
ডি-১৪/২১

বাসা ভাড়া

পার্কচেস্টার সাউথ কন্ডো, ২ বেডরুম ১ বাথরুম। এক্টি রিয়েলিটি গ্রুপ, এম. খলিল রহমান (এলআইসি রিয়েলটর)
৯১৭-৪০২-৭০৮৪
khalil4na@gmail.com

কন্ডো বিক্রয়

পার্কচেস্টার সাউথ কন্ডো ২ বেড রুম ১ বাথরুম, এক্টি রিয়েলিটি গ্রুপ, এম. খলিল রহমান (এলআইসি রিয়েলটর)
৯১৭-৪০২-৭০৮৪
khalil4na@gmail.com

বাসা ভাড়া

কুইন্সের জ্যামাইকায় E, J, LIRR, Air Train এর নিকটে 107 Ave. এবং Inwood St. এ প্রাইভেট হাউজের দোতলায় ৩ বেডরুম, ২ বাথরুম, লিভিং রুম, বেলকনি ও কিচেনসহ ১লা জানুয়ারি থেকে বাসা ভাড়া হবে।
যোগাযোগঃ ৭১৮-৬৫৮-৪২৮৪।

লিভ ইন ন্যানী আবশ্যক

নিউজার্সীতে স্বামী-স্ত্রীর সঙ্গে আড়াই বছরের এক ছেলে ও এক শিশু বাচ্চাকে দেখাশোনার জন্য লিভ ইন ন্যানী আবশ্যক জানুয়ারি মানস থেকে। বাসায় থেকে কাজ করতে হবে। বেতন আলোচনা সাপেক্ষে।
যোগাযোগঃ ৪০৪-৫৩৬-২১৯৪
৪০৪-৫৩৮-৪৮৭৫

বাসা ভাড়া

ইষ্ট এলমহার্স্ট এর নর্দান বুলেভার্ড এলাকায় ৩১ এবং ৩২ এভিনিউর মাঝে ৮১ স্ট্রীট-এর উপরে দ্বিতীয় তলায় একটি এক বেডরুমের বাসা ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগ: ৯১৭-৩০১-২০৬৩
ডি-০৭/১৪/২১/১৮

বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকার ব্রায়ারউড-এর ডেনিয়েলস স্ট্রীট ও ৮৪ এভিনউ এর কর্ণারে দুই রুমের একটি রেনোভেটেড ঝলমলে বেসমেন্ট ভাড়া হবে। ২ সদস্যের ফ্যামিলি আবশ্যক। এফ ট্রেন সাবওয়ে সাতফিন বুভেভার্ড থেকে ১০ মিনিট দূরত্ব।
যোগাযোগ: ৭১৮-২১৯-৮১৭৮
ন-৩০/ডি-০৭

বাসা ভাড়া

সানিসাইডের ৪৬ ষ্ট্রীট এবং ৪৮ এভিনিউতে অধুমপায়ী মুসলিম পরিবারের জন্য সেকেন্ড ফ্লোরে সম্পূর্ণ নতুনভাবে তৈরী দুই বেডরুমের বাসা ভাড়া দেওয়া হবে। মাসিক ভাড়া ২০০০ ডলার। যোগাযোগ: ৯১৭-৫৬২-১৩৬৮
ন-৩০/ডি-০৭/১৪

বাসা ভাড়া

কুইন্সের মনোরম পরিবেশে নিউ রেনোভেটেড ওয়াইড বেসমেন্টের এক বেডরুম, লিভিং রুম ও কিচেন সহ বাসা জানুয়ারী মাস থেকে ভাড়া হবে। সাইড এন্ট্রেন্স আছে। বাসার কাছেই ব্যাংক আর লং আইল্যান্ড রেলরোড। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষ। যোগাযোগ: ৩৪৭-৫৮৩-৫৬৩৭
জা-১১/১৮

বাসা ভাড়া

উডসাইডের সাবওয়ের পাশে ৫৮ স্ট্রিট ও নর্দান বুলুভারডে ৩ বেডরুম ও ২ বাথরুম সম্বলিত বাইরের সাথে দরজা-জানালাযুক্ত বেসমেন্টের একটি বাসা ভাড়া হবে। যোগাযোগ: (৯১৭) ৪১২-৭৭৩৯.
ন-০৯/১৬/২৩

রুমমেট আবশ্যক

জ্যাকসন হাইটসের ৮৪ ষ্ট্রীট এবং ২৫ এভিনিউতে বেসমেন্টে থাকার জন্য একজন পুরুষ রুমমেট আবশ্যক। যোগাযোগ: ৯১৭-৪৭৮-৭১৩১
ডি-১৪/২১

HELP ANTED

Need Office Assistant/Secretary Real Estate office, Queens, New York. English/Computer must. Contact: 917-523-4451. Email: MKSKARN@gmail.com
N-16/23

রুমমেট আবশ্যক

জ্যামাইকার হাইল্যান্ড এভিনিউ এর উপরে E and F ট্রেন সাবওয়ের খুব কাছে তিন বেডরুমের একটি বাসার দুই বেডরুম আলাদা বাথরুম সহ ভাড়া হবে জানুয়ারী ২০২১ সাল থেকে। ভাড়া আলোচোনা সাপেক্ষ্য।
যোগাযোগঃ ৭১৮-২০০-৮৮০০.
ন-১৬/২৩

হেল্প ওয়ান্টেড

একটি হিন্দু পরিবারের সাহায্যকারী প্রয়োজন। সাহায্যকারীকে পরিবারের সাথে পরিবারের সদস্যের মতো থাকতে হবে। থাকা, খাওয়া ফ্রি এবং অতিরিক্ত মাসিক বেতন ৫০০ ডলার দেয়া হবে। আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন।
যোগাযোগ: ৯১৭-৪৩৬-৬১৬৮
ন-০৯

এপার্টমেন্ট ভাড়া

এস্টেরিয়ার ২৩-০২ ৩০ ড্রাইভ-এ সেকেন্ড ফ্লোরে তিন বেডরুম, দুই বাথরুম, ডাইনিং, লিভিং রুম ১৫০০ স্কয়ার ফুট ১ নভেম্বর থেকে ভাড়া হবে। যোগাযোগ: নাজমুল। ফোন: ৯১৭-২৯৯-৯৪৭৮
অ-১৯/২৬

বাড়ি বিক্রয়

Jamaica Hills: 2F family walkup 3 family brick 3 bed rooms 2 bath rooms 3 apartments also full finished basement 1320 Sq.ft প্রতি ফ্লার জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার থেকে ১ ব্লক। Close to Park, Hospital. St. Hhons College, Subway. Price $1.3 millions. Call: 917-749-4143.

পাত্রী চাই

সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের ৩২ বছর বয়সী, জন্মসূত্রে আমেরিকান সিটিজেন পাত্রের জন্য পাত্রী আবশ্যক। পাত্র ফোর্ডহ্যাম ইউনিভার্সিটি থেকে বিজন্যাস এন্ড ফাইন্যান্সে গ্রাজুয়েট। বর্তমানে নিউইয়র্কে একটি নামী ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানীতে সুপারভাইজার লেভেলে কর্মরত। পাত্রীকে জন্মসূত্রে আমেরিকান নাগরিক, গ্রাজুয়েট বা পড়াশোনার শেষ পর্যায়ে থাকতে হবে। পাত্রীর গড়ন হাল্কা পাতলা এবং সুন্দরী হতে হবে।
যোগাযোগ: ৯১৭ ২৮৮ ১৮৩৫
(সকাল ১১টা থেকে রাত ১০টা)

বিনামূল্যে হেলথ ইন্স্যুরেন্স চান

আপনি কি বিনামূল্যে নিউইয়র্ক ষ্টেট অনুমোদিত হেলথ ইন্স্যুরেন্স পেতে চান? তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা আপনাকে হেলথফাস্ট, ফিডালিস কেয়ার, মেট্রোপ্লাস, ইউনাইটেড হেলথ কেয়ার সহ অন্যান্য ইন্স্যুরেন্স প্লান পেতে সহায়তা করব!
শেখ সিরাজ, বাংলাদেশ সেন্টার
Bangladesh Center Inc
ফোন: ৯১৭-৫৪৭-৬৮৩২

সিকিউরিটি ক্যামেরা

আপনার বাসা, অফিস বা কর্মস্থল সিকিউরিটি ক্যামেরা লাগিয়ে নিরাপদ করুন।
ঘরে-বাইরে, কাছে-দূরে যেখানেই থাকুন আপনার সম্পদ ফোনের পর্দায় দেখুন।
আমরা সবচেয়ে কম খরচে অল্প সময়ে সিকিরিটি ক্যামেরা লাগাই। আজই যোগাযোগ করুন।
ফোন : 917-455-5308
ইমেইল: techlifeusa@gmail.com
Tech Life USA : 179-51 Hillside AV, Jamaica, NY-11432

কাজী অফিস

(সিটি কর্তৃক রেজিষ্ট্রিকৃত)

কাজী মোঃ বেলাল হোসেন

ইউএস এয়ারফোর্সের অধীনে কুয়েতস্থ আমেরিকান এ্যাম্বাসির প্রাক্তন দোভাষী অফিসার
বর্তমান ইমাম : বাইতুন নূর মসজিদ, ওজপনপার্ক।
ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী বিবাহ পড়ানো এবং নিউইয়র্ক সিটির ল' মোতাবেক ম্যারেজ সার্টিফিকেট ও মুসলিম কাবিননামা প্রদান করা হয়। ইংরেজী, আরবী এবং বাংলায় বিবাহ অনুষ্ঠান পরিচালনা করা হয়। সপ্তাহে ৭ দিন খোলা। নিউইয়র্ক সিটির প্রতিটি এলাকায় সেবা প্রদান করা হয়।
যোগাযোগ: **201-839-7579**
৮৮-১৯ লিবার্টি এভিনিউ, ওজনপার্ক, নিউইয়র্ক-১১৪১৭

পাত্রী চাই

আমেরিকায় বসবাসরত ও প্রতিষ্ঠিত সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের সন্তান, ৫ ফুট ৬ ইঞ্চি, সুদর্শন, এমবিএ ডিগ্রীধারী পাত্রের জন্য পাত্রী চাই।
যোগাযোগ: ৯২৯-৫৩০-৫২৯৩।
ই-মেইল: 3800rahman@gmail.com

মালটি ফ্যামিলি হাউজ বিক্রি



নিউইয়র্কের বাফেলোতে ফুল রেনোভেটেড মালটি ফ্যামিলি হাউজ বিক্রির জন্য তৈরী। সিরিয়াস আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন। **ফোন: ৬৪৬-৩২৭-৬৮৮৯**
ন-৩০/ডি-০৭/১৪

বাসা ভাড়া

বাংলাদেশী অধ্যুষিত এস্টোরিয়ায় (৩৩-০৯, ৩১ এভিনিউ এবং ৩০-৫২, ৩৪ ষ্ট্রীট) এর দুটি এপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ে ১বেড রুম (ভাড়া: ১৭০০ ডলার), দুই বেড রুম (ভাড়া: ২২০০ ডলার) এর বেশ কয়েকটি এপার্টমেন্ট ভাড়া হবে।
যোগাযোগ: হাবিব রহমান
লাইসেন্সড রিয়েল এস্টেট সেলস পার্সন
পার্কচেস্টার ব্রঙ্কস রিয়েলিটি
ফোন: ৩৪৭ ২৮০ ৭২৬৯ (সেল)
৭১৮-৫১৪-৯০৩০ (অফিস)

বিশ বছর পর নৌকার কুলাউড়া জয়

(শেষের পাতার পর)

মেয়র মো. শফি আলম ইউনুছ নারকেল গাছ প্রতীক নিয়ে পেয়েছেন ২ হাজার ৯৯৪ ভোট এবং বিএনপি মনোনীত ধানের শীষের প্রার্থী ও সাবেক মেয়র কামাল উদ্দিন আহমদ জুনেদ ১৭৭৬ ভোট পেয়ে চতুর্থ হয়েছেন।

উল্লেখ্য, ১৯৯৬ সালের সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের তৎকালীন সাংগঠনিক সম্পাদক সুলতান মোহাম্মদ মনসুর আহমদ নৌকা প্রতীক নিয়ে এমপি নির্বাচিত হওয়ার পর কোনো সংসদ নির্বাচন কিংবা উপজেলা পরিষদ নির্বাচন এবং পৌরসভা নির্বাচনে নৌকা প্রতীকের কোনো প্রার্থী বিজয়ী হতে পারেননি আওয়ামী লীগের শক্ত ঘাঁটি খ্যাত কুলাউড়া নির্বাচনী এলাকা।

দলীয় কোন্দল ও স্রোতের বিপরীতে বার বার নৌকার প্রতীকের ভরাডুবি হলেও এবারকার পৌরসভা নির্বাচনে সকল জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে উপজেলা ছাত্রলীগের সাবেক আহবায়ক অধ্যক্ষ সিপার উদ্দিন আহমদকে নৌকা প্রতীকে ভোট দিয়ে বিজয়ী করে উন্নয়ন বঞ্চিত কুলাউড়া পৌরসভার মেয়র পদে নির্বাচিত করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে বিজয় উপহার দিলেন কুলাউড়া পৌরবাসী।

জানা যায়, ২০০১ সাল থেকে সর্বশেষ ২০১৮ সালের ৩০ ডিসেম্বরের জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ২০১৫ সালের পৌরসভা নির্বাচন ও সর্বশেষ ২০১৯ সালের উপজেলা পরিষদের নির্বাচনেও কুলাউড়ায় বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নৌকা প্রতীকের প্রার্থীর বিজয় অধরাই ছিল।

সম্প্রতি হয়ে যাওয়া উপজেলার বরমচাল উপ-নির্বাচনেও চেয়ারম্যান পদে নৌকার প্রার্থীর ভরাডুবি ও দলের অভ্যন্তরীণ কোন্দলের কারণে নৌকার প্রার্থী জামানত হারান। বিগত প্রায় ২০ বছরের বেশি সময় ধরে এমপি, উপজেলা চেয়ারম্যান ও পৌরসভার মেয়র পদে নৌকা প্রতীক নিয়ে কোনো প্রার্থী বিজয়ী হতে পারেননি। এবারের পৌর নির্বাচনে বিএনপির প্রার্থী ও সাবেক দুইবারের মেয়র কামাল উদ্দিন আহমদ জুনেদ ও আওয়ামী লীগ বিদ্রোহী প্রার্থী ও বর্তমান মেয়র শফি আলম ইউনুছ এবং জনপ্রিয় স্বতন্ত্র প্রার্থী শাজান মিয়ার মতো প্রার্থীকে পরাজিত করে শেষ হাসি হেঁসে মাই-লফলক গড়লেন ক্লিন ইমেজের অধিকারী সাবেক ছাত্রনেতা নৌকার প্রার্থী অধ্যক্ষ সিপার উদ্দিন আহমদ।

দলীয় নেতাকর্মী ও একাধিক সূত্রের দাবি দলীয় অভ্যন্তরীণ কোন্দল, বিদ্রোহী প্রার্থীর কারণে বিপরীত স্রোতে নৌকার বিজয় তলিয়ে যেত।

দলীয় নেতাকর্মী ও বিভিন্ন তথ্যমতে, ১৯৯৬ সালে সংসদ নির্বাচনে কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক সাংসদ সুলতান মোহাম্মদ মনসুর আহমদ নৌকা প্রতীক নিয়ে বিজয়ী হোন। এরপর ২০০১ সালে সুলতান মনসুর নৌকা প্রতীক নিয়েও স্বতন্ত্র প্রার্থী জনপ্রিয় ব্যক্তি এম এম শাহীনের কাছে পরাজিত হোন। ওয়ান ইলেভেন পরবর্তী সময়ে ২০০৮ সালের সংসদ নির্বাচনে লাঙ্গল প্রতীকের প্রার্থী নওয়াব আলী আব্বাসের কাছে নৌকা প্রতীক নিয়ে আসা অ্যাড. আতাউর রহমান শামীমের ভরাডুবি হলে তিনি জামানত হারান। ২০১৪ সালের সংসদ নির্বাচনে এ আসনে নৌকা প্রতীকের কোনো প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করায় জাতীয় পার্টির প্রার্থীর সঙ্গে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আব্দুল মতিন এমপি নির্বাচিত হন।

পরবর্তীতে ২০১৮ সালের ৩০ ডিসেম্বরে সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের কোনো নেতা নৌকার মনোনয়ন পাননি। এই নির্বাচনে বিএনপির মনোনয়ন বঞ্চিত এমএম শাহীন বিকল্পধারায় যোগ দিয়ে মহাজোটের প্রার্থী হিসেবে জোটগত কারণে নৌকা প্রতীক নিয়ে তিনিও আওয়ামী লীগ থেকে নির্বাসিত ঐক্যফ্রন্টের ব্যানারে ধানের শীষের প্রার্থী সুলতান মোহাম্মদ মনসুর আহমদের কাছে পরাজিত হোন।

এদিকে বর্তমান উপজেলা আওয়ামী লীগের সিনিয়র সহ সভাপতি ও উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এ কে এম সফি আহমদ সলমান ২০১৫ সালের ৩০ ডিসেম্বরের পৌর নির্বাচনে মেয়র পদে আওয়ামী লীগের নৌকা প্রতীকের মনোনীত হেভিওয়েট প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও সেই নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী প্রার্থী হিসেবে বিজয়ী হোন বর্তমান মেয়র শফি আলম ইউনুছ। ওই নির্বাচনে বিএনপির ধানের শীষের প্রার্থী দ্বিতীয় অবস্থানে এবং নৌকার প্রার্থী তৃতীয় অবস্থানে ছিলেন। নির্বাচন পরবর্তী সময়ে উপজেলা আওয়ামী লীগের দলীয় অভ্যন্তরীণ কোন্দল প্রকাশ্য রূপ নেয়। যার রেশ ২০১৯ সালের উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে নৌকার ওপর গিয়ে পড়ে।

২০১৯ সালের উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে উপজেলা আওয়ামী লীগের তৎকালীন যুব বিষয়ক সম্পাদক ও বর্তমান সাধারণ সম্পাদক আসম কামরুল ইসলাম নৌকা প্রতীক নিয়েও তৎকালীন যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এবং বর্তমান সি-নিয়র সহ সভাপতি বিদ্রোহী (স্বতন্ত্র) প্রার্থী অধ্যক্ষ এ কে এম সফি আহমদ সলমানের কাছে বিপুল ভোটে পরাজিত হোন।

২০২১ সালের ১৬ জানুয়ারীর পৌর নির্বাচনে মেয়র পদে আওয়ামী লীগের দলীয় মনোনয়ন চান বর্তমান মেয়র শফি আলম ইউনুছ, উপজেলা ছাত্রলীগের সাবেক আহবায়ক ও জেলা শ্রমিক লীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যক্ষ সিপার উদ্দিন আহমদ ও শফিউল আলম শফি। দলের কেন্দ্রীয় মনোনয়ন বোর্ড পৌর নির্বাচনে নৌকা প্রতীকের প্রার্থী হিসেবে অধ্যক্ষ সিপার উদ্দিন আহমদকে মনোনীত করেন।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে দলের একাধিক নেতাকর্মীর দাবি, নিজেদের কোন্দল ও দলীয় প্রার্থীর বিরুদ্ধে গিয়ে অনেকটা কৌশলে বিদ্রোহীর পক্ষে কাজ করায় সাধারণ ভোটাররাও দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। এছাড়া অতীতে অনেকটা আনকোরা ও ভিন্ন দল থেকে আসা প্রার্থীকে এখানে নৌকা কিংবা মহাজোটের প্রার্থী মনোনীত করায় নেতাকর্মীরাও হতাশ হয়ে পড়েন। এসব কারণে স্রোতের বিপরীত প্রার্থীর জয় হয় আর সেই স্রোতে নৌকার বিজয় তলিয়ে যেত। তাই দীর্ঘ দুই দশক পর স্রোতের অনুকূলে এবং ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগের নৌকা প্রতীকের কোনো প্রার্থীর বিজয় দেখাল পৌরবাসী।

জানা যায়, তিন জন প্রার্থী থাকা সত্ত্বেও মেয়র পদে অধ্যক্ষ সিপার উদ্দিন আহমদ রাজনৈতিক ক্লিন ইমেজ এবং কর্মীবান্ধব নেতা হিসেবে অধিক পরিচিত। দলীয় কর্মকান্ডের পাশাপাশি ক্রীড়া ও সামাজিক অঙ্গনে জনপ্রিয়। তিনি ক্রিকেট প্লেয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন (সিপিএ) আহবায়ক, উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক, সিলেট বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, উপজেলা ছাত্রলীগের সাবেক আহবায়ক, সাপ্তাহিক কুলাউড়া সংলাপ পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশক, ভাটেরা স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ, বাংলাদেশ স্কাউটস মৌলভীবাজার জেলা রোভার'র সহকারী কমিশনারের দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া তিনি দীর্ঘদিন থেকে শ্রমিক রাজনীতির সঙ্গে জড়িত। কুলাউড়া উপজেলা শ্রমিক লীগের যুগ্ম আহবায়ক, জেলা শ্রমিক লীগের সাংগঠনিক সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন।

এক প্রতিক্রিয়ায় সিপার উদ্দিন আহমদ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও পৌরবাসীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন, পরিবর্তন, উন্নয়ন, পরিকল্পিত নিরাপদ নগরায়ন এই মূলমন্ত্রকে ধারণ করে নৌকা প্রতীকের এই বিজয় কুলাউড়া পৌরসভার উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে। মাস্টারপ্ল্যান করে পৌরবাসীর উন্নয়ন করব। স্বাধীনতা সৌধ প্রাঙ্গণকে আধুনিকায়ন, পথচারীরা নিরাপদে চলাচলের জন্য মূল সড়ক থেকে ফুটপাত উঁচু করব, আউটারে রেল লাইনের পাশের খাল খনন করে বিনোদনের ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে। বর্তমানে পৌরসভার সম্মুখসহ পৌর এলাকার অসংখ্য স্থানে সামান্য বৃষ্টিতে সৃষ্টি হওয়া জলাবদ্ধতা দূরীকরণ, অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ড্রেনেজ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন করে জলাবদ্ধতা নিরসন, শিশুদের বিনোদনের জন্য শিশুপার্ক, যানজট নিরসনে বিকল্প সড়ক নির্মাণসহ পৌরবাসির নাগরিক সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করার পাশাপাশি জীবনমান উন্নয়নে প্রতিটি ওয়ার্ডের মানুষের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে একটি আধুনিক পৌরসভা প্রতিষ্ঠা করাই আমার চ্যালেঞ্জ।

হাউজ কিপিং জব চাই

হাউজ কিপিং জব (যেমন- সুইপ ও মপ করা, রান্নায় সাহায্য করা) করতে ইচ্ছুক। বেতন আলোচনা সাপেক্ষ। যোগাযোগ: গডফ্রে রোজারিও (প্রাক্তন অফিস সহকারী, **বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট**)। **ফোন: ৩৪৭-৮৪৯-৭৫৪৯**

টেনেসিতে জরুরী লোক আবশ্যক

টেনেসির ম্যাম্পীস শহরে বাঙালী মালিকানাধীন গ্যাস ষ্টেশনে জরুরী ভিত্তিতে লোক আবশ্যক। প্রয়োজনে কাজ শেখানো হবে।

যোগাযোগ: মাসুদ হাসান তুর্ন।

ফোন: ৪০৪-৭১৭-৩২৫৫

ডি-১৪/২১

ফুলটাইম মহিলা নেনী

কর্মজীবি মা ফুলটাইম মহিলা নেনী/বেবীসিটার খুঁজছেন। নিউইয়র্কের ফ্লাশিং (কুইন্স) এলাকায় বেবির বাড়িতে বেতন-সহ থাকার সুন্দর ব্যবস্থা আছে।

বিস্তারিত তথ্য বা সাক্ষাৎকারের জন্য কল্/টেক্সট:

347-766-6412

Room for Rent

An empty beautiful furnished room with 59" tv mounted on the wall, dresser with mirror, wooden Almirah - including gas & electricity for rent as of 1st October/20; beginning, middle or end of the coming month; it's on second floor of a private three floor building on the Steinway Street in between 28-25th Avenue, right in front of Fatima Pediatric Medical Care & almost next to the Dominos Pizza. Monthly rent is **$800/00** with one month's advance security money — NO NEGOTIATIONS. If interested — Please call :

516-603-5223 or on land phone: **718-545-0706**

ask for ***Khokan, Anwaruddin.***

TASLIMA MARRIAGE MEDIA

বিয়ের জন্য বাংলাদেশী বা প্রবাসী সিটিজেন পাত্র-পাত্রী খুঁজছেন?

কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যসহ বিভিন্ন দেশের সিটিজেন পাত্র-পাত্রী, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ব্যাংকার, ডক্টরেট, বিসিএস ক্যাডার, ডিফেন্স কর্মকর্তা, মাল্টিন্যশনাল কোম্পানীর কর্মকর্তা, প্রফেসর, ফার্মাসিস্ট, চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট সহ অভিজাত ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের পাত্র-পাত্রীর সন্ধানে কাজ করে থাকি। ১০ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সবচেয়ে বিশ্বস্ত ও ১নং ম্যারেজ মিডিয়া।



তাসলিমা ম্যারেজ মিডিয়া

হেড অফিসঃ উত্তরা বিএনএস সেন্টার, রুম- ৯২৩, সেক্টর- ৭, ঢাকা

কর্পোরেট অফিসঃ বাসা নং- ৫৯, হুদা এপার্টমেন্ট, ৪র্থ তলা, রোড নং- ৪, ব্লক- সি, বনানী, ঢাকা

ব্রাঞ্চ অফিসঃ 9 Crescent Pl East York ON M4C 5L8 Toronto

মোবাইল ও হোয়াটসঅ্যাপঃ ০১৯৭২০০৬৬৯৪ ০১৭৮২০০৬৬১৫

ই-মেইলঃ taslimamedia@gmail.com

ওয়েবঃ www.taslimamarriagemedia.com

দালাল দ্বারা প্রতারিত হবেন কেন?

বাফেলোতে বাড়ি কেনা-বেচায়



নতুন প্রজন্মের বিশ্বস্ত লাইসেন্সড সেলস পার্সন

রাফি সাফওয়ান

ঝামেলামুক্ত সহযোগিতা দিচ্ছে

সিদ্ধান্ত নেয়ার পূর্বে যোগাযোগ করুন :

267-992-3201

Park Realty

of Western New York

155 Summer St Buffalo, NY 14222

মুসলিম কাজী অফিস

Imam & Khatib

Bangla Bazar Jame Masjid

1351 Odell St, Bronx, NY 10462

ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক বিয়ে পড়ানো হয় এবং নিউইর্ক সিটি ল অনুযায়ী ম্যারিজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা দেয়া হয়।



Quazi Moulana Abul Kashem Eahea

Ba (Hons), MA (Bangla)- Kamil-Hadith, Tafsir, Fiqh

Marriage Registrar New York State

(Muslim Nikah & Marriage Solemnization NYC)

Tel: 347-208-9055

Email:abuleahea@gmail.com

মুসলিম কাজী অফিস



নিউইয়র্ক সিটি কর্তৃক রেজিস্ট্রিকৃত

কাজী মাওলানা ওবায়দুল হক

ইমাম ও খতিব পার্কচেষ্টার ইসলামিক সেন্টার

ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী বিবাহ পড়ানো এবং নিউইয়র্ক সিটির ল মোতাবেক ম্যারেজ সার্টিফিকেট ও মুসলিম কাবিননামা প্রদান করা হয়। সপ্তাহে ৭ দিন খোলা।

পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন ৩৪৭-৩২০-৭২১৮

13-75 Virginia Avenue, Bronx, New York 10462

MATRIMONIAL SERVICE

কাজী অফিস (NYC Registered)

GET MARRIED ISLAMIC WAY BY

KAZI MOWLANA MD. ABUL KHAIR

IMAM & KHATUB

MASJID AL-ABRAR CULTURAL CENTER USA INC.

70-50, Broadway (Basement), Jackson Heights, NY 11372.

Phone: 646-732-7125, 929-277-7444

বাড়িতে থেকেই পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্য সেবা দিন
বছরে আয় করুন সর্বোচ্চ $50,000

Hiring HHA & PCA

আমরা দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশী কম্যুনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি।

প্রশিক্ষণ ক্লাসের জন্য যোগাযোগ করুন

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে



HouseCalls HOME CARE
Being home never felt better...

718-731-9750

আমাদের অফিসে রয়েছে বাংলাদেশী স্টাফ

আপনাদের সুবিধার্থে চারটি অফিস

Jackson Heights:
72-16 Roosevelt Ave, NY 11372



Bronx:
1878 Cross Bronx Expwy, NY 10472



Jamaica:
90-50 Sutphin Blvd, NY 11435



Brooklyn:
2440 Fulton Street, NY 11233



বাংলাদেশী কম্যুনিটিতে একমাত্র 'লাইসেন্সধারী' হোম কেয়ার এজেন্সি

বাংলা পত্রিকা

প্রান্তিক পৃষ্ঠা

The Weekly Bangla Patrika

বাংলা পত্রিকা | The Weekly Bangla Patrika // Monday //January 18 // 2021

সাংবাদিক মিজানুর রহমানের মরদেহ শহীদ বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে দাফন



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: বিশিষ্ট সাংবাদিক, আইন বিশেষজ্ঞ ও দৈনিক প্রথম আলোর যুগ্ম সম্পাদক মিজানুর রহমান খান আর নেই (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। সোমবার (১১ জানুয়ারী) সন্ধ্যায় চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন। তার বয়স ছিল ৫৩ বছর। মৃত্যুকালে তিনি মা, স্ত্রী, তিন সন্তান, পাঁচ ভাই, তিন (বাকি অংশ ৩৮ পাতায়)



ট্রাম্পকে অভিশংসন: ভোট দিলেন যে ১০ রিপাবলিকান

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে প্রথম প্রেসিডেন্ট হিসেবে দ্বিতীয়বারের মতো অভিশংসিত হয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। যা নজিরবিহীন ঘটনা। বুধবার বিকেলে ইউএস কংগ্রেসের প্রতিনিধি পরিষদে ২৩২-১৯৭ ভোটে ট্রাম্প অভিশংসন হন। ফলে তিনি তাঁর মেয়াদের বাকি কয়েকটা দিন নির্বিঘ্নে দায়িত্ব পালন করতে পারবেন না বলে রাজনৈতিক মহলের অভিমত। দীর্ঘ প্রায় সাড়ে পাঁচ ঘন্টার বিতর্ক শেষে কংগ্রেস অভিশংসিত ট্রাম্পের বিপক্ষে ডেমোক্র্যাট দলীয় রিপাবলিকান সদস্য ছাড়াও সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট ডিক চেনির মেয়ে লিজ চেনিসহ ক্ষমতাসীন রিপাবলিকান পার্টির ১০ জন আইন প্রণেতা ট্রাম্পকে অভিশংসনের পক্ষে ভোট দেন। কংগ্রেস ভবনে কলঙ্কজনক হামলার পর প্রেসিডেন্ট পদ থেকে সরাতেই মূলত ভোট অনুষ্ঠিত হয়।

আমেরিকার ইতিহাসে ট্রাম্পই একমাত্র প্রেসিডেন্ট যিনি দুইবার ইম্পিচড-এর স্বীকার হলেন এবং তাঁর দলের একাধিক সদস্য তার বিরুদ্ধে ভোট দেন। ট্রাম্পের ইম্পিচড-এর পক্ষে ভোট প্রদানকারী রিপাবলিকান দলের সদস্যরা হলেন- ইলিনয় রাজ্যের অ্যাডাম কিনজিংগার, ওয়াইওমিংয়ের লিজ চেনি, নিউইয়র্কের জন ক্যাটকো, মিশিগানের ফ্রেড আপটন, ওয়াশিংটনের জাইম হেরেরা বিউটলার ও ড্যান নিউহাউস, মিশিগানের পিটার মিইজার, ওহাইও'র অ্যান্থনি গঞ্জালেজ, সাউথ ক্যারোলিনা'র টম রাইস এবং ক্যালিফোর্নিয়ার ডেভিড ভ্যালাদাও।

এদিকে আইনপ্রেণেতারা বলছেন,ট্রাম্প গণতন্ত্রের জন্য শুভ নন। তার কোনো অধিকার নেই বাকি কটা দিন, দেশ পরিচালনা করার। কংগ্রেসে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে অভিশংসন গৃহীত হওয়ার পর পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অভিশংসনের বিলটি উচ্চকক্ষ সিনেটে পাঠানো হয়েছে। যদিও ক্যাপিটল হিলে নজিরবিহীন হামলার ঘটনার জন্য যে অভিশংসনের দায় প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প অস্বীকার কওে তিনি সমর্থকদের শান্ত থাকার কথা বলেছেন।

উল্লেখ্য, ২০১৯ সালের ডিসেম্বরে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প প্রথমবার অভিশংসনের স্বীকার হন। সে দফায় সিনেটে ভোটাভুটিতে তার পদ রক্ষা হয়।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশনের বর্তমান কমিটি বহাল

নিউইয়র্ক: চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশনের বর্তমান কমিটিই আগামী দুই বছর দায়িত্ব পালন করবে। এসোসিয়েশনের ২০২১-২০২২ সেশনের কমিটি গঠনকল্পে বিশেষ দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রফেসর নুরুল ইসলাম, সাবেক সভাপতি সামছুল ইসলাম মজনু ও সাবেক সভাপতি প্রফেসর কাজী ইসমাইল (তারা নির্বাচন কমিশন সদস্য) সংগঠনের উপদেষ্টা পরিষদ, প্রাক্তন সভাপতি এবং সকল সিনিয়র সদস্যদের সাথে





আলাপ আলোচনা করে সকলের মতামতের ভিত্তিতে, চলমান করোনা মহামারির কারনে কোন নির্বাচন আয়োজন করা সম্ভব নয় বলে সিদ্ধান্ত গ্রহন করেন এবং বর্তমান কার্যকরী পরিষদকে আগামী সেশন পর্যন্ত (২০২১-২০২২) দায়িত্ব পালন করবেন বলে সিদ্ধান্ত জানান।

ফলে সংগঠনের বর্তমান সভাপতি এমলাক হোসেন ফয়সল ও সাধারণ সম্পাদক আশিক মাহমুদ নেতৃত্বাধীন কার্যকরী কমিটি দায়িত্ব পালন করবেন। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি

ষ্টেট সিনেটর লুইসের বিরুদ্ধে ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের অভিযোগ

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: স্ত্রী এলিজাভেথের ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের অভিযোগের প্রেক্ষিতে আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে পুলিশের কাছে নিজেকে সোপার্দ করার পর জামিন পেয়েছেন নিউইয়র্ক স্টেট সিনেটর লুইস সেপুলভেদা জামিনে মুক্ত হয়েছেন। তিনি বাংলাদেশী অধ্যুষিত ব্রঙ্কস থেকে নির্বাচিত এবং কমিউনিটিতে 'লুইস ভাই' নামেই পরিচিত। মঙ্গলবার ভোরে তিনি নিজে থেকে পুলিশের কাছে হাজির হওয়ার পর ঐদিনই তিনি জামিনে মুক্ত হন। এদিকে লুইস সেপুলভেদা নিজেকে নির্দোষ দাবী করে বলেছেন সময়-ই বলে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন।



নিউইয়র্ক স্টেট সিনেটর লুইস এবং তার স্ত্রী এলিজাবেথ উভয়ই একজন আরেকজনের উপর আক্রমণের অভিযোগ দায়ের করেন। এ অভিযোগের প্রেক্ষিতেই সিনেটর লুইস পুলিশের কাছে নিজেকে সোপর্দ করেন। খবরটি মূলধারার বিভিন্ন মিডিয়ায় গুরুত্বের সাথে প্রকাশ ও প্রচারিত হয়।

উল্লেখ্য, ব্যক্তিগত জীবনে আইন পেশায় নিয়োজিত লুইস সেপুলভেদা প্রথমে ষ্টেট অ্যাসেম্বলীম্যান নির্বাচিত হন এবং বর্তমানে নিউইয়র্ক ষ্টেট সিনেটর। তার বিশেষ উদ্যোগ ও সহযোগিতায় নিউইয়র্কের রাজধানী আলবেনীর ক্যাপিটাল ভবনে বিগত ৯ বছর ধরে ২৬ মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস স্মরণে 'বাংলাদেশ ডে' উদযাপিত হয়ে আসছে। লুইস সেপুলভেদার নেতৃত্বে নিউইয়র্ক ষ্টেট সিনেটের ৫জন সদস্য গত বছর বাংলাদেশ সফর করেন।

তিনি আগামী নির্বাচনে নিউইয়র্ক সিটির ব্রঙ্কস বরো'র প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী। অতি সম্প্রতি তিনি বরো প্রেসিডেন্ট পদে তার প্রার্থী ঘোষণা করেন।

বিশিষ্ট লেখক নূরুল ইসলামের ইন্তেকাল

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): প্রবাসের বিশিষ্ট লেখক ও কবি আলহাজ নূরুল ইসলাম আর নেই। (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজেউন)। রোববার (১০ জানুয়ারী) তিনি রাত সাড়ে ১১টার দিকে যুক্তরাষ্ট্রের নিউজার্সী অঙ্গরাজ্যের পেটারসন সিটিতে শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন। তার বয়স হয়েছিলো ৮০ বছর। তিনি বার্ধক্যজণিত নানা রোগে ভুগছিলেন। বর্ণাঢ্য জীবনের অধিকারী নূরুল ইসলাম ব্যক্তিগত জীবনে সদালাপী, বন্ধুবৎসল ও ধর্মপরায়ণ মানুষ ছিলেন। খবর ইউএনএ'র।



অবসর জীবনে তিনি স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি সহ পেটারসন শহরে স্থায়ীভাবে বসবাস করছিলেন। মরহুম নূরুল ইসলামের নামাজে জানাজা মঙ্গলবার (১২ জানুয়ারী) বাদ জোহর পেটারসন সিটির ইসলামিক ফাউন্ডেশন অব নিউজার্সীতে (জালালাবাদ মসজিদ) অনুষ্ঠান শেষে স্থানীয় কবরস্থানে তার মরদেহ দাফন করা হয়।

লেখক-কবি আলহাজ নূরুল ইসলাম হবিগঞ্জ জেলার নবীগঞ্জ উপজেলার রাইয়াপুর গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে ১৯৪০ সালের এপ্রিল মাসে জন্ম গ্রহণ করেন। তার পিতার নাম মওলানা মোহাম্মদ ওয়াতির এবং মাতার নাম কাজী সিরাজুন্নেসা খাতুন। মাত্র ১৮ বছর বয়সে তিনি মা-বাবা ও ভায়ের সাথে পবিত্র হজ্জ পালন করেন। জ্ঞান অন্বেষণে তি প্রথমে কলকাতা এবং পরবর্তীতে ১৯৭০ সাথে যুক্তরাষ্ট্র আগমণ করেন। ১৯৯৪ সালের ২৬ মার্চ 'মুক্তির ডাক' নামে তার প্রথম উপন্যাস প্রকাশিত হয়। মরহুম নূরুল ইসলাম একাধিক গ্রন্থের প্রণেতা। তার লেখা প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা ১০টি। এক সময় তিনি নিউইয়র্কের বাংলা মিডিয়া ছাড়াও ঢাকার বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে নিয়মিত লিখতেন। সব্যসাচী লেখক ও কবি আলহাজ নূরুল ইসলামের বইগুলো ঢাকার ঐতিহ্যবাহী অভিজাত প্রকাশনা সংস্থা 'বাড পাবলিকেশন্স' থেকে প্রকাশিত হয়েছিল।

অন্যান্য গ্রন্থগুলো হলো: একশ বছর পর (উপন্যাস), এক নারী দুই স্বামী (উপন্যাস), খালে বিলে (বাকি অংশ ৪৭ পাতায়)

নিউইয়র্কে করোনায় কৃষিবীদ জসিম উদ্দিন আহমে আর নেই

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): নিউইয়র্কে বাংলাদেশী কম্যুনিটির পরিচিত মুখ, জামাইকার হিলসাইড এভিনিউর আহমেদ ব্রোকারেজ এর কর্নধার কৃষিবিদ জসিম উদ্দিন আহমেদ (৭০) করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেছেন। (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন)। চিকিৎসাধীন অবস্থায় ১৪ জানুয়ারী বৃহস্পতিবার বেলা আড়াইটার দিকে তিনি কুইন্স জেনারেল হাসপাতালে শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি করোনা পজেটিভে প্রায় একমাস এই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন।



এছাড়াও ম্যানহাটানাস্থ বেলভ্যু হাসপাতালেও তিনি চিকিৎসা নেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, এক মেয়ে এবং ছেলে সহ বহু আত্নীয়-স্বজন ও গুণগ্রাহী রেখে জান। তিনি বরিশাল বিভাগের বরগুনা জেলার সন্তান। তার পুত্র ডা. রায়হান শরীফ কুইন্স হাসপাতালের ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিটের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক। তার মৃত্যুতে কমিউনিটিতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে এবং তার স্ত্রীও করোনায় আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বলে জানা গেছে। খবর ইউএনএ'র।

জানা যায়, মরহুম জসিম উদ্দিন আহমেদ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৭৭ সালে কৃষি প্রকৌশলীতে গ্রাজুয়েশন করেন। ১৯৯০ সালে তিনি যুক্তরাষ্ট্রে আসেন। ১৯৯৫ সালে আহমেদ ব্রোকারেজ কোম্পানীর মাধ্যমে নিউইয়র্ক সিটি কমিউনিটিতে ট্যাক্স ফাইলিং, অটো ইন্সুরেন্স, নিউইয়র্ক লাইফ ইন্স্যুরেন্স, রিয়েল এষ্টেট ব্রোকারেজ এবং বাংলাদেশী কমিউনিটির জন্য তথ্য সমৃদ্ধ 'ইয়োলো পেজ' শীর্ষক হ্যান্ডবুক প্রকাশ করেন।

এদিকে শুক্রবার বাদ জুমা মরহুমের নামাজে জানাজা সাউথ জামাইকা মুসলিম সেন্টারে (সাবেক দারুল ওয়াহিদ মসজিদ, ১০৬-৪২ রুসকো স্ট্রীট, জামাইকা) অনুষ্ঠিত হয়। তিনি এই মসজিদ প্রতিষ্ঠাকাল থেকে জড়িত ছিলেন এবং সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন। (বাকি অংশ ৩৮ পাতায়)



সাফওয়ান ট্রাভেল
এন্ড মাল্টি সার্ভিসেস কর্পোরেশন
Safwan Travel & Multi Services Corp.
IATA Approved Travel Agent
We Provide
Design, Printing,Flyer, Business Card,Banner, Poster & more!
নাক্টার শাড়ী ঘর
Special Eid-Sale
Phone: 347- 621- 4940,718-300-7429
1217 White Plains Road , Bronx , NY 10472



প্রফেসর সিরাজুল হক ও এবিএম সালেউদ্দীনের সাথে লেখক-কবি নূরুল ইসলাম (সর্ববায়ে)

বিশিষ্ট লেখক নূরুল ইসলামের ইন্তেকাল

(৪৬ পাতার পর)

মলে (উপন্যাস), আসতে হলো দেরী (কবিতা), সভ্যতার অন্তরালে, নির্বাচিত রচনাবলী (প্রথম খন্ড), নির্বাচিত রচনাবলী (দ্বিতীয় খন্ড), শয়তানের ডায়েরী (রম্য রচনা) এবং আকবরী বিবাহ (রম্য রচনা)। **শোক প্রকাশ:** সব্যসাচী লেখক ও কবি আলহাজ নূরুল ইসলামের ইন্তেকালে গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করেছেন জাতীয় প্রেসক্লাবের জীবন সদস্য, প্রবীণ সাংবাদিক ও শিক্ষাবীদ অধ্যাপক সিরাজুল হক, বাংলা পত্রিকা'র সাবেক সম্পাদক মাহবুবুর রহমান, বাংলা পত্রিকা'র সম্পাদক ও টাইম টেলিভিশন-এর সিইও আবু তাহের, বাংলাদেশ জার্নালিষ্ট এন্ড রাইটার্স এসোসিয়েশনের সভাপতি ড. শওকত আলী, কবি ও কলামিস্ট এবিএম সালেউদ্দীন, নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সাবেক সাধারণ সম্পাদক এবিএম সালাহউদ্দিন আহমেদ। শোক বার্তায় তারা মরহুমের বদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন।

বাড়ী ক্রয়ে ৩০ বছরের মর্টগেজ

(শেষের পাতার পর)

মর্টগেজ গ্রহণ অতীতের মতো এখনো জনপ্রিয় আছে। কিন্তু আপনি যখন বাড়ি ক্রয় করবেন তখন এই মর্টগেজ আপনার জন্য কি সঠিক অপশন?

প্রতিটি মর্টগেজ ঋণের ক্ষেত্রেই হোক সে ১০, ১৫ বা ৩০ বছরের জন্য। সবগুলোতেই যেমন কিছু চ্যালেঞ্জ আছে, সেই সাথে কিছু ভালো দিকও আছে। তবে এগুলোর মধ্যে আপনার জন্য কোনটি সেরা হবে সেটা নির্ভর করে আপনার পরিস্থিতির ওপর। সাধারণত যে মর্টগেজ ঋণগুলো কম সময়ের জন্য যেমন ১০ বা ১৫ বছরের জন্য সেগুলোর ইন্টারেস্ট রেইট তুলনামুলকভাবে ২০ বা ৩০ বছরের মর্টগেজ ঋণের ইন্টারেস্ট রেইট থেকে কিছুটা কম। সেই সাথে আপনি যদি ডলার মূল্যে সবকিছু বিবেচনা করেন তবে ১৫ বছরের মর্টগেজ ঋণে আপনাকে যে ইন্টারেস্ট প্রদান করতে হবে তা হবে ৩০ বছরের মর্টগেজ ঋণে আপনি যে ইন্টারেস্ট প্রদান করতেন তার অর্ধেক মাত্র। এসব বিষয়ে আমরা আপনাকে সাহায্য করতে পারি। প্রয়োজনে ৭১৮-৫০৭-লোন (৫৬২৬) এই নম্বারে যোগাযোগ করুন।

BOMBAY
TRAVELS & GRAPHICS INC.
Grand Opening Special Grand Opening Special Grand Opening Special
সব থেকে সস্তায় টিকেট গ্যারান্টি
টার্কিস এয়ারলাইন্সে সেল সাথে ৩টি লাগেজ ফ্রি
Domestic & International
Emirates
Bahalul Syed (uzzal)
President
স্পেশাল সেল: সাউদিয়া এয়ারলাইন্স
Emirates ETIHAD SAUDIA QATAR TURKISH AIRLINES SINGAPORE AIRLINES American Airlines
DESIGN & PRINTING
• BANNER • FLYER • MAGAZINE
• POSTER • CALENDAR • BUSINESS CARD
PASSPORT PHOTO
168-25A Hillside Avenue, Jamaica NY 11432
Phone: 718-725-1332, Cell: 347-586-7124, Email: bombaytg@gmail.com

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

বাংলা পত্রিকা

The Weekly Bangla Patrika

MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS
Direct Lender
Low Closing Cost Good Rate
Call 718-507-LOAN for Approval
70-17, 37th Ave. Suite# 2F, Jackson Heights, NY 11372
Licensed Mortgage Banker of New York
M. Kamal, MLO CPA

হেলাল উদ্দীন রানার কলাম



এলোমেলো ভাবনা

চায়ের কাপে চুমুক দিতেই বেজে উঠলো ডালিয়ার ফোন। কুশল বিনিময়ের পর জানতে চাইলো কি খবর? প্রেসিডেন্ট বাইডেনের শপথ (বাকি অংশ ২৩ পাতায়)

ওয়াশিংটন দূতাবাসে রাষ্ট্রদূত শহীদুলের যোগদান



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের নতুন রাষ্ট্রদূত এম শহীদুল ইসলাম বৃহস্পতিবার (১৪ জানুয়ারী) আনুষ্ঠানিকভাবে ওয়াশিংটনে (বাকি অংশ ২৩ পাতায়)

করোনায় আরো দুই বাংলাদেশীর মৃত্যু



বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: মহামারী করোনায় নিউ-ইয়র্ক সহ যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন রাজ্যে আক্রান্তের সংখ্যা দিনে দিনে বাড়ছে। আতংক বিরাজ করছে জনমনে। গত সপ্তাহে নিউইয়র্কে দুই (বাকি অংশ ২৫ পাতায়)

প্রথম বাংলাদেশী হিসেবে

'গ্লোবাল হিরো অ্যাওয়ার্ড' পেলেন তাজিন



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: প্রথম বাংলাদেশী হিসেবে চলতি বছর মর্যাদাপূর্ণ 'গ্লোবাল হিরো অ্যাওয়ার্ড' পেয়েছেন সামাজিক উদ্যোক্তা তাজিন শাদিদ। বাংলাদেশভিত্তিক সামাজিক উদ্যোগ 'স্পৃহা (বাকি অংশ ৩১ পাতায়)



গুনাহ ত্যাগ করতে সহায়ক ১০ উপদেশ

তাজুল ইসলাম

অনেকে গুনাহ ছেড়ে দিতে চায়; কিন্তু পরিবেশ-পরিস্থিতির কারণে সেটা হয়ে ওঠে না। তাদের জন্য গুনাহ ছেড়ে দিতে সহায়ক ১০টি উপদেশ এখানে উল্লেখ করা হলো: ১ . (বাকি অংশ ২৩ পাতায়)

করোনা ভ্যাকসিন প্রদান শুরুতেই সংকট ॥ এম এম শাহীন সহ অনেকেই আক্রান্ত







ছবিতে বাঁ থেকে এম এম শাহীন, খিজির আহমেদ টিটু ও মুহিবুর রহমান

নিউইয়র্কে গোপনীয়তায় বাড়ছে সংক্রমণ

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্কসহ সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রে মহামারী করোনা-ভাইরাস থেকে রক্ষা পেতে ভ্যাকসিন প্রদান শুরু হলেও সহসাই কমছে না সংক্রমণ। বরং করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে। ইতিমধ্যেই একদিনে সর্বোচ্চ আক্রান্তের সংখ্যা রেকর্ড করা হয়েছে। (বাকি অংশ ৩১ পাতায়)

বাইডেনের অভিষেক উপলক্ষে সকল খাবারে মূল্যহ্রাস

বৃহৎ পরিসরে খলিল বিরিয়ানী হাউজের উদ্বোধন

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্কের জনপ্রিয় খলিল বিরিয়ানী হাউজ বৃহৎ পরিসরে উদ্বোধন হয়েছে। এ উপলক্ষে গত ১৩ জানুয়ারী বুধবার সন্ধ্যায় ব্রঙ্কসের ১৪৫৭ ইউনিয়ন পোর্ট রোডের নতুন ঠিকানায় এক দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। করোনা মহামারীতে স্বাস্থ্যবিধি মেনে মাহফিলে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত এবং বিশেষ দোয়া করা হয়। প্রতিষ্ঠানের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করে মিলাদ ও দোয়া ---(বাকি অংশ ২৫ পাতায়)

কানাডায় বিদেশি শিক্ষার্থীদের ওয়ার্ক পারমিট দেয়ার উদ্যোগ

রাজীব আহসান, কানাডা থেকে: কানাডায় স্থায়ীভাবে বসবাসে আগ্রহী করে তোলার জন্য দেশটির ফেডারেল সরকার বিদেশি শিক্ষার্থীদের নতুন করে ওয়ার্ক পারমিট দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে। মাল্টিকালচারালিজমের দেশ কানাডা বরাবরই অভিবাসন প্রত্যাশীদের ক্ষেত্রে নমনীয়। কানাডার ইমিগ্রেশন সংস্থার হিসাব (বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)



নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিল ডিষ্ট্রিক্ট-২৪ এর নির্বাচনীঃ ঘরে ঘরে ভোট প্রার্থনা

বিশেষ প্রতিনিধি: নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিল ডিষ্ট্রিক্ট-২৪ এর বিশেষ নির্বাচন আগামী ২ ফেব্রুয়ারী। সিটির কাউন্সিলের বিশেষ এই নির্বাচন অর্থাৎ র‍্যাংকড-চয়েজ ইলেকশনে একজন ভোটার তার পছন্দের প্রথম ৫জন প্রার্থীকে ভোট দিতে পারবেন। প্রার্থীদের মধ্যে যিনি সর্বোচ্চ ভোট পাবেন তিনিই নির্বাচিত হবেন। আর এই সুযোগে একাধিক প্রার্থী একই আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমেছেন। নির্বাচনে ৪ বাংলাদেশীসহ মোট ১১ প্রার্থী প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন বলে জানা গেছে। ---(বাকি অংশ ৪১ পাতায়)









ছবিতে (বা থেকে) মুজিব-উর রহমান, ড. দিলীপ নাথ, এটর্নী সোমা সাঈদ ও মৌমিতা আহমেদ। ছবি: সংগ্রহ

এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটি

দেড়শতাধিক পরিবারের মাঝে খাদ্য বিতরণ

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: মহামারি করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত দেড়শতাধিক পরিবারের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেছে এস্টোরিয়া (বাকি অংশ ৪১ পাতায়)

যেভাবে করোনার খবর এলো

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: সেদিন ছিল ২০২০ সালের ১১ জানুয়ারী, নতুন এক করোনাভাইরাসে প্রথম মৃত্যুর খবর দিয়েছিল চীন। তার ঠিক এক বছর ---(বাকি অংশ ৪১ পাতায়)

সাঈদ তারেক-এর কলাম

মানব সভ্যতা কোন পথে!



আমরা কি পেছনের দিকে হাঁটছি! গত শতকে দুই দশকের ব্যবধানে দুইটি বিশ্বযুদ্ধে ধ্বংশলীলার পর শান্তি ও সম্প্রীতির পথে চলবার যে নতুন যাত্রা শুরু হয়েছিল (বাকি অংশ ৩১ পাতায়)

রিয়েল এস্টেট টিপস

বাড়ী ক্রয়ে ৩০ বছরের মর্টগেজ



এম কামাল: বাড়ি ক্রেতা এবং রিফাইন্যান্সকারীদের জন্য ৩০ বছরের মর্টগেজ গ্রহণ অতীতের মতো এখনো জনপ্রিয় আছে। (বাকি অংশ ৪৭ পাতায়)

বিশ বছর পর নৌকার কুলাউড়া জয়



মাহফুজ শাকিল, কুলাউড়া থেকে: সকল জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে দীর্ঘ দুই দশক পর কুলাউড়ায় পৌরসভা নির্বাচনে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী অধ্যক্ষ সিপার উদ্দিন আহমদ নৌকা প্রতীক নিয়ে তুমুল হাড্ডাহাড্ডি লড়াই করে ১৫৩ ভোটের ব্যবধানে বিজয়ী হয়ে চমক দেখালেন। তার প্রাপ্ত ভোট ৪ হাজার ৮৩৮টি। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী স্বতন্ত্র প্রার্থী শাজান মিয়া জগ প্রতীক নিয়ে পেয়েছেন ৪ হাজার ৬৮৫ ভোট। এছাড়া আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী প্রার্থী ও বর্তমান (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়

কোম্পানীগঞ্জ ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশনের নির্বাচন

প্রার্থীদের প্রাথমিক তালিকা প্রকাশ

বিশেষ প্রতিনিধি: কোম্পানীগঞ্জ ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন ইউএসএ'র নির্বাচনে প্রার্থীদের প্রাথমিক তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। নির্বাচন কমিশন গত ১ জানুয়ারী যাচাই-বাছাই শেষে এ তালিকা প্রকাশ করে। নির্বাচন কমিশন ঘোষিত প্রার্থীরা হলেন: সভাপতি- রহমান এইচ (বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)

অনুষ্ঠান অনুস্মরণিকা

* প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হারিসের দায়িত্বভার গ্রহণ উপলক্ষ্যে আসন্ন সমাবেশ ২০ জানুয়ারী বুধবার সন্ধ্যা ৬টায় ব্রঙ্কসের খলিল কর্ণারে (স্টার্লিং-বাংলাবাজার)। আয়োজক বাংলাদেশীস ফরব বাইডেন। ক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে। ইতিমধ্যেই একদিনে সর্বোচ্চ আক্রান্তের * দুদিন ব্যাপী ভর্চুয়াল বাংলা সাহিত্য সম্মেলন-২০২১ আগামী ২৭-২৮ মার্চ শনি ও রোববার। আয়োজক সংগঠন বাংলাদেশ ফাউন্ডেশনীব ফ্লোরিডা।

খেলার খবর

বিখ্যাত হতে ধর্ষণের মিথ্যা অভিযোগ

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: পাকিস্তানের অধিনায়ক বাবর আজমের বিরুদ্ধে ডিসেম্বরের শুরুতে ভয়ংকর ---(বাকি অংশ ২৫ পাতায়)

J.K. GAIN MULTISERVICES
A company you can trust ....
• Tax Services
• Life Insurance
• Health Insurance
• Auto Insurance
• Home Insurance
• Business Insurance
• TLC Insurance
• DDC. (6 hrs.)
MassMutual
LOW COST
e-file
Notary Public
Jaydeb Gain
ছয় ঘন্টার ডিফেন্সিভ ড্রাইভিং কোর্স
10% Insurance Cost Deduction
Up to 4 points Removal
Tel: 347-536-5107
41-15 75th Street, Suite 2
Elmhurst, NY 11373
Email: gain_jaydeb@yahoo.com
www.JKGainMulti.com

সাফওয়ান ট্রাভেল
এন্ড শিপিং সার্ভিসেস কর্পোরেশন
IATA
Approved Travel Agent
Tel: 347 - 621- 4940, Cell: 718-300 -7429
1217 White Plains Road,Bronx,NY 10472.

এস্টোরিয়ায় ডিজিটাল ট্রাভেলস
ফোন: 718-721-2012
বিস্তারিত ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

জ্যাকসন হাইটসে
মেঘনা ট্রাভেলস
718-478-1920
718-930-1494
বিস্তারিত ৩০ পাতায়

CONCORDE
Travel Inc
Jackson Heights: 347-448-6175
Manhattan: 212-563-2800
Call: 917-355-7374
(বিস্তারিত ৪১ পাতায়)

গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস
GAS GLOBAL AIR SERVICE
Call Now
WALL STREET FINANCE LLC

Editor : Abu Taher Published By Bangla Patrika Inc. 36-50, 38 Street (2nd Floor), LIC, NY 11101, USA. Tel: 718-482-9923, 718-482-1169. Fax: 718-482-9935. Email: banglapatrikausa@gmail.com